সূচীপত্র

গ্রন্থ-সঙ্কেত

পাঠ প্রসঙ্গে

স্-দে দি থিওরি অফ্ রস (সাম প্রব্লেমস্ অফ্ স্যানস্ক্রিট্ পোয়েটিকস্) : এস, কে, দে : কলিকাতা, ১৯৫৯।

রা-ক নাট্যশাস্ত্র অফ্ ভরতমুনি উইথ দি কমেন্টরি অফ্ অভিনবগুপ্ত : সম্পা. ম, রামকৃষ্ণ কবি : ২য় সং, বরোদা, ১৯৫৬।

আর-জি দি ইস্থেটিক্ একস্পিরিয়েন্স্ একর্ডিং টু অভিনবগুপ্ত : রেনিয়েরো গ্নোলি : রোম, ১৯৫৬।

বি-সি হিন্দী অভিনবভারতী : সম্পা. আচার্য বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্তশিরোমণি : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬০।

হে-চ দি কাব্যানুশাসন অফ্ হেমচন্দ্র : সম্পা. ম, ম, পণ্ডিত শিবদত্ত ও কে, পি, পরব : ২য় সং, বোম্বাই, ১৯৩৪।

উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে

না-শা নাট্যশাস্ত্র অফ্ ভরতমুনি : ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ।

না-শা (ইং) দি নাট্যশাস্ত্র, ১ম ভাগ সম্পা. এম, এম, ঘোষ।

কা-সূ-বৃ কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি—কামধেনুব্যাখ্যাসহ : সম্পা. শ্রীকৃষ্ণসূরী : শ্রীরঙ্গনগর, ১৯০৯।

দ-রূ দি দশরূপক অফ্ ধনঞ্জয় : সম্পা. কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব, ৫ম সং।

অ-ভা অভিনবভারতী।

ধ্ব-লো ধ্বন্যালোক।

লো-টী লোচনটীকা।

কা-প্র কাব্যপ্রকাশ।

কা-দ কাব্যাদর্শ।

সা-দ সাহিত্যদর্পণ।

সা-দ (বাং) সাহিত্যদর্পণ, বাংলা অনুবাদ।

র-গ রসগঙ্গাধর।

কা-মী কাব্যমীমাংসা।

কা-অ কাব্যানুশাসন।

ভা-প্র ভাবপ্রকাশন॥

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিখ্যাত "বিভাবানুভাবব্যভিচারি-সংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ" সূত্রটির অভিনবগুপ্ত-কৃত টীকা-অংশটি 'অভিনবভারতী' থেকে উদ্ধৃত ও বাংলায় অনূদিত হ'ল। উদ্ধৃত অংশে অভিনবগুপ্তের রসতত্ত্বের সম্পূর্ণ পরিচয় মিলবে।

বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে এ-যাবৎ প্রকাশিত কোনো একখানি গ্রন্থের পাঠকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারিনি; তাই প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠ মিলিয়ে একটি নতুন পাঠ তৈরি ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছি।

আলোচ্য অংশের প্রথম পাঠ প্রস্তুত করেন ডঃ সুশীল কুমার দে। তারপর প্রকাশিত হয় মনবল্লি রামকৃষ্ণ কবি সম্পাদিত নাট্যশাস্ত্রসহ 'অভিনবভারতী'। ১৯৫৬ সালে রোম থেকে প্রকাশিত হয় রেনিয়েরো গ্‌নোলির গ্রন্থ 'দি ইস্থেটিক্ এক্‌স্‌পিরিয়েন্‌স্‌ একর্‌ডিং টু অভিনবগুপ্ত'; এতে আলোচ্য অংশটুকু, পাঠান্তর, ইংরাজী অনুবাদ এবং টীকা দেওয়া হয়েছে। আমার পরিকল্পনা এই গ্রন্থের দ্বারা অনুপ্রাণিত। ডঃ দে ও রামকৃষ্ণ কবির সম্পাদিত সংস্করণ এবং হেমচন্দ্রের 'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থের উদ্ধৃতি ছাড়াও ডঃ কান্তিচন্দ্র পাণ্ডের 'কম্পারেটিভ্ ইস্থেটিক্‌স্' গ্রন্থের পরিশিষ্টে ধৃত উদ্ধৃতিগুলি ও মাণিক্যচন্দ্র সূরির 'কাব্যপ্রকাশ-সংকেত' টীকাগ্রন্থ রেনিয়েরো গ্‌নোলির পাঠ-বিচারের অবলম্বন। আমি পাঠ-বিচারের সময় ডঃ পাণ্ডের উদ্ধৃতিগুলি এবং সূরির উদ্ধৃতি বাদ দিয়েছি, কিন্তু আচার্য বিশ্বেশ্বর সিদ্ধান্তশিরোমণি সম্পাদিত 'হিন্দী অভিনবভারতী' গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করেছি। কোনো একটি পাঠ-কে অবলম্বন ক'রে আমি বিভিন্ন পাঠ-বিচার করিনি; সকল পাঠ-কেই তুল্যমূল্য দিয়ে নিজের বিচার মতো অর্থের সঙ্গতি রক্ষার জন্য যে-কোনো পাঠ থেকে যে-কোনো শব্দ গ্রহণ করেছি; আদ্যন্ত যতিবিভাগ করেছি এবং অর্থানুযায়ী পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি।

বাংলা অনুবাদে চলিতভাষা ব্যবহার করেছি। অনুবাদ আক্ষরিক। বাক্য ও অর্থের সম্পূর্ণতার জন্য যোজিত অতিরিক্ত পদগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে; ক্ষেত্রবিশেষে মূল শব্দকে '=' চিহ্ন দিয়ে বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে। অভিনবগুপ্তের রচনাশৈলী তুলনাহীন। পরিচ্ছন্ন অথচ গম্ভীর বাক্যবিন্যাস এবং অব্যর্থ শব্দপ্রয়োগ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি

তাঁর রচনায় আছে কাব্যিক সুগন্ধ। তাঁর ভাষা ও ভঙ্গি অভিজাত। এই আভিজাত্য বাংলায় কতখানি রক্ষিত হয়েছে তা সুধীজনেরই বিবেচ্য।

এই গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগের অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং বর্ধমান রাজকলেজের সংস্কৃতবিভাগের অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তীর কাছ থেকে। সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত অংশের প্রুফ দেখার বিরক্তিকর কাজটি করেছেন। আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র ও সহকর্মী শ্রীপ্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত এবং সাম্মানিক স্নাতকশ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী বিজয়া চক্রবর্তী আদ্যন্ত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন। এঁদের সকলকেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ভারতীয় রসতত্ত্বের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পূজ্যপাদ স্বর্গত ডঃ সুধীর কুমার দাশগুপ্তের কাছে ; জীবনে সে এক পরম অভিজ্ঞতা। কিন্তু পরবর্তীকালে 'সকলশাস্ত্ররসমজ্জনশুভ্রচিত্ত' ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় যদি প্রেরণা ও উৎসাহ না দিতেন, তাহলে এই গ্রন্থ প্রণয়ন আমার কাছে কল্পনার বস্তু হ'য়েই থাকত। তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। আর প্রণাম জানাচ্ছি আচার্য জনার্দন চক্রবর্তীকে, এই গ্রন্থপ্রকাশে যাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। আমার সমস্ত সারস্বত চেষ্টায় তাঁর আশীর্বাদ নিত্যবর্ষিত হয়।

অবন্তীকুমার সান্যাল

ভূমিকা

॥ ১ ॥

অভিনবগুপ্ত ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব তথা নন্দনতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। তিনি ছিলেন এক অসামান্য প্রতিভার, এক মহামনীষার অধিকারী, প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সৌভাগ্যের বিষয় অন্যান্য বহু প্রাচীন মনীষীর তুলনায় তাঁর পরিচয় অনেকখানি সুলভ।

অভিনবগুপ্তের বিভিন্ন রচনা থেকেই তাঁর নিজের এবং বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পূর্বপুরুষ অত্রিগুপ্ত কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের আমন্ত্রণে অন্তর্বেদী থেকে কাশ্মীরে এসেছিলেন। ললিতাদিত্য বা ললিতাপীড়ের রাজত্বকাল ৭৮৩-৭৯৫ খ্রী. অ.। এই বংশেই বরাহগুপ্তের জন্ম। বরাহগুপ্তের পুত্র চুখুল, প্রকৃতনাম নরসিংহগুপ্ত, অভিনবগুপ্তের পিতা। মাতার নাম বিমলা। অভিনবগুপ্ত তাঁর ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্রদেরও পরিচয় দিয়েছেন।

অভিনবগুপ্ত তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের কাছে বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। যেমন, বোমনাথের কাছে দ্বৈতাদ্বৈততন্ত্র, ভূতিরাজতনয়ের কাছে দ্বৈতবাদী শৈবতন্ত্র, লক্ষ্মণগুপ্তের কাছে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, ইন্দুরাজের কাছে ধ্বনিতত্ত্ব, ভট্টতোতের কাছে নাট্যশাস্ত্র, ভূতিরাজের কাছে ব্রহ্মবিদ্যা; ব্যাকরণ-শাস্ত্র শিখেছিলেন পিতা নরসিংহগুপ্তের কাছে। এঁরা ছাড়াও অভিনবগুপ্তের আরও তেরো জন উপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব—কোনো সম্প্রদায়ের উপাধ্যায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতেই দ্বিধা করেননি। বিভিন্ন রচনায় প্রসঙ্গসূত্রে অভিনবগুপ্ত গভীর শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে তাঁর উপাধ্যায়দের নাম উল্লেখ করেছেন।

অভিনবগুপ্ত ছিলেন কবি, দার্শনিক এবং শৈব প্রত্যভিজ্ঞা সম্প্রদায়ের গুরু। তাঁর রচনার পরিমাণ বিপুল। শৈবতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মৌলিক, সংগ্রহ ও টীকা গ্রন্থগুলি প্রত্যভিজ্ঞা শৈবদর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ। কাব্যতত্ত্ব তথা রসতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর রচিত দুইখানি গ্রন্থই টীকাগ্রন্থ। একখানি 'লোচন'—আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের টীকা, অপরখানি 'অভিনবভারতী—ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের টীকা। তিনি ভট্টতোতের 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থের 'বিবরণ' নামেও একখানি টীকা লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর টীকা ও মূল গ্রন্থের কোনো সন্ধান আজ পর্যন্ত মেলেনি।

অভিনবগুপ্তের আবির্ভাবকাল সুনিশ্চিতভাবে দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগ, এবং একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবন বিস্তৃত।

॥ ২ ॥

'লোচন' ও 'অভিনবভারতী'র মধ্যে প্রথমে রচিত হয় 'লোচন'। কবি-কর্মের মুখ্য আত্মারূপে রসের প্রতিষ্ঠা করেন রাজানক আনন্দবর্ধন। তিনি প্রমাণ করেন এই রস একমাত্র ব্যঞ্জনাগম্য। তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে যে-তত্ত্ব বিধৃত হয়েছে, অভিনবগুপ্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি এবং মনীষাবলে 'লোচন' গ্রন্থে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 'লোচন'-সহ 'ধ্বন্যালোক' ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

আনন্দবর্ধনের বহু আগে থেকেই 'রস' বস্তুটির সঙ্গে আলঙ্কারিকদের পরিচয় ছিল; রসতত্ত্ব সম্পর্কে একধরনের অসম্পূর্ণ ধারণাও তাঁদের ছিল। কিন্তু রস ছিল মুখ্যত নাট্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আলঙ্কারিকেরা কাব্যের ক্ষেত্রে রসকে মোটেই গুরুত্ব দেননি। তাঁদের কাব্যতত্ত্বের বিচার ছিল অলঙ্কার, রীতি ইত্যাদি শব্দার্থের বহিরঙ্গ-বিচারেই সীমাবদ্ধ। ভামহ, দণ্ডী নাটককে কাব্যের ভেদরূপে স্বীকার করলেও, বামন 'দশরূপক'-কে কাব্যের মধ্যে শ্রেয় বললেও, নাট্যতত্ত্ব কাব্যতত্ত্বের বহির্ভূতরূপেই গণ্য হ'ত। প্রথমদিকে নাট্যতত্ত্ব কাব্যতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব হিসাবে গ'ড়ে উঠেছিল ব'লে রসতত্ত্ব নাট্যশাস্ত্রীদেরই আলোচ্য বস্তু ছিল এবং আলঙ্কারিকদের উপরে রস বা রসতত্ত্বের প্রভাব ছিল সামান্য।

'নাট্যশাস্ত্র'-এর ভরতমুনিই রসতত্ত্বের আদি প্রবক্তারূপে স্বীকৃত। কিন্তু রসতত্ত্ব নিঃসন্দেহে ভরতের চেয়ে প্রাচীন। ভরতের মতে রসই নাট্যের প্রাণ। ভরত বলেছেন: "রস ছাড়া কোনো অর্থই প্রবর্তিত হয় না।" ভরতের এই রসের ব্যাখ্যায় কালক্রমে পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠেছিল। ভট্টলোল্লট, ভট্ট-শঙ্কুক প্রভৃতিরা ভরতের গ্রন্থের টীকা লিখতে গিয়ে নিজ নিজ ব্যাখ্যান উপস্থিত করেছিলেন। এঁদের আলোচ্য রস বলতে নাট্যরস। আলঙ্কারিকেরাও নাট্যরসরূপেই কাব্যে রসকে গণ্য করেছেন, কিন্তু রসের aesthetic গুরুত্ব বা উপযোগিতা অনুধাবন করতে পারেননি। আনন্দবর্ধনই সর্বপ্রথম কাব্যে রসের সর্বাতিশায়ী ভূমিকা স্বীকার করেন এবং ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিতত্ত্বের সঙ্গে রসতত্ত্বের সম্পর্কটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর মতে ভরতকথিত রস কেবলমাত্র নাট্যের প্রাণ নয়, দৃশ্য ও শ্রব্য উভয়বিধ কবিকর্মেরই সারার্থ। তিনি স্পষ্টই বলেছেন: "এতচ্চ রসাদিতাৎপর্যেন কাব্যনিবন্ধনং ভরতাদাবপি সুপ্রসিদ্ধমেব।"

নাট্যে প্রযোজ্য এবং নাট্যতত্ত্বের আলোচ্য রস এইভাবেই কাব্যে প্রযুক্ত এবং কাব্যতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

আনন্দবর্ধনের পর কাব্যে রসের গুরুত্ব স্বীকৃত হ'লেও ধ্বনিবাদ বা রসের ব্যঙ্গ্যত্ব ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। ধ্বনিবাদ এবং ধ্বনিবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাত রসবাদও অস্বীকৃত হয়েছিল। ধ্বনিভিত্তিক রসবাদের প্রামাণিকতা প্রদর্শন এবং নাট্যরস ও কাব্যরসের সাজাত্য প্রমাণের জন্যই সম্ভবত অভিনবগুপ্ত ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র'-এর টীকা 'অভিনবভারতী' রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 'অভিনবভারতী' শুধু ভারতীয় নাট্যতত্ত্বেরই নয়, ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং ভরতের বিখ্যাত রসসূত্রের 'অভিনবভারতী'-র টীকাই রসতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যান। দুর্ভাগ্যবশত সমগ্র 'অভিনবভারতী' সংগৃহীত হয়নি, সংগৃহীত অংশের পাঠও বহুলাংশে দূষিত, তাই বহু ক্ষেত্রে অর্থোদ্ধার বিশেষ কষ্টসাধ্য।

॥ ৩ ॥

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' মুখ্যত নাট্য প্রযোজনা এবং নাট্য শিক্ষাবিষয়ক কোশ-জাতীয় গ্রন্থ। ভরত রস সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়।" এই 'নিষ্পত্তি'-র অর্থ বোঝাতে তিনি 'ষাড়বাদি রসনিষ্পত্তি'-র দৃষ্টান্ত দিয়েছেন: "যেমন, নানা ব্যঞ্জন, ঔষধি এবং দ্রব্যসংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়, সেইরকম নানা ভাবের উপগমে রসনিষ্পত্তি হয়। যেমন, গুড় ইত্যাদি দ্রব্য, ব্যঞ্জন এবং ঔষধি ইত্যাদির দ্বারা ষাড়বাদি রস উৎপন্ন হয়, সেইরকম নানা ভাবের দ্বারা উপগত হ'লেও স্থায়ী-ভাবগুলি রসত্বলাভ করে।" ভরতের এই দৃষ্টান্ত লৌকিক রসনিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত। রসের আস্বাদ-প্রকার বোঝাতেও ভরত লৌকিক আস্বাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: নানা ব্যঞ্জনের দ্বারা সংস্কৃত অন্নে যেমন রসের আস্বাদ হ'লে হর্ষলাভ ঘটে, নানা ভাবাভিনয়ের দ্বারা 'ব্যঞ্জিত' স্থায়ীভাবকে আস্বাদ ক'রে দর্শকেরা তেমন হর্ষ লাভ করে। ভরতের দৃষ্টান্ত থেকে রসের এবং রসের নিষ্পত্তির স্বরূপ যে স্পষ্ট হয় না, একথা স্বীকার করতেই হবে। শুধু এইটুকু নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, স্থায়ীভাবই রসের ভিত্তি, বিভাব ইত্যাদি রসনিষ্পন্ন করে এবং স্থায়ীভাব ও রস স্বতন্ত্র।

ভরতের সূত্রের ব্যাখ্যায় সকলেই ভরত নির্দেশিত রসের ভিত্তি এবং উপাদানগুলিকে অভ্রান্ত ব'লে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী —এই তিনটি উপাদানের সংযোগে স্থায়ীভাব আস্বাদ্যতা লাভ করলেই রস হয়। কিন্তু এদের 'সংযোগ' বা সম্পর্কটি কেমন, এদের 'সংযোগে' রস নিষ্পন্ন হয় কেমন ক'রে এবং রসের সঙ্গে এদের সম্পর্কই বা কি? 'সংযোগ' এবং 'নিষ্পত্তি' শব্দ দুইটির প্রকৃত তাৎপর্য কি?—প্রশ্ন উঠেছে এইসব নিয়ে।

প্রাচীনতম ভাষ্যকার ভট্টলোল্লট সিদ্ধান্ত করেছেন: বিভাব ইত্যাদি স্থায়ীর সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পর্কিত হ'য়ে স্থায়ীকে পুষ্ট করে এবং এই পুষ্ট বা উপচিত স্থায়ীই রস; অর্থাৎ রস উৎপন্ন হয়। তাঁর মতে রস অনুকার্যের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অনুকর্তায় আরোপিত হয় মাত্র; তার অর্থ, দর্শকের রসানুভূতি আরোপিত রসের অনুভূতি। অভিনবগুপ্ত বলেছেন: দণ্ডীপ্রমুখ প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ধারণাও ছিল এইরকমের। ভট্টশঙ্কুক ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ খণ্ডন করেছেন। শঙ্কুকের মতে রস উৎপন্ন হয় না; অনুকর্তা অনুকার্যের স্থায়ীভাবের অনুকরণ করে এবং এই অনুকৃত স্থায়ীই রস। রস তাই অনুকর্তার এবং দর্শক রস অনুমান করে। 'সংযুক্ত' বিভাবাদি এই অনুমানের হেতুচিহ্ন। এই অনুমিত রস বাস্তব সত্যাসত্যের ঊর্ধ্বে। ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ এবং শঙ্কুকের অনুমিতি-বাদে দর্শকের হৃদয়সংবাদের কোনো প্রশ্ন ওঠে না। উভয়ক্ষেত্রেই দর্শক নিরপেক্ষ এবং রস ও স্থায়ী-ভাবের মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই। শঙ্কুকের মতকে অভিনবগুপ্ত চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করেছেন তাঁর উপাধ্যায় ভট্টতোতের যুক্তি দিয়ে।

আনন্দবর্ধনের পর থেকে রসের ব্যঙ্গ্যত্ব সম্পর্কে ধ্বনিবাদীদের নতুন মত প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছিল। এই মতানুসারে রস উৎপন্ন হয় না বা অনুমিত হয় না, রস ব্যঞ্জিত বা অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু উৎপত্তি ও অনুমিতিবাদের মতো এই মতও তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। আক্রমণ করেছিলেন প্রবল শক্তিধর ভট্টনায়ক। ভট্টনায়ক উৎপত্তি ও অনুমিতিবাদকে সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মতে, উভয়ক্ষেত্রেই যে প্রতীতি হয় তা রস-প্রতীতি নয়, লৌকিক অনুভব। লৌকিক ভাবকে অবলম্বন করলেও রস-প্রতীতি লৌকিক থেকে স্বতন্ত্র; তা সত্ত্বোদ্রিক্ত চিত্তে সাধারণীকৃত স্থায়ীর প্রতীতি। এই প্রতীতি আনন্দময়, আত্মচৈতন্যের প্রকাশ। রস-প্রতীতিকে তিনি 'ব্রহ্মাস্বাদের' তুল্য

বলেছেন। ব্যঞ্জনাবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন : রসের অভিব্যক্তি হয় মানলে তার তারতম্য মানতেই হবে।

ভট্টনায়কের মতে অভিধা-ব্যাপার ছাড়াও ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামে কাব্যের আরও দুইটি ব্যাপার আছে। অভিধা শব্দের ব্যাপার, ভাবকত্ব অর্থের ; ভাবকত্ব বাহ্য ব্যাপার এবং এই ব্যাপারই সাধারণীকরণ ঘটায়। ভোজকত্ব—আন্তর ব্যাপার বা psychical process—সহৃদয়ের ভোগ ঘটায়। এইজন্যই ভট্টনায়কের মতের নাম ভুক্তিবাদ। রসাস্বাদ, যা কাব্য ও নাট্য উভয়ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা যে সম্পূর্ণ আন্তর ব্যাপার এবং আন্তর ব্যাপাররূপেই তাকে ব্যাখ্যা করতে হবে, এইটি ভট্টনায়ক স্পষ্ট করেছেন। তাছাড়া, সাধারণীকরণ তাঁর মৌলিক আবিষ্ক্রিয়া। রসানুভূতিকে তিনিই সর্বপ্রথম অতীন্দ্রিয়ানুভূতির পর্যায়ে তুলেছেন।

অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের মত খণ্ডন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদকে ত্রুটি এবং অনুভববিরুদ্ধ অযৌক্তিকতা থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি ভট্টনায়কের সাধারণীকরণব্যাপার এবং রসের লক্ষণ গ্রহণ করেছেন ; কিন্তু ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব ব্যাপার দুইটি স্বীকার করেননি। তাঁর মতে 'রস-ব্যঞ্জনা'-র মধ্যেই উভয়ে অন্তর্ভুক্ত ; 'ভোগ' আস্বাদ থেকে পৃথক্ কিছু নয়। ভট্টনায়কের মতবাদের সবচেয়ে দুর্বলতা এইখানে যে, সাধারণীকৃত বিভাবাদির সঙ্গে সহৃদয়ের 'হৃদয়সংবাদ' স্থাপনে স্বকীয় স্থায়ীভাব বা বাসনার কোনো ভূমিকা থাকে না। অভিনবগুপ্তের মতে বিভাব ইত্যাদির সংযোগে অর্থাৎ 'ব্যঞ্জনায়' বাসনারূপে স্থিত স্থায়ীভাবের নিষ্পত্তি অর্থাৎ 'অভিব্যক্তি'-ই সূত্রের 'রসনিষ্পত্তি'-র তাৎপর্য। ভরত যে অর্থেই ব্যবহার ক'রে থাকুন, তাঁর "নানা ভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবান্" অথবা "কাব্যরসাভিব্যক্তিহেতব একোনপঞ্চাশদ্ভাবাঃ" ইত্যাদি বাক্যের 'ব্যঞ্জিত' ও 'অভিব্যক্তি' শব্দকে অভিনবগুপ্ত পারিভাষিক অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তিনি পুরাতন ধ্বনিবাদী ব্যাখ্যাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু মম্মটভট্ট, হেমচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্তীকালের আলঙ্কারিকেরা অভিব্যক্তিবাদকে 'অভিনবগুপ্তপাদাচার্যে'-এর মত ব'লেই প্রচার করেছেন।

অভিনবগুপ্তই রসতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ মীমাংসক। তিনি যে রসতত্ত্বের প্রতিপাদন করেছেন, পরবর্তীকালের পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পর্যন্ত ধ্বনিবাদীদের কাছে তা প্রামাণ্য ব'লেই স্বীকৃত হয়েছে। অভিহিতান্বয়বাদী ধনঞ্জয়-ধনিক রসের ব্যঙ্গ্যত্ব অস্বীকার ক'রে তাৎপর্য-গম্যতা খ্যাপন করলেও অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যাত রস-লক্ষণকে মূলত স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। মহিমভট্ট 'ধ্বনি-ধ্বংসে'র ঘোষণা করলেও একথা জানাতে ভোলেননি যে রস সম্পর্কে ধ্বনিকারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই।

॥ ৪ ॥

আনন্দবর্ধনের পরেও আলঙ্কারিকদের কাছ থেকে কাব্যে রসের স্বীকৃতি লাভ সহজে ঘটেনি। রস নাট্যরস নামেই পরিচিত ছিল। এইজন্য অভিনবগুপ্তকে কাব্য ও নাট্য নির্বিশেষে রসের প্রাধান্য এবং উভয় রসের সাজাত্য প্রতিপাদন করতে হয়েছিল। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থে উল্লিখিত 'নাট্যরসাঃ' (৬/৩৬) কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত বলেছেন: নাট্য থেকে অর্থাৎ বিভাবাদির সমুদায়রূপ থেকে অভিব্যক্ত রসই নাট্যরস। অথবা নাট্যই রস; কিংবা রস সমুদায়ই নাট্য। আর রস শুধু নাট্যেও নয়, কাব্যেও নাট্যের মতো প্রতীত হয়। অভিনব-গুপ্তের মতে, নটের অভিনয়প্রভাবে সাক্ষাৎকারের মতো, একঘনরূপে প্রতীত, দ্যোতনীয় অর্থই নাট্য। অভিনয়প্রভাব ছাড়া কেবলমাত্র বিভাব-অনুভাব ইত্যাদির শ্রবণ বা পাঠের ফলেই এই সাক্ষাৎকারকল্প অর্থ দ্যোতিত হওয়া সম্ভব এবং এই দ্যোতিত অর্থই রস। তাই রস ও নাট্য সমার্থক। অভিনবগুপ্ত নিজেই বলেছেন তাঁর এই ব্যাখ্যা তাঁর উপাধ্যায় ভট্টতোতের। কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রত্যক্ষের মতো প্রতীতি ঘটলেই রসের উদয় হয়—এই হচ্ছে তাঁর উপাধ্যায়ের মত। এ সম্পর্কে তিনি ভট্টতোতের 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থ থেকে উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন।

কাব্যরস ও নাট্যরসের সাজাত্য প্রমাণ করতে গিয়ে অভিনবগুপ্তকে বলতে হয়েছে: কাব্য মুখ্যত নাট্যস্বভাবসম্পন্ন। আর এইটি প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি বামনের মতটি অর্থাৎ দশরূপকের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন: রূপকের অনেক বৈশিষ্ট্যই মহাকাব্য ও মুক্তকে আছে; যা নেই তার অনেক কিছুই কল্পনা ক'রে নেওয়া চলে; কিন্তু আবার এমন কিছু কিছু আছে (যেমন, নায়িকার প্রাকৃতে উক্তি) যা একমাত্র রূপকেই সম্ভব, মহাকাব্য বা মুক্তকে নয়। আবার তা ছাড়া, রূপক শুধু সহৃদয়দেরই নয়, অ-হৃদয়দেরও আস্বাদযোগ্যতা এনে দিতে পারে। এই প্রসঙ্গেই অভিনবগুপ্ত মন্তব্য করেছেন: "কাব্যং চ নাট্যমেব"; তার অর্থ, কাব্য ও নাট্য মূলত এক। যাকে নাট্য বলা হয়, কেবলমাত্র পাঠেই তা থেকে সহৃদয়ের রসোদয় সম্ভব, আবার যা নিছক পাঠ্য তা থেকেও নাট্যলক্ষণ স্ফুট হয়। নাট্যত্ব এবং কাব্যত্ব উভয়ের মূলগত লক্ষণ হচ্ছে রস। অর্থাৎ, এদের পার্থক্য জাতিগত নয়, প্রকারগত। অভিনবগুপ্তের এই ব্যাখ্যার পর আলঙ্কারিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম মম্মটভট্ট তাঁর গ্রন্থে রসের সংজ্ঞায় 'নাট্যকাব্যয়োঃ', অর্থাৎ রস নাট্য ও কাব্য উভয়ের ব'লেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। পরবর্তী রসবাদী আলঙ্কারিকেরা তাই শিরোধার্য ক'রে নিয়েছেন। এবং মম্মটের পরে চূড়ান্ত রসবাদী বিশ্বনাথ (এবং হেমচন্দ্র) নাট্য ও কাব্যের সাজাত্যটি স্বতঃসিদ্ধ গণ্য ক'রে নাট্যকেই কাব্যভেদরূপে ঘোষণা করেছেন। বিশ্বনাথের মতে যাতে রস আছে তাই কাব্য, এই কাব্যের দৃশ্য ও শ্রব্য দুটি ভেদ; নাট্য হচ্ছে দৃশ্য কাব্য।

॥ ৫ ॥

রস স্বরূপত অলৌকিক। লৌকিক ভাব সাধারণীকৃত, দেশ-কালে অনালিঙ্গিত, ব্যক্তির পরিমিতত্ব থেকে মুক্ত হ'লেই রস হয়। রস লৌকিক জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, লৌকিক কার্য-কারণ-নিয়মতন্ত্রের বহির্ভূত। রসানন্দ লৌকিক লাভালাভের জগতের আনন্দ নয়। রস পূর্বসিদ্ধ কোনো বস্তু নয়, আবার কোনো কিছুর পরিণামও নয়, ব্যবহারিক জগতের সমস্ত নিয়ন্ত্রণমুক্ত আস্বাদমাত্র। এ কার্য হ'য়েও কার্য নয়, জ্ঞাপ্য হ'য়েও জ্ঞাপ্য নয়, নিত্য হ'য়েও নিত্য নয়; রসানুভূতি বাস্তব অন্য যে-কোনো অনুভূতি থেকে স্বতন্ত্র।

স্বভাবতই এই অলৌকিক রসানুভূতি এবং অতীন্দ্রিয় রহস্যানুভূতির মধ্যে ভট্টনায়ক-অভিনবগুপ্ত সাদৃশ্য ও সাজাত্য খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা উভয় অনুভূতির মধ্যকার ভেদরেখাটি নির্দেশ করতে ভোলেননি। তাঁদের মতে ব্রহ্মাস্বাদ বা পরমশিবত্বলাভে যে মুক্তি তা নির্বিকল্পক। অভিনবগুপ্ত বহুবার এদের পার্থক্যটি বুঝিয়েছেন, বলেছেন: বিষয়ের আবেশ ঘটায় পরমযোগীর ব্রহ্মাস্বাদ সৌন্দর্যহীন, তাই রসবিহীন।

লৌকিক জগৎ থেকে বিলক্ষণ রস স্বভাবতই লৌকিক শব্দ, অনুমান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হ'তে পারে না। প্রতীতির বাইরে রসের কোনো অস্তিত্ব নেই, তাই এই প্রতীতির জন্য ব্যঞ্জনা অপরিহার্য। কাব্য ও নাট্যের বিভাবপ্রভৃতির 'ব্যঞ্জকত্বে নিবন্ধন' ঘটলেই রসের অভিব্যক্তি হয়। রসের অভিব্যক্তি বলতে বিঘ্নবিহীন বা সত্ত্বোদ্রিক্ত বা অপসৃতমল চিত্তে স্ব-সংবিদানন্দ বা আনন্দময় আত্মচৈতন্যের প্রকাশ। তাই প্রকৃতপক্ষে ভাবের রস পরিণতি হয় না, বিভাব প্রভৃতি দ্বারা জাত ভাবকে অবলম্বন ক'রে আনন্দচৈতন্যের উপলব্ধি হয়। অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যায় রসের স্বরূপের এইদিকটি স্পষ্ট হ'লেও ভরতের 'দৃষ্টান্ত'-এর যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন, তাতে এইদিকটি মোটেই স্পষ্ট হয়নি। ভরতের 'ষাড়বাদি রস'-এর বিভিন্ন উপাদান 'ব্যঞ্জন-ঔষধি-দ্রব্য'-কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ব্যঞ্জন = বিভাব, ঔষধি = অনুভাব এবং দ্রব্য = ব্যভিচারী করেছেন। আবার, ব্যঞ্জন বলতে তিনি 'দধিকাঞ্জিকাদি', ঔষধি বলতে 'চিঞ্চাগোধূমদল-হরিদ্রাদয়ঃ' এবং দ্রব্য বলতে 'গুড়াদি' বুঝিয়েছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর পারস্পরিক সম্পর্কটি এদের মধ্যে রক্ষিত হয় কি ক'রে? 'ষাড়বাদি রস' বা 'পানকরস'-এর দৃষ্টান্তে রসের স্বরূপ স্পষ্ট হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যালোক' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন: "ইহা সম্পূর্ণ কথা নহে এবং শেষ কথাও নহে,.......আমাদের মনে হয় সত্য সত্য পানকরস-ন্যায়ে কিছু ঘটে না।" পানকরস-ন্যায়ে বড় জোর বিভাব ইত্যাদির মিলিতস্বাদটিকে বোঝানো চলে। কিন্তু অভিনবগুপ্ত ভরতের দৃষ্টান্তটির

অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করায় বেশ কিছুটা অস্পষ্টতার অবকাশ থেকে যায় এবং তার ফলে ব্যঞ্জনার ব্যাপারটি প্রায় দুর্বোধ্য হ'য়েই থাকে।

ব্যঞ্জনার ফলে অভিব্যক্ত রস-প্রতীতিকে দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে অনেকখানি স্পষ্ট করেছেন পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। তাঁর মতে ব্যঞ্জনা হচ্ছে চৈতন্যের আবরণভঙ্গ, আর রস হচ্ছে ভগ্নাবরণ চৈতন্য। সরা ঢাকা-দেওয়া প্রদীপের ঢাকাটি সরিয়ে নিলে প্রদীপ যেমন নিজেকে এবং ধারে-কাছের সবকিছুকে প্রকাশিত করে, এও সেই রকমের। কিন্তু জগন্নাথ রসের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসকে চূড়ান্ত metaphysical ক'রে তুলেছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় রসাস্বাদ ও ব্রহ্মাস্বাদের ভেদরেখাটি প্রায় লুপ্ত হয়েছে।

বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে যে সম্পর্ক, কাব্য-নাট্যের বিভাব ইত্যাদির সঙ্গে রসের সেই সম্পর্ক। বিভাব ও রসের মধ্যকার সম্পর্কটি অবশ্যই ঘনিষ্ঠ, কিন্তু এই সম্পর্কের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাতে স্পষ্টতার অভাব আছে। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে আনন্দবর্ধন বলেছেন : "ব্যঙ্গ্য প্রতীয়মান হ'লে বাচ্য অর্থের বুদ্ধি দূরীভূত হয় না, কারণ বাচ্যের প্রকাশের সঙ্গে একত্র হ'য়েই তারও প্রকাশ হয়····।" তাঁর মতে এই সম্পর্ক দীপশিখা ও আলোর সম্পর্কের মতো। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যায় রস-প্রতীতিতে বিভাবের ভূমিকা যেন অপেক্ষাকৃত গৌণ ; চূড়ান্ত রসোপলব্ধি যেন অনেকখানি বিভাব ইত্যাদি নিরপেক্ষ, নির্বিকল্পক। বিভাবের অলৌকিক স্বরূপটির স্পষ্ট সুন্দর ব্যাখ্যা ক'রেও শেষ পর্যন্ত অভিনবগুপ্ত বলেছেন : "বিভাবগুলি উদ্বোধক হ'য়ে নিজেদের রঙীন ক'রে তোলার শক্তি বিস্তার ক'রে রতি, উৎসাহ ইত্যাদির ঔচিত্য-অনৌচিত্যটুকুই শুধু রক্ষা করে।" বিভাব ইত্যাদি বাচ্যার্থের মতো উপায় বা নিমিত্ত একথা তিনি বহুবার বললেও দীপশিখা ও আলোর মতো উপায় ও উপেয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্বরূপের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ক'রে বলেননি। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'ধ্বন্যালোক ও লোচন' অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্ন করেছেন : "বিভাবাদি যদি বাচ্য হয় এবং তাহা যদি ব্যঙ্গ্য অর্থের নিমিত্ত হয় তাহা হইলে রস কি বিভাবাদির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে না? নৈমিত্তিক কি নিমিত্ত নিরপেক্ষ হইতে পারে?" কিন্তু তিনি তাঁর 'আনন্দবর্ধন—অভিনবগুপ্ত' প্রবন্ধে বিভাবাদি সম্পর্কে আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের মধ্যে যে পার্থক্য দেখাতে চেয়েছেন তা নিয়ে তর্ক উঠবে। উভয়ের পার্থক্য প্রমাণের জন্য তিনি অভিনবগুপ্তের বিভাবের ভূমিকা ব্যাখ্যায় যে পরস্পরবিরোধিতার উল্লেখ করেছেন তা যথার্থ নয়। তবু ডঃ সেনগুপ্তের প্রশ্নটির সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যাত রসের তাৎপর্য অনেকখানি অস্পষ্টই থেকেই যাবে।

মূল পাঠ

এক

এবং ক্রমহেতুমভিধায় রসবিষয়[১]-লক্ষণসূত্রমাহ[২] —

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।"

অত্র ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়স্তাবদেবং ব্যাচখ্যুঃ[৩] —বিভাবাদিভিঃ সং-যোগোঽর্থাৎ স্থায়িনস্ততো রসনিষ্পত্তিঃ। তত্র বিভাবশ্চিত্তবৃত্তেঃ[৪] স্থায্যাত্মিকায়া উৎপত্তৌ কারণম্। অনুভাবাশ্চ ন রসজন্যা অত্র বিবক্ষিতাঃ[৫], তেষাং রসকারণত্বেন গণনানর্হত্বাৎ। অপি তু ভাবানামেব যেঽনুভাবাঃ। ব্যভিচারিণশ্চ চিত্তবৃত্ত্যাত্মকত্বাৎ যদ্যপি ন সহভাবিনঃ স্থায়িনা, তথাপি বাসনাত্মতেহ[৬] তস্য[৭] বিবক্ষিতা।

দৃষ্টান্তেঽপি ব্যঞ্জনাদিমধ্যে কস্যচিদ্বাসনাত্মকতা স্থায়িবৎ, অন্যস্যোদ্ভূততা ব্যভিচারিবৎ[৮]। তেন স্থায্যেব বিভাবানুভাবাদি-রুপচিতো রসঃ। স্থায়ী ত্বনুপচিতঃ[৯]। স চোভয়োরপি; মুখ্যয়া

১ রা-ক, বি-সি : রসবিষয়ং॥ ২ হে-চ : 'এবং....সূত্রমাহ' অনুল্লিখিত; সু-দে : 'এবং ক্রমহেতুমভিধায়' অনুল্লিখিত॥ ৩ হে-চ : তত্র ভট্টলোল্লটস্তা-বদেবং ব্যাচচক্ষে॥ ৪ আর-জি : বিভাবা° ॥ ৫ হে-চ : বিবক্ষ্যন্তে॥ ৬ রা-ক, বি-সি : বাসনাত্মনেহ॥ ৭ হে-চ, সু-দে : 'তস্য' অনুল্লিখিত॥ ৮ হে-চ : সম্পূর্ণ বাক্যটি অনুল্লিখিত॥ ৯ রা-ক : ভবত্বনুপচিতঃ; সু-দে : ভবত্যনু-পচিতঃ॥

বৃত্ত্যা রামাদাবনুকার্যে, অনুকর্তরি চ নটে রামাদিরূপতানুসন্ধান-বলাদিতি[১০]।

চিরন্তনানাং চায়মেব পক্ষঃ।[১১] তথাহি দণ্ডিনা স্বালঙ্কার-লক্ষণেঽভ্যধায়ি[১২]—"রতিঃ শৃঙ্গারতাং গতা[১৩] রূপবাহুল্যযোগেন[১৪]" ইতি। "অধিরুহ্য[১৫] পরাং কোটিং কোপো রৌদ্রাত্মতাং[১৬] গতঃ"। ইত্যাদি চ[১৭]।

১০ রা-ক : °অনুকর্তর্যপি চানুসন্ধা°; সু-দে : স চোভয়প্যনুকার্যেঽনুকর্তর্যপি [বি]চারানুসন্ধা° ॥ ১১ হে-চ : সম্পূর্ণ বাক্যটি অনুল্লিখিত ॥ ১২ সু-দে : দণ্ডিনাপ্যলঙ্কার°; হে-চ : তথা চাহ দণ্ডী ॥ ১৩ হে-চ : যাতা ॥ ১৪ হে-চ : °যোগতঃ ॥ ১৫ হে-চ : আরুহ্য চ; আর জি : ইত্যারুহ্য ॥ ১৬ হে-চ : রৌদ্রত্বমাগতঃ ॥ ১৭ হে-চ : 'ইত্যাদিচ' অনুল্লিখিত ॥

দুই

এতন্নেতি শ্রীশঙ্কুকঃ[১]।

বিভাবাদ্যযোগে স্থায়িনো লিঙ্গভাবেনাবগত্যনুপপত্তেঃ ; ভাবানাং পূর্বমভিধেয়তাপ্রসঙ্গাৎ। স্থিতদশায়াং লক্ষণান্তরবৈয়র্থ্যাৎ।

মন্দতরতমমাধ্যস্থ্যাদ্যানন্ত্যাপত্তেঃ[২]। হাস্যরসে ষোড়াত্বাভাবপ্রাপ্তেঃ। কামাবস্থাসু দশস্বসংখ্যরসভাবাদিপ্রসঙ্গাৎ। শোকস্য প্রথমং তীব্রত্বং কালাৎ তু মান্দ্যদর্শনং। ক্রোধোৎসাহরতিনাং অমর্ষস্থৈর্যসেবাবিপর্যয়ে হ্রাসদর্শনমিতি বিপর্যয়স্য দৃশ্যমানত্বাচ্চ।

তস্মাৎ, হেতুভির্বিভাবাখ্যৈঃ কার্যৈরনুভাবাত্মভিঃ[৩], সহচারিরূপৈশ্চ ব্যভিচারিভিঃ প্রযত্নার্জিততয়া কৃত্রিমৈরপি তথানভিমন্যমানৈরনুকর্তৃস্থত্বেন লিঙ্গবলতঃ প্রতীয়মানঃ স্থায়িভাবো[৪] মুখ্যরামাদিগতস্থায্যনুকরণরূপঃ[৫], অনুকরণরূপত্বাদেব[৬] চ নামান্তরেণ ব্যপদিষ্টো রসঃ।

বিভাবা হি কাব্যবলানুসন্ধেয়াঃ, অনুভাবাঃ শিক্ষাতঃ, ব্যভিচারিণঃ কৃত্রিমনিজানুভাবার্জনবলাৎ। স্থায়ী তু কাব্যবলাদপি

১ হে-চ, বি-সি : শঙ্কুকঃ॥ ২ হে-চ, আর-জি : মন্দমন্দতরমন্দতম° ॥ ৩ বি-সি ব্যতীত সকলেই : কার্যৈশ্চানুভাব° ॥ ৪ হে-চ : 'অনুকর্তৃস্থত্বেন ...স্থায়িভাবো' অনুল্লিখিত ; রা-ক, সু-দে : স্থায়ীভাবো ॥ ৫ সু-দে : 'অনুকরণরূপ' অনুল্লিখিত ॥ ৬ বি-সি : অনুকরণত্বাদেব ॥

নানুসন্ধেয়ঃ। "রতিঃ" "শোকঃ" ইত্যাদয়ো হি শব্দা রত্যাদিকমভি-
ধেয়ীকুর্বন্ত্যভিধানত্বেন, ন তু বাচিকাভিনয়রূপতয়াবগময়ন্তি[৭]।

ন হি বাগেব বাচিকম্, অপি তু তয়া নির্বৃতম ; অঙ্গৈরিবাঙ্গিকম্।
তেন—

"বিবৃদ্ধাত্মাপ্যগাধোঽপি দুরন্তোঽপি মহানপি।[৮]
বাড়বেনেব জলধিঃ শোকঃ ক্রোধেন পীয়তে॥" ইতি।

তথা—

"শোকেন কৃতস্তম্ভস্তথা[৯] স্থিতো যেন বর্ধিতাক্রন্দৈঃ[১০]।
হৃদয়স্ফুটনভয়ার্তৈরোদিতুমভ্যর্থ্যতে[১১] সচিবৈঃ॥"[১২]

ইত্যেবমাদৌ চ ন শোকোঽভিনেয়ো, অপি ত্বভিধেয়ঃ।

"ভাতি পতিতো লিখন্ত্যাস্তস্যা বাষ্পাম্বুশীকরকণৌঘঃ।
স্বেদোদ্গম ইব করতলসংস্পর্শাদেষ মে বপুষি॥"[১৩]

ইত্যনেন তু বাক্যেন স্বার্থমভিদধতা উদয়নগতঃ সুখাত্মা রতিঃ স্থায়িভাবোঽভিনীয়তে ন তূচ্যতে[১৪]। অবগমনশক্তির্হ্যভিনয়নং[১৫] বাচকত্বাদন্যা। অত এব স্থায়িপদং সূত্রে ভিন্নবিভক্তিকমপিনোক্তম্[১৬]।

৭ রা-ক, বি-সি : °রূপতয়াঽবগময়ন্তি॥ ৮ পংক্তিটি সু-দে-তে অনুল্লিখিত, রা-ক-তে বন্ধনীর মধ্যে॥ ৯ রা-ক : কৃতঃ স্তম্ভঃ তথা ; বি-সি : কৃতস্তম্ভঃ তথা॥ ১০ সু-দে, রা-ক, বি-সি : যোঽনবস্থিতাক্রন্দৈঃ ; হে-চ : শোকেন কৃতস্তথা যেন ক্রন্দৈঃ॥ ১১ রা-ক : °অর্দিতুমভ্যর্থ্যতে ; বি-সি : °রক্ষিতু-মভ্যর্থ্যতে ; হে-চ : °আদিতুমভ্যর্থ্যতে॥ ১২ সু-দে-তে দ্বিতীয় পংক্তিটি অনুল্লিখিত ; রা-ক-তে বন্ধনীর মধ্যে॥ ১৩ সু-দে : 'ভাতি পতিতো লিখন্ত্যাঃ' ইত্যনেন··· ; রা-ক-তে দ্বিতীয় পংক্তিটি বন্ধনীর মধ্যে॥ ১৪ সু-দে : রূপ্যতে॥ ১৫ হে-চ : অবগমনাশক্তির্হ্যবগমনম্॥ ১৬ হে-চ : মুনিনা নোপাত্তম্ ; সু-দে : নোপাত্তম্।

তেন "রতিরনুক্রিয়মানা শৃঙ্গারঃ" ইতি। তদাত্মকত্বং তৎপ্রভবত্বং চ যুক্তম্[১৭]।

অর্থক্রিয়াপি মিথ্যাজ্ঞানাদ্দৃষ্টা[১৮]।

"মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াংপ্রতি॥"[১৯]

ইতি।

ন চাত্র নর্তক এব সুখীতি প্রতিপত্তিঃ। নাপ্যয়মেব রাম ইতি। ন চাপ্যয়ং ন সুখীতি। নাপি রামঃ স্যাদ্বা ন বায়মিতি[২০]। ন চাপি তৎসদৃশ ইতি। কিন্তু সম্যঙ্‌মিথ্যাসংশয়সাদৃশ্যপ্রতীতিভ্যো বিলক্ষণা চিত্রতুরগাদিন্যায়েন[২১], যঃ সুখী রামঃ অসাবয়মিতি প্রতীতিরস্তীতি। তদাহ[২২]—

"প্রতিভাতি ন সন্দেহো ন তত্ত্বং ন বিপর্যয়ঃ।
ধীরসাবয়মিত্যস্তি নাসাবেবায়মিত্যপি॥
বিরুদ্ধবুদ্ধিসম্ভেদাদ[২৩] বিবেচিতসম্প্লবঃ[২৪]।
যুক্ত্যা পর্যনুযুজ্যেত স্ফুরন্ননুভবঃ কয়া॥" ইতি।

১৭ বি-সি: চাযুক্তম্; হে-চ: বাক্যটি অনুল্লিখিত॥ ১৮ রা-ক, বি-সি: মিথ্যাজ্ঞানদৃষ্টা॥ ১৯ সু-দে-তে শ্লোকটি অনুল্লিখিত; রা-ক-তে বন্ধনীর মধ্যে॥ ২০ সু-দে: 'নাপি রামঃ....বায়মিতি' অনুল্লিখিত। ২১ সু-দে: 'সম্যঙ্‌মিথ্যা......ন্যায়েন' অনুল্লিখিত॥ ২২ হে-চ, আর-জি: যদাহ॥ ২৩ হে-চ, আর-জি: °বুদ্ধ্যসম্ভেদাদ্॥ ২৪ হে-চ, আর-জি: °বিপ্লব॥

তিন

তদিদমপ্যন্তস্তত্ত্বশূন্যং ন[1] বিমর্দক্ষমমিত্যুপাধ্যায়াঃ[2]। তথাহি—
১) অনুকরণরূপো রস ইতি যদুচ্যতে তৎ কিং সামাজিকপ্রতীত্যভিপ্রায়েণ, ২) উত নটাভিপ্রায়েণ? ৩) কিং বা বস্তুবৃত্তবিবেচকব্যাখ্যাতৃবুদ্ধিসমবলম্বনেন, "যথাহুর্ব্যাখ্যাতারঃ খল্বেবম্ বিবেচয়ন্তি" ইতি? ৪) অথ ভরতমুনিপক্ষানুসারেণ?

১) আদ্যঃ[3] পক্ষোঽসঙ্গতঃ। কিংচিদ্ধি প্রমাণেনোপলব্ধং তদনুকরণমিতি শক্যং বক্তুম্। যথা—"এবমসৌ সুরাং পিবতি" ইতি সুরাপানানুকরণত্বেন পয়ঃপানং প্রত্যক্ষাবলোকিতং প্রতিভাতি। ইহ চ নটগতং কিং তদুপলব্ধং যদনুকরণতয়া[4] ভাতীতি চিন্ত্যম্। তচ্ছরীরং, তন্নিষ্ঠং প্রতিশীর্ষকাদি, রোমাঞ্চগদগদিকাদি,[5] ভুজাক্ষেপবলন প্রভৃতি,[6] ভ্রূক্ষেপকটাক্ষাদিকং চ ন রতেশ্চিত্তবৃত্তিরূপতয়ানুকারত্বেন[7] কস্যচিৎ প্রতিভাতি। জড়ত্বেন, ভিন্নেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বেন, ভিন্নাধিকরণত্বেন চ[8] ততোঽতিবৈলক্ষণ্যাৎ। মুখ্যামুখ্যাবলোকনে[9] চ

১ সু-দে: 'ন' অনুল্লিখিত॥ ২ সু-দে: ইত্যুপাধ্যায়ঃ; হে-চ: ইতি ভট্টতোতঃ॥ ৩ হে-চ, সু-দে: তত্রাদ্য॥ ৪ আর-জি: যৎ স ইত্যনুকরণতয়া; হে-চ: রত্যনুকরণতয়া; রা-ক, সু-দে: সদনুকরণতয়া॥ ৫ রা-ক, বি-সি: রোমাঞ্চক°। ৬ হে-চ, আর জি: °চলনপ্রভৃতি॥ ৭ হে-চ: 'রূপায়ানুকারত্বেন॥ ৮ হে-চ: 'চ' অনুল্লিখিত॥ ৯ হে-চ: মুখ্যাবলোকনে; রা-ক: মুখ্যা [মুখ্যা] বলোকনে॥

তদনুকরণপ্রতিভাসঃ। ন চ রামগতাং রতিমুপলব্ধপূর্বিণঃ কেচিৎ। এতেন "রামানুকারী নটঃ" ইতি নিরস্তঃ প্রবাদঃ।

অথ নটগতা চিত্তবৃত্তিরেব প্রতিপন্না সতী রত্যনুকারঃ শৃঙ্গার ইত্যুচ্যতে ; তত্রাপি কিমাত্মকত্বেন সা প্রতীয়তে ইতি চিন্ত্যম্।

ননু প্রমদাদিভিঃ কারণৈঃ, কটাক্ষাদিভিঃ কার্যৈঃ, ধৃত্যাদিভিশ্চ সহচারিভির্লিঙ্গভূতৈর্যা লৌকিকী কার্যরূপা কারণরূপা সহচারিরূপা চ চিত্তবৃত্তিঃ প্রতীতিযোগ্যা, তদাত্মকত্বেন সা নটচিত্তবৃত্তিঃ প্রতিভাতি।

হন্ত তর্হি রত্যাকারেণৈব[১০] সা[১১] প্রতিপন্নেতি। দূরে রত্যনুকরণতা বাচোযুক্তিঃ।

ননু তে বিভাবাদয়োঽনুকার্যে পারমার্থিকাঃ, ইহ ত্বনুকর্তরি ন তথেতি বিশেষঃ।

অস্ত্বেবং। কিন্তু তে হি[১২] বিভাবাদয়োঽতৎকারণাতৎকার্যাতৎসহচারিরূপা[১৩] অপি[১৪] কাব্যশিক্ষাদিবলোপকল্পিতাঃ[১৫] কৃত্রিমাঃ সন্তঃ কিং কৃত্রিমত্বেন সামাজিকৈর্গৃহ্যন্তে ন বা। যদি গৃহ্যন্তে তদা তৈঃ কথং রতেরবগতিঃ ?

নন্বত এব তৎপ্রতীয়মানং রত্যনুকরণং বুদ্ধেঃ কারণম্[১৬]।

কারণান্তরপ্রভবেষু হি কার্যেষু সুশিক্ষিতেন[১৭] তথাজ্ঞানে

১০ হে-চ : তর্হি রত্যাদি কারণৈব॥ ১১ আর-জি : 'সা' অনুল্লিখিত॥ ১২ হে-চ, আর-জি : 'হি' অনুল্লিখিত॥ ১৩ হে-চ : বিভাবাদয়োঽনন্তকারণানন্ত কার্যানন্তসহচররূপা ; রা-ক : সহচাররূপা॥ ১৪ সু-দে : 'অপি' অনুল্লিখিত॥ ১৫ সু-দে : অনুকার্যশিক্ষাদি ॥ ১৬ হে-চ, আর-জি : রত্যনুকরণম্। মুগ্ধবুদ্ধেঃ ; রা-ক : রত্যনুকরণবুদ্ধেঃ কারণম্ ; বি-সি : প্রতীয়মানা রত্যনু° ॥ ১৭ সু-দে : শিক্ষিতেন ন॥

বস্ত্বন্তরস্যানুমানং তাবদ্ব্যুক্তম্। অসুশিক্ষিতেন[18] তু তস্যৈব প্রসিদ্ধস্য কারণস্য। যথা[19] বৃশ্চিকবিশেষাদ্ গোময়স্যৈবানুমানম্[20] ; বৃশ্চিকস্যৈব বা তৎপরং[21] মিথ্যাজ্ঞানম্।

যত্রাপি লিঙ্গজ্ঞানং মিথ্যা তত্রাপি ন তদাভাসানুমানং যুক্তম্[22]। ন হি বাষ্পাদ্ধূমত্বেন জ্ঞাতাদনুকারপ্রতিভাসমানাদপি[23] লিঙ্গাৎ তদনুকারানুমানং যুক্তম্। ধূমানুকারত্বেন[24] হি জ্ঞায়মানান্নীহারান্নাগ্ন্যনুকারা জবাপুঞ্জপ্রতীতির্দৃষ্টা[25]।

নম্বক্রুদ্ধোঽপি নটঃ ক্রুদ্ধ ইব ভাতি।

সত্যম্। ক্রুদ্ধেন সদৃশঃ, সাদৃশ্যং চ ভ্রূকুট্যাদিভিঃ। গৌরিব[26] গবয়েন মুখাদিভিরিতি। নৈতাবতানুকারঃ কশ্চিৎ। ন চাপি সামাজিকানাং সাদৃশ্যমতিরস্তি। সামাজিকানাং চ ন ভাবশূন্যা নর্তকে প্রতিপত্তিরিত্যুচ্যতে। অথ চ তদনুকার প্রতিভাস ইতি রিক্তা বাচোযুক্তিঃ।

যচ্চোক্তং রামোঽয়মিত্যস্তি প্রতিপত্তিঃ। তদপি যদি তদাত্বেতি নিশ্চিতং[27] তদুত্তরকালভাবিবাধকবৈধুর্যাভাবে কথং ন তত্ত্বজ্ঞানং স্যাৎ। বাধকসদ্ভাবে বা কথং ন মিথ্যাজ্ঞানম্। বাস্তবেন চ বৃত্তেন বাধকানুদয়েঽপি মিথ্যাজ্ঞানমেব স্যাৎ। তেন বিরুদ্ধবুদ্ধিসম্ভেদাদি-

১৮ সু-দে : অস্তু শিক্ষিতেন॥ ১৯ সু-দে : তথা॥ ২০ সু-দে : গোময়স্যৈবানু° ; বি-সি : বৃশ্চিকস্যৈব গোময়স্যানুমানম্॥ ২১ সু-দে : তৎপর॥ ২২ রা-ক, হে-চ : অযুক্তম্॥ ২৩ হে-চ : বাষ্পধূমত্বেন জ্ঞানাদগ্ন্যনুকারানুমানং তদনুকারত্বেন প্রতিভাস°॥ ২৪ সু-দে : ধূমাকারত্বেন॥ ২৫ সু-দে, রা-ক, বি-সি : °জবাপুষ্প॥ ২৬ হে-চ, আর-জি : গোরিব॥ ২৭ আর-জি, সু-দে : তদাত্বেঽতিনিশ্চিতম্ ; হে-চ : তদাত্বে নিশ্চিতম্॥

ত্যসৎ[২৮]। নর্তকান্তরেঽপি চ[২৯] রামোঽয়মিতি প্রতিপত্তিরস্তি। ততশ্চ রামত্বং সামান্যরূপমিত্যায়াতম্।

যচ্চোচ্যতে বিভাবাঃ কাব্যাদনুসন্ধীয়ন্তে, তদপি ন বিদ্মঃ। ন হি মমেয়ং সীতা কাচিদিতি স্বাত্মীয়ত্বেন[৩০] প্রতিপত্তির্নটস্য। অথ সামাজিকস্য তথা প্রতীতিযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্ত ইত্যেতদেবানুসন্ধানমুচ্যতে[৩১], তর্হি স্থায়িনি সুতরামনুসন্ধানং স্যাৎ। তস্যৈব হি মুখ্যত্বেন অস্মিন্নয়-মিতি সামাজিকানাং প্রতিপত্তিঃ।

যত্তু[৩২] "বাগ্বাচিকম্" ইত্যাদিনা ভেদাভিধানসংরম্ভগর্ভমহীয়ান-ভিনয়রূপতাবিবেকঃ[৩৩] কৃতঃ স উত্তরত্র স্বাবসরে চর্চয়িষ্যতে।[৩৪]

তস্মাৎ সামাজিকপ্রতীত্যনুসারেণ স্থায্যনুকরণং রস ইত্যসৎ।

২) ন চাপি নটস্যেত্থং প্রতিপত্তিঃ—"রামং তচ্চিত্তবৃত্তিং বানু-করোমি" ইতি। সদৃশকরণং হি তাবদনুকরণমনুপলব্ধপ্রকৃতিনা[৩৫] ন শক্যং কর্তুম্। অথ পশ্চাৎকরণমনুকরণং তল্লোকেঽপ্যনুকরণা-ত্মকতা প্রসক্তা[৩৬]।

অথ ন নিয়তস্য কস্যচিদনুকারঃ, অপিতূত্তমপ্রকৃতেঃ শোকমনু-করোতীতি[৩৭]। তর্হি কেনেতি চিন্ত্যম্[৩৮]। ন তাবচ্ছোকেন,

২৮ হে-চ, আর-জি : বিরুদ্ধবুদ্ধ্যসংভেদাদ্° ॥ ২৯ হে-চ : 'চ' অনুল্লিখিত ॥ ৩০ সু-দে : আত্মীয়ত্বেন ; আর-জি-তে অনুল্লিখিত ॥ ৩১ হে-চ : ক্রিয়ন্তে ইত্যেতাবদানু° ॥ ৩২ আর-জি, সু-দে : যস্তু ॥ ৩৩ আর-জি : °গর্ভো-মহীয়ান° ॥ ৩৪ হে-চ : বাক্যটি অনুল্লিখিত ॥ ৩৫ সু-দে : প্রকৃতীনাম্ ॥ ৩৬ রা-ক, আর-জি, হে-চ : °অনুকরণাত্মতাতিপ্রসক্তা ; সু-দে : °অনুকরণাত্মিকেতি° ॥ ৩৭ হে-চ : তচ্চ সপ্রকৃতেঃ শোকমনুকরোমীতি আর-জি : °অনুকরোমীতি ॥ ৩৮ হে-চ : তত্রাপি কস্তোস্তমর্হি (?) কেনেতি চিন্ত্যম্ ॥

তস্য তদভাবাৎ। ন চাপ্যশ্রুপাতাদিনা শোকস্যানুকারঃ, তদ্বৈলক্ষণ্যাদিত্যুক্তম্।

ইয়ত্তু স্যাৎ — উত্তমপ্রকৃতের্যেশোকানুভাবাস্তাননুকরোমীতি। তত্রাপি কস্যোত্তমপ্রকৃতেঃ।

যস্য কস্যচিদিতি চেৎ, সোঽপি বিশিষ্টতাং বিনা কথং বুদ্ধাবারোপয়িতুং শক্যঃ।

য এবং রোদিতীতি চেৎ, স্বাত্মাপি মধ্যে নটস্যানুপ্রবিষ্ট ইতি গলিতঽনুকার্যানুকর্তৃভাবঃ[৩৯]।

কিঞ্চ নটঃ শিক্ষাবশাৎ স্ববিভাবস্মরণাচ্চিত্তবৃত্তিসাধারণীভাবেন হৃদয়সংবাদাৎ কেবলমনুভাবান্[৪০] প্রদর্শয়ন্[৪১] কাব্যমুচিতকাকুপ্রভৃত্যুপস্কারেণ[৪২] পঠংশ্চেষ্টত ইত্যেতাবন্মাত্রেঽস্য[৪৩] প্রতীতির্নত্বনুকারং বেদয়তে। কান্তবেষানুকারবদ্ধি[৪৪] ন রামচেষ্টিতস্যানুকারঃ। এতচ্চ প্রথমাধ্যায়েঽপি দর্শিতমস্মাভিঃ।[৪৫]

৩) নাপি বস্তুবৃত্তানুসারেণ[৪৬] তদনুকারত্বম্। অসংবেদ্যমানস্য[৪৭] বস্তুবৃত্তত্বানুপপত্তেঃ। যচ্চ বস্তুবৃত্তং তদ্দর্শয়িষ্যামঃ।[৪৮]

৪) নাপি[৪৯] মুনিবচনমেবংবিধমস্তি ক্বচিৎ স্থায্যনুকরণং রসঃ[৫০] ইতি। নাপি লিঙ্গমত্রার্থে মুনেরুপলভ্যতে। প্রত্যুত

৩৯ সু-দে : 'ভেদ॥ ৪০ হে-চ : কেবলান্॥ ৪১ হে-চ : দর্শয়ন্॥ ৪২ আর জি, রা-ক : কাব্যমুপচিত' ; হে-চ : কাব্যমুচিত' ; সু-দে : 'মুপসংস্কারেণ ; বি-সি : কাব্যমুপচিত'........'পুরস্কারেণ॥ ৪৩ হে-চ : তাবন্মাত্রস্য॥ ৪৪ বি-সি : কান্তাবেষ' ॥ ৪৫ হে-চ : বাক্যটি অনুল্লিখিত॥ ৪৬ আর-জি : বস্তুত্বানুসারেণ॥ ৪৭ রা-ক, সু-দে, বি-সি : অনুসংবেদ্যমানস্য ; হে-চ : অসংবেদ্যমাত্রস্য॥ ৪৮ হে-চ : বাক্যটি অনুল্লিখিত॥ ৪৯ বি-সি ব্যতীত সর্বত্র 'ন চ'। ৫০ রা-ক : রসা॥

ধ্রুবাগানতালবৈচিত্র্যলাস্যাঙ্গোপজীবননিরূপণাদি বিপর্যয়ে লিঙ্গমিতি সন্ধ্যঙ্গাধ্যায়ান্তে বিতনিষ্যামঃ। "সপ্তদ্বীপানুকরণম্" ইত্যাদি ত্বন্যথাপি শক্যগমনিকমিতি। তদনুকারেঽপি চ ক্ক নামান্তরম্ কান্তবেষগত্যনু-করণাদৌ।[৫১]

যচ্চোচ্যতে বর্ণকৈর্হরিতালাদিভিঃ সংযুজ্যমান এব গৌরিত্যাদি। তত্র যদ্যভিব্যজ্যমান ইত্যর্থোঽভিপ্রেতস্তদসৎ। ন হি সিন্দূরাদিভিঃ পারমার্থিকো গৌরভিব্যজ্যতে[৫২] প্রদীপাদিভিরিব। কিন্তু তৎসদৃশঃ সমূহবিশেষো নিবর্ত্যতে। অত এব[৫৩] হি সিন্দূরাদয়ো গবায়ব-সন্নিবেশসদৃশেন সন্নিবেশবিশেষেণাবস্থিতা গোসদৃগিতি[৫৪] প্রতি-ভাসস্য বিষয়ঃ। নৈবং বিভাবাদিসমূহো রতিসদৃশতাপ্রতিপত্তিগ্রাহ্যঃ[৫৫]। তস্মাদ্ভাবানুকরণং রস ইত্যসৎ।

যেন ত্বভ্যধায়ি সুখদুঃখজননশক্তিযুক্তা বিষয়সামগ্রী বাহ্যৈব : সাংখ্য-দৃশা সুখদুঃখস্বভাবো রসঃ। তস্যাং চ সামগ্র্যাং দলস্থানীয়া বিভাবাঃ, সংস্কারকাঃ অনুভাবব্যভিচারিণঃ। স্থায়িনস্তু তৎসামগ্রীজন্যা, আন্তরাঃ, সুখদুঃখস্বভাবা ইতি। তেন "স্থায়িভাবান্ রসত্বমুপনেষ্যামঃ"[৫৬] ইত্যাদাবুপচারমঙ্গীকুর্বতা গ্রন্থবিরোধং স্বয়মেব বুধ্যমানেন দূষণা-বিষ্করণমৌর্খ্যাৎ[৫৭] প্রামাণিকো জনঃ পরিরক্ষিত ইতি। কিমস্যো-চ্যতে। যত্ত্বন্যৎ প্রতীতিবৈষম্যপ্রসঙ্গাদি[৫৮] তৎ কিয়দত্রোচ্যতাম্[৫৯]।

৫১ হে-চ : 'নাপি লিঙ্গমত্রার্থে.........গত্যনুকরণাদৌ' অনুল্লিখিত॥ ৫২ সু-দে : গৌরিতিব্যজ্যতে॥ ৫৩ হে-চ, আর-জি, সু-দে : তএব॥ ৫৪ বি-সি : গো সদৃশ ইতি॥ ৫৫ হে-চ, সু-দে : °রতিসদৃশতাপ্রতিগ্রাহ্যঃ॥ ৫৬ সু-দে : স্থায়িভাবানুরসত্বম্॥ ৫৭ হে-চ, আর-জি : মৌর্খ্যাৎ॥ ৫৮ হে-চ, আর-জি : তৎপ্রতীতি°॥ ৫৯ রা-ক, সু-দে : যত্ত্বত্যন্তং নঃ... তৎকিম্ যদত্রোচ্যতাম্।

চার

ভট্টনায়কস্ত্বাহ—রসো[illegible]ন প্রতীয়তে, নোৎপদ্যতে, নাভিব্যজ্যতে। স্বগতত্বেন হি প্রতীতৌ করুণে দুঃখিত্বং স্যাৎ। ন চ সা প্রতীতির্যুক্তা ; সীতাদেরবিভাবত্বাৎ ; স্বকান্তাস্মৃত্যসংবেদনাৎ ; দেবতাদৌ সাধারণী-করণাযোগ্যত্বাৎ ; সমুদ্রলঙ্ঘনাদেরসাধারণ্যাৎ।

ন চ তদ্বতো[1] রামস্য স্মৃতিঃ। অনুপলব্ধত্বাৎ। ন চ শব্দানুমানা-দিভ্যস্তৎপ্রতীতৌ লোকস্য সরসতা যুক্তা প্রত্যক্ষাদিব। নায়কযুগল-কাবভাসে[2] হি প্রত্যুত লজ্জাজুগুপ্সাস্পৃহাদি স্বোচিতচিত্তবৃত্ত্যন্ত-রোদয়ব্যগ্রতয়া[3] কা সরসত্বকথাপি[4] স্যাৎ।

পরগতত্বেন তু প্রতীতৌ তাটস্থ্যমেব ভবেৎ।[5] তন্ন প্রতীতিরনু-ভবস্মৃত্যাদিরূপা রসস্য যুক্তা।[6]

উৎপত্তাবপি তুল্যমেতদ্দূষণম্।

শক্তিরূপত্বেন পূর্বং স্থিতস্য পশ্চাদভিব্যক্তৌ বিষয়ার্জনতারতম্যা-পত্তিঃ। স্বগতপরগতত্বাদি পূর্ববদ্বিকল্প্যম্।

১ হে-চ, সু-দে : তত্ত্বতো ॥ ২ বি-সি : নায়কযুগলাবভাসে ॥ ৩ বি-সি : স্বোচিতবৃত্ত্যন্তরোদয়ঃ। অব্যগ্রতয়া° ; সু-দে : °অন্তরোদয়-মব্যগ্র° ॥ ৪ বি-সি, রা-ক : °কাশরসত্বমথাপি ; সু-দে : °ভাসত্বমথাপি ॥ ৫ রা-ক, সু-দে : বাক্যটি অনুল্লিখিত ॥ ৬ হে-চ : ন চ শব্দানুমানাদিভ্যস্তৎ প্রতীতৌ তাটস্থ্যমেব ভবেৎ প্রতীতিরনুভবস্মৃত্যাদিরূপা রসস্য যুক্তা ॥

তস্মাৎ কাব্যে দোষাভাবগুণালংকারময়ত্বলক্ষণেন, নাট্যে চতুর্বিধাভিনয়রূপেণ, নিবিড়নিজমোহসংকটতানিবারণকারিণা[৭] বিভাবাদিসাধারণীকরণাত্মনা, অভিধাতো দ্বিতীয়েনাংশেন ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানো রসো, অনুভবস্মৃত্যাদিবিলক্ষণেন রজস্তমোঽনুবেধবৈচিত্র্যবলাদ্ দ্রুতিবিস্তারবিকাসলক্ষণেন[৮] সত্ত্বোদ্রেকপ্রকাশানন্দময়নিজসংবিদ্‌বিশ্রান্তিলক্ষণেন[৯] পরব্রহ্মাস্বাদসবিধেন ভোগেন পরং ভুজ্যত[১০] ইতি।

তত্র পূর্বপক্ষোঽয়ং ভট্টলোল্লটপক্ষানভ্যুপগমাদেব নাভ্যুপগত ইতি তদ্দূষণমনুত্থানোপহতমেব[১১]।

প্রতীত্যাদিব্যতিরিক্তশ্চ সংসারে কো ভোগ ইতি ন বিদ্মঃ। রসনেতি চেৎ, সাপি[১২] প্রতিপত্তিরেব। কেবলমুপায়বৈলক্ষণ্যান্নামান্তরং প্রতিপদ্যতাম্, দর্শনানুমিতিশ্রুত্যুপমিতিপ্রতিভানাদিনামান্তরবৎ।

নিষ্পাদনাভিব্যক্তিদ্বয়ানভ্যুপগমে চ নিত্যো বা অসদ্বা[১৩] রস ইতি; ন তৃতীয়া গতিঃ স্যাৎ[১৪]। ন চাপ্রতীতং বস্ত্বস্তি ব্যবহারে যোগ্যম্[১৫]।

অথোচ্যতে প্রতীতিরস্যা[১৬] ভোগীকরণং, তচ্চ রত্যাদিস্বরূপম্[১৭]।

৭ সু-দে: °সংকটনিবারণ°; হে-চ: °নিবারণকারণা°; রা-ক: °মোহসঙ্কটকারিণা॥ ৮ হে-চ: হৃদি বিস্তরবিকাসাত্মনা; আর-জি: দ্রুতিবিস্তরবিকাসাত্মনা; সু-দে: দ্রুতিবিকাসবিস্তার°॥ ৯ হে-চ: °বিলক্ষণেন॥ ১০ হে-চ: ভুজ্যতে॥ ১১ সু-দে: °অনুত্থানোপগতমেব॥ ১২ সু-দে: সাপ্যত্র: ১৩ আর-জি: অসন্ বা॥ ১৪ রা-ক: অস্তাম্॥ ১৫ হে-চ: অস্তিতদ্ ব্যবহারেযোগ্যম্॥ ১৬ সু-দে: প্রতীতিরিতিরসস্ত; রা-ক: প্রতীরিতি তস্ত॥ ১৭ আর-জি: দ্রুত্যাদি°; রা-ক: ভৃত্যাদি॥

তদস্তু। তথাপি ন তাবন্মাত্রম্। যাবন্তো হি রসাস্তাবত্য[১৮] এব রসনাত্মানঃ প্রতীতয়ো ভোগীকরণস্বভাবাঃ। সত্ত্বাদিগুণানাং[১৯] চাঙ্গাঙ্গিবৈচিত্র্যমনন্তং কল্প্যমিতি[২০] কা ত্রিত্বেনেয়ত্তা।

"অভিধা ভাবনা চান্যা তদ্‌ভোগীকৃতমেব[২১] চ।
অভিধাধামতাং যাতে শব্দার্থালংকৃতী ততঃ॥
ভাবনাভাব্য এষোঽপি শৃঙ্গারাদিগণো হি যৎ[২২]।"
তদ্‌ভোগীকৃতরূপেণ ব্যাপ্যতে সিদ্ধিমান্নরঃ[২৩]॥" ইতি।[২৪]

তু যৎ[২৫] কাব্যেন ভাব্যন্তে রসা ইত্যুচ্যতে, তত্র বিভাবাদিজনিত-চর্বণাত্মকাস্বাদরূপপ্রত্যয়গোচরতাপাদনমেব যদি ভাবনং[২৬] তদভ্যুপগম্যত এব।

যদুক্তম্[২৭]—

"সংবেদনাখ্যা ব্যঙ্গ্যপরসংবিত্তিগোচরঃ[২৮]।
আস্বাদনাত্মানুভবো রসঃ কাব্যার্থ উচ্যতে[২৯]॥"

ইতি, তত্র ব্যজ্যমানতয়া ব্যঙ্গ্যো লক্ষ্যতে[৩০]; অনুভবেন চ তদ্বিষয় ইতি মন্তব্যম্।

নন্বেবং কথং রসতত্ত্বম্? আস্তাম্, কিং কুর্মঃ।

১৮ রা-ক, সু-দে : রসাস্তাবন্ত॥ ১৯ সু-দে : 'সত্ত্বাদি' অনুল্লিখিত॥ ২০ হে-চ : চাঙ্গাদ্বৈচিত্র্য° ; সু-দে : °অকল্প্যমিতি॥ ২১ বি-সি : °ভোগীকরণম্॥ ২২ সু-দে : মতঃ॥ ২৩ বি-সি : সিদ্ধিমন্নরৈঃ॥ ২৪ সু-দে, আর-জি-তে কেবল তৃতীয় পংক্তিটি উদ্ধৃত ; রা-ক-তে প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পংক্তি বন্ধনীর মধ্যে ; বি-সি-তে পংক্তি চারটি উদ্ধৃত ; হে-চ, আর-জি-তে 'তস্মাৎ কাব্যে...ভুজ্যত ইতি' এই বাক্যের পর 'যৎ সেবাহ' এই ব'লে পংক্তি চারটি উদ্ধৃত॥ ২৫ রা-ক, বি-সি, সু-দে : শুধু 'যৎ'॥ ২৬ হে-চ : যদি ভবেৎ ভাবনং॥ ২৭ বি-সি ব্যতীত সর্বত্র 'যত্তূক্তম্'॥ ২৮ সু-দে, রা-ক : সংবেদনাখ্য° ; আর-জি : ভাবসংযোজনাব্যঙ্গ্য° ; বি-সি : °ব্যঙ্গ্যস্পর-সংবিত্তি°॥ ২৯ হে-চ-তে পরিবর্তে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত : সংসর্গাদির্যথাশাস্ত্র একত্বাত্তুলযোগতঃ। বাক্যার্থস্তদ্বদেবাত্র শৃঙ্গারাদী রসো মতঃ॥ ইতি। তদস্মাকমভিমতমেব॥ ৩০ আর-জি : রক্ষ্যতে।

আম্নায়সিদ্ধে কিমপূর্বমেতৎ
সংবিদ্বিকাশেঽধিকতাগমিত্বম্ ।
ইত্থং স্বয়ংগ্রাহ্যমহার্হহেতু-
দ্বন্দ্বেন কিং দূষয়িতা ন লোকঃ ॥
ঊর্ধ্বোর্ধ্বমারুহ্য যদর্থতত্ত্বং
ধীঃ পশ্যতি শ্রান্তিমবেদয়ন্তী ।
অলং[১] তদাদ্যৈঃ পরিকল্পিতানাং
বিবেকসোপানপরম্পরাণাম্ ॥
চিত্রং নিরালম্বনমেব মন্যে
প্রমেয়সিদ্ধৌ প্রথমাবতারম্ ।
তন্মার্গলাভে[২] সতি সেতুবন্ধ-
পুরপ্রতিষ্ঠাদি ন বিস্ময়ায় ॥
তস্মাৎ সতামত্র ন দূষিতানি
মতানি তান্যেব তু শোধিতানি ।
পূর্বপ্রতিষ্ঠাপিতযোজনাসু
মূলপ্রতিষ্ঠাফলমামনন্তি ॥

তর্হ্যুচ্যতাং পরিশুদ্ধতত্ত্বম্[৩] ।

উক্তমেব মুনিনা, নত্বপূর্বং কিঞ্চিৎ । তথাহ্যাহ "কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তি" ইতি[৪] । তৎকাব্যার্থো[৫] রসঃ ।

১ রা-ক : ফলং ॥ ২ রা-ক : সন্মার্গলাভে ॥ ৩ হে-চ : পরিশুদ্ধতত্ত্ব ॥
৪ হে-চ, আর-জি : ভাবয়ন্তীতি ভাবাঃ ॥ ৫ হে-চ : তস্মাৎ ॥

যথা হি—"রাত্রীরাসত,"[৬] "তামগ্নৌ প্রাদাৎ"[৭] ইত্যাদাবর্থিতাদিলক্ষিতস্যাধিকারিণঃ প্রতিপত্তিমাত্রাদতিতীব্রপ্ররোচিতাৎ[৮] প্রথমপ্রবৃত্তাদনন্তরমধিকৈব উপাত্তকালতিরস্কারেণৈবাস্তে[৯] ; "প্রদদামি"[১০] ইত্যাদিরূপা সংক্রমণাদিস্বভাবা ; যথা দর্শনং প্রতিভাভাবনাবিধিনিয়োগাদিভাষাভির্ব্যবহৃতা[১১] প্রতিপত্তিঃ।[১২] তথৈব কাব্যাত্মকাদপি শব্দাদধিকারিণোঽধিকাস্তি প্রতিপত্তিঃ[১৩]।

অধিকারী চাত্র বিমলপ্রতিভানশালিহৃদয়ঃ।[১৪] তস্য চ "গ্রীবাভঙ্গাভিরামম্" ইতি, "উমাপিনীলালক"[১৫] ইতি, "হরস্তু কিঞ্চিৎ"[১৫] ইত্যাদিবাক্যেভ্যো বাক্যার্থপ্রতিপত্তেরনন্তরং[১৬] মানসী সাক্ষাৎকারাত্মিকা অপহসিততত্তদ্‌বাক্যোপাত্তকালাদিবিভাগা[১৭] তাবৎ প্রতীতিরুপজায়তে।

তস্যাং[১৮] চ যো মৃগপোতকাদির্ভাতি তস্য বিশেষরূপত্বাভাবাদ্ভীত ইতি ত্রাসকস্যাপারমার্থিকত্বাদ্[১৯] ভয়মেব পরং দেশকালাদ্যনালিঙ্গিতং। তত এব "ভীতোঽহং ভীতোঽয়ং শত্রুর্বয়স্যো মধ্যস্থ্যো বা"

৬ রা-ক: রাত্রিমাসত ; বি-সি: সত্রমাসত ; সু-দে: রাত্রীরাসতে ॥ ৭ সু-দে: প্রাদাদ্ ('রাত্রীরাসতে তামগ্নৌ প্রাদাদ্') ॥ ৮ সু-দে: প্রতিপত্তির্মাত্রাদিতিব্রবৃৎপরোচিতাৎ ॥ ৯ বি-সি: °নৈব 'আসে' ॥ ১০ রা-ক, বি-সি: প্রদদানি ; সু-দে: প্রদদাতি ॥ ১১ রা-ক: °বিধ্যুদ্যোগাদি° ; সু-দে: প্রতি ভাবনাদিবিধ্যুদ্যোগাদি° ; আর-জি: °ভাবনাবিধি ॥ ১২ হে-চ: 'যথা হি রাত্রীরাসত……প্রতিপত্তিঃ' অনুল্লিখিত ॥ ১৩ হে-চ: প্রতিপত্তির্ন সংশয় ॥ ১৪ হে-চ: বাক্যটি অনুল্লিখিত ॥ ১৫ হে-চ: অনুল্লিখিত ॥ ১৬ সু-দে: °প্রতীতেরনন্তরং ॥ ১৭ হে-চ: অপহস্তিততদ্‌বাক্যো° ॥ ১৮ সু-দে: তস্যাশ্চ ॥ ১৯ সু-দে: গ্রাহকস্যাপার° ॥

ইত্যাদি প্রত্যয়েভ্যো দুঃখসুখাদিকৃতহাস্যাদিবুদ্ধ্যন্তরোদয়নিয়মবত্তয়া[২০] বিঘ্নবহুলেভ্যো বিলক্ষণং নির্বিঘ্নপ্রতীতিগ্রাহ্যং, সাক্ষাদিব হৃদয়ে নিবিশমানং[২১], চক্ষুষোরিব বিপরিবর্তমানং[২২], ভয়ানকো রসঃ। তথাবিধে হি ভয়ে নাত্মাত্যন্তং[২৩] তিরস্কৃতো, ন বিশেষত[২৪] উল্লিখিত। এবং পরোঽপি।

তত এব ন পরিমিতমেব সাধারণ্যমপি তু বিততম্। ব্যাপ্তিগ্রহ ইব ধূমাগ্ন্যোর্ভয়কম্পয়োরিব[২৫] বা। তদত্র সাক্ষাৎকারায়মাণত্বেন[২৬] পরিপোষিকা[২৭] নটাদিসামগ্রী। যস্যাং বস্তুসতাং কাব্যার্পিতানাং চ দেশকালপ্রমাত্রাদীনাং নিয়মহেতূনামন্যোন্যপ্রতিবন্ধবলাদত্যন্তমপসরণে[২৮] স এব[২৯] সাধারণীভাব সুতরাং পুষ্যতি। অতএব সর্বসামাজিকানামেকঘনতৈব[৩০] প্রতিপত্তেঃ সুতরাং রসপরিপোষায়; সর্বেষামনাদিবাসনাচিত্রীকৃতচেতসাং বাসনাসংবাদাৎ। সা চাবিঘ্না সংবিচ্চমৎকারঃ। তজ্জোঽপি কম্পপুলকোল্লুকসনাদির্বিকারশ্চমৎকারঃ[৩১]। যথা—

"অজ্জ বি হরী চমক্কই[৩২] কহকহ বি ণ[৩৩]
মংদরেণ কলিআইং[৩৪]।

২০ বি-সি: দুঃখসুখাদিকৃতবুদ্ধ্য°; আর-জি, রা-ক, সু-দে: °কৃতহানাদিবুদ্ধ্য° ॥ ২১ সু-দে: নিধীয়মানং; হে-চ: নিবেশমানং ॥ ২২ হে-চ: চক্ষুষোরুপরিবর্তমানং ॥ ২৩ হে-চ, আর-জি, সু-দে: নাত্মা; রা-ক: নাত্মাঽত্যন্ত ॥ ২৪ হে-চ, সু-দে: নির্বিশেষত ॥ ২৫ বি-সি ব্যতীত সর্বত্র: °কম্পয়োরেব; হে-চ: ধূমাগ্ন্যভয়রূপয়োরেব ॥ ২৬ রা-ক, আর-জি: °মানত্বে; হে-চ, সু-দে: °মানত্ব ॥ ২৭ সু-দে: পোষিকা ॥ ২৮ হে-চ, সু-দে: °মন্যোন্যসম্বন্ধবলাদ্° ॥ ২৯ সু-দে: এব চ ॥ ৩০ রা-ক, বি-সি: °ঘনতয়ৈব ॥ ৩১ সু-দে: °পুলকোল্লসনা° ॥ ৩২ বি-সি: চমকই ॥ ৩৩ রা-ক, বি-সি: কহবিণ ॥ ৩৪ রা-ক: দলিআইং ॥

চংদকলাকংদলসচ্ছহাইং[৩৫]
লচ্ছীং[৩৬] অংগাইং ॥”

তথাহি স চাতৃপ্তিব্যতিরেকেনাচ্ছিন্নো[৩৭] ভোগাবেশ ইত্যুচ্যতে। ভুঞ্জানস্যাদ্ভুতভোগাত্মস্পন্দাবিষ্টস্য[৩৮] চ মনঃকরণং[৩৯] চমৎকার ইতি।[৪০] স চ সাক্ষাৎকারস্বভাবো মানসাধ্যবসায়ো[৪১] বা, সংকল্পো বা, স্মৃতির্বা তথাত্বেন স্ফুরন্নস্তু।[৪২] যদাহ—

“রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকো[৪৩] ভবতি যৎসুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥”

ইত্যাদি।

অত্র হি স্মরতীতি যা স্মৃতিরুপদর্শিতা সা ন তার্কিকপ্রসিদ্ধা, পূর্বমেতস্যাননুভূতত্বাৎ। অপি তু প্রতিভানাপরপর্যায়সাক্ষাৎকার-স্বভাবেয়মিতি।[৪৪] সর্বথা[৪৫] তাবদেষাস্তি প্রতীতিরাস্বাদাত্মা যস্যাং রতিরেব ভাতি। অতএব বিশেষান্তরানুপহিতত্বাৎ সা রসনীয়া সতী ন লৌকিকী, ন মিথ্যা, নানির্বাচ্যা, ন লৌকিকতুল্যা, ন তদারো-পাদিরূপা।

৩৫ রা-ক : °সচ্ছীআইং; সু-দে : °সচ্ছভাইং; বি-সি : °সচ্ছহাই ॥ ৩৬. রা-ক, বি-সি : লচ্ছীএ; সু-দে : লচ্ছীইং ॥ ৩৭ রা-ক, বি-সি : °ণাবিচ্ছিন্নো ॥ ৩৮ সু-দে, রা-ক : °ভোগস্পন্দাবিষ্টস্য; বি-সি : °ভোগা-স্পন্দাবিষ্টস্য ॥ ৩৯ আর-জি : চমতঃ করণং; বি-সি : মনশ্চমৎকরণং ॥ ৪০ হে-চ : অদ্ভুতভোগাত্মস্পন্দাবেশরূপো হি চমৎকারঃ ॥ ৪১ রা-ক, বি-সি : °মানসোঽ° ॥ ৪২ হে-চ, আর-জি : °স্ফুরন্তী অস্তু; রা-ক : স্ফুরত্যস্তু ॥ ৪৩ হে-চ, রা-ক : পর্যুৎসুকী ॥ ৪৪ সু-দে : বাক্যটি অনুল্লিখিত; রা-ক : বাক্যটি বন্ধনীর মধ্যে ॥ ৪৫ হে-চ : সর্বস্য ॥

তথৈব[46] চোপচয়াবস্থাস্তু[47]। দেশাদ্যনিয়ন্ত্রণাৎ। অনুকারো-ঽপ্যস্তু ভাবানুগামিতয়া[48] করণাদ্। বিষয়সামগ্র্যপি[49] ভবতু বিজ্ঞানবাদাবলম্বনাৎ। সর্বথা রসনাত্মকবীতবিঘ্নপ্রতীতিগ্রাহ্যো ভাব এব রসঃ। তত্র বিঘ্নাপসারকা বিভাবপ্রভৃতয়ঃ। তথা হি লোকে সকলবিঘ্নবিনির্মুক্তা সংবিত্তিরেব চমৎকারনির্বেশরসনাস্বাদনভোগ-সমাপত্তিলয়বিশ্রান্ত্যাদিশব্দৈরভিধীয়তে।

৪৬ হে-চ, আর-জি : এবৈব ॥ ৪৭ রা-ক, সু-দে, বি-সি : °অবস্থাসু ॥
৪৮ হে-চ, আর-জি : অনুগামিতা ; সু-দে : অনুকারোঽপ্যনুভাবানুগামিতয়া ॥
৪৯ সু-দে : বিষয়সামগ্র্যমপি ॥

বিঘ্নাশ্চাস্যাং সপ্ত[১]। ১) প্রতিপত্তাবযোগ্যতা সম্ভাবনা-বিরহো নাম[২] ; ২) স্বগতত্বপরগতত্বনিয়মেন[৩] দেশকাল-বিশেষাবেশঃ ; ৩) নিজসুখাদিবিবশীভাবঃ ; ৪) প্রতীত্যুপায়-বৈকল্যম্[৪] ; ৫) স্ফুটত্বাভাবঃ ; ৬) অপ্রধানতা ; ৭) সংশয়যোগশ্চ। তথাহি—

১) সংবেদ্যমসম্ভাবয়মানঃ সংবেদ্যে সংবিদং বিনিবেশয়িতুমেব[৫] ন শক্নোতি[৬]। কা তত্র বিশ্রান্তিরিতি প্রথমো বিঘ্নঃ।

তদপসারণে হৃদয়সংবাদো লোকসামান্যবস্তুবিষয়ঃ। অলোক-সামান্যেষু তু[৭] চেষ্টিতেষ্বখণ্ডিতপ্রসিদ্ধিজনিতগাঢ়ারূঢ়প্রত্যয়প্রসর-কারী[৮] প্রখ্যাতরামাদিনামধেয়পরিগ্রহশ্চোপায়ঃ[৯]। অত এব নিঃসামান্যোৎকর্ষোপদেশব্যুৎপত্তিপ্রয়োজনে[১০] নাটকাদৌ প্রখ্যাতবস্তু-বিষয়ত্বাদি নিয়মেন নিরূপ্যতে[১১], ন তু প্রহসনাদৌ[১২]। তচ্চ[১৩] স্বাবসর এব বক্ষ্যাম ইত্যাস্তাং তাবৎ[১৪]।

১ রা-ক, সু-দে, আর-জি : 'সপ্ত' অনুল্লিখিত ॥ ২ হে-চ : সংভাবনা-বিরহরূপা প্রতিপত্তাবযোগ্যতা ॥ ৩ হে-চ, বি-সি : স্বগতপরগতত্ব° ॥ ৪ হে-চ : বৈকল্য ॥ ৫ হে-চ : নিবেশয়িতু° ॥ ৬ হে-চ : শক্নোঽস্তি ॥ ৭ সু-দে : 'তু' অনুল্লিখিত ॥ ৮ হে-চ : °গাঢ়রূঢ়° ; সু-দে : °প্রসরকারি° ॥ ৯ বি-সি ব্যতীত সর্বত্র 'চোপায়' অনুল্লিখিত। ১০ সু-দে : °ৎকর্ষেঽপি দেশব্যুৎপত্তি° ॥ ১১ সু-দে : নিরূপয়িষ্যতে ॥ ১২ হে-চ : প্রহসনাদিতিবৎ ; রা-ক : প্রহসনাদাবিব ; আর-জি : প্রহসনাদাবিতি ॥ ১৩ সু-দে : এতচ্চ ॥ ১৪ হে-চ : সম্পূর্ণ বাক্যটি অনুল্লিখিত ॥

২) স্বৈকগতানাং চ সুখদুঃখসংবিদামাস্বাদে যথাসম্ভবং তদপগমভীরুতয়া বা, তৎপরিরক্ষাব্যগ্রতয়া বা, তৎসদৃশার্জিজীষয়া[১৫] বা, তজ্জিহাসয়া বা, তৎপ্রচিখ্যাপয়িষয়া[১৬] বা, তদ্গোপনেচ্ছয়া বা, প্রকারান্তরেণ বা, সংবেদনান্তরসমুদ্গম এব পরমো বিঘ্নঃ।

পরগতত্বনিয়মভাজামপি[১৭] সুখদুঃখানাং সংবেদনে নিয়মেন স্বাত্মনি সুখদুঃখমোহমাধ্যস্থ্যাদিসংবিদন্তরোদ্গমনসম্ভাবনাদবশ্যংভাবী[১৮] বিঘ্নঃ।

তদপাকরণে[১৯] "কার্য্যে নাতিপ্রসঙ্গোঽত্র" ইত্যাদিনা, পূর্বরঙ্গানিগূহনেন[২০], "নটী বিদূষকোবাপি" ইতি লক্ষিত[২১] প্রস্তাবনাবলোকনেন চ, যো নটরূপতাধিগমস্তৎপুরঃসরঃ প্রতিশীর্ষকাদিনা তৎপ্রচ্ছাদনপ্রকারোঽভ্যুপায়ঃ, অলৌকিকভাষাদিভেদলাস্যাঙ্গরঙ্গপীঠমণ্ডপগতকক্ষ্যাদিপরিগ্রহনাট্যধর্মিসহিতঃ[২২]। তস্মিন্ হি সতি[২৩] অস্যৈবাত্রৈবৈতর্হ্যেব[২৪] চ সুখং দুঃখং বেতি ন ভবতি প্রতীতি। স্বরূপস্য নিহ্নবাৎ, রূপান্তরস্য চারোপিতস্য প্রতিভাসসংবিদ্বিশ্রান্তিবৈকল্যেন[২৫] স্বরূপে বিশ্রান্ত্যভাবাৎ, সত্যম্[২৬] তদীয়রূপনিহ্নবমাত্র এব পর্যবসানাৎ।

১৫ হে-চ: তৎসদৃশো জিজীষয়া; সু-দে: তৎসদৃশোজ্জিজীষয়া; বি-সি: °র্জিজীবিষয়া॥ ১৬ হে-চ: তৎপ্রতিষ্ঠাপয়িযয়া॥ ১৭ হে-চ: °নিয়মভাষজা (?) মপি॥ ১৮ হে-চ: °অবশ্যভাবী॥ ১৯ হে-চ: তদপসারেণ; বি-সি: তদুপসারণে; আর-জি: তদপসারণে॥ ২০ সু-দে, আর-জি ব্যতীত সর্বত্র এর পূর্বে 'পূর্বরঙ্গবিধিং প্রতীতি' উল্লিখিত; রা-ক-তে বন্ধনীর মধ্যে॥ ২১ রা-ক: 'নটী...লক্ষিত' পর্যন্ত বন্ধনীর মধ্যে॥ ২২ হে-চ: °কক্ষাপরিগ্রহ°; সু-দে: °কক্ষাদি°॥ ২৩ সু-দে, রা-ক: 'সতি' অনুল্লিখিত॥ ২৪ হে-চ, বি-সি: °এতর্হ্যেব; রা-ক: তস্যৈবাত্রৈবৈতস্যৈব; সু-দে: তস্যৈবাত্রৈব এতস্যৈব॥ ২৫ হে-চ: প্রতিভাসবিশ্রান্তি°; রা-ক, সু-দে, বি-সি: প্রতিভাসংবিদ°॥ ২৬ হে-চ, রা-ক, বি-সি: সত্যে; আর-জি: সত্য॥

তথাহ্যাসীনপাঠ্যপুষ্পগণ্ডিকাদি লোকে ন দৃষ্টম্। ন চ তন্ন কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎসংভাব্যত্বাৎ ইতি।[২৭] স এষ সর্বো মুনিনা[২৮] সাধারণীভাবসিদ্ধ্যা[২৯] রসচর্বণোপযোগিত্বেন পরিকরবন্ধ সমাশ্রিত ইতি তত্রৈব স্ফুটীভবিষ্যতীতি। তদিহ তাবন্নোদ্যমনীয়ম্[৩০]। অতঃ স এষ স্বপরনিয়ততাবিঘ্নাপসরণপ্রকারো[৩১] ব্যাখ্যাতঃ[৩২]।

৩) নিজসুখাদিবিবশীভূতশ্চ কথং বস্ত্বন্তরে সংবিদং বিশ্রাময়েদিতি। তৎপ্রত্যূহব্যপোহনায় প্রতিপদার্থনিষ্ঠসাধারণ্যমহিম্না[৩৩] সকলভোগ্যত্বসহিষ্ণুভিঃ, শব্দাদিবিষয়ময়ীভিঃ[৩৪], আতোদ্যগানবিচিত্রমণ্ডপপদবিদগ্ধগণিকাদিভিরুপরঞ্জনং[৩৫] সমাশ্রিতং, যেনাহৃদয়োঽপি হৃদয়বৈমল্যপ্রাপ্তা সহৃদয়ীক্রিয়তে। উক্তং হি "দৃশ্যং শ্রব্যং চ" ইতি।[৩৬]

৪) কিঞ্চ প্রতীত্যুপায়ানামভাবে কথং প্রতীতিভাবঃ[৩৭] ?

৫) অস্ফুটপ্রতীতিকারিশব্দলিঙ্গসম্ভবেঽপি[৩৮] ন প্রতীতির্বিশ্রাম্যতি, স্ফুটপ্রতীতিরূপপ্রত্যক্ষোচিতপ্রত্যয়সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ। যথাহুঃ— "সর্বা চেয়ং[৩৯] প্রমিতি প্রত্যক্ষপরা" ইতি।

স্বসাক্ষাৎকৃতে[৪০] আগমানুমানশতৈরপ্যনন্যথাভাবস্য[৪১] স্বসং-

২৭ হে-চ : 'তথাহ্যাসীন পাঠ্য...সংভাব্যত্বাৎ' অনুল্লিখিত ॥ ২৮ হে-চ : এষ মুনিনা ॥ ২৯ হে-চ : সাধারণীভাবরস° ; সু-দে : °ভাবসিদ্ধরস° ॥ ৩০ হে-চ, আর-জি, সু-দে : তাবন্নোন্নমনীয়ম্। ৩১ আর-জি : °অপসারণ° ॥ ৩২ হে-চ : 'তত্রৈব...ব্যাখ্যাতঃ' অনুল্লিখিত ॥ ৩৩ বি-সি ব্যতীত সর্বত্র °পদার্থনিষ্ঠৈঃ...॥ ৩৪ হে-চ, আর-জি : °বিষয়ময়ৈঃ ॥ ৩৫ হে-চ : আতোদ্যগনে বিচিত্রমণ্ডপবিদগ্ধ° ॥ ৩৬ হে-চ : বাক্যটি অনুল্লিখিত ৩৭ সু-দে : প্রতীতিং স্ফুটয়তীতি ॥ ৩৮ রা-ক : স্ফু (অস্ফু) ট প্রতীতি ; হে-চ : °শব্দলক্ষণসম্ভবেঽপি ॥ ৩৯ হে-চ : বেয়ং ॥ ৪০ আর-জি : সাক্ষাৎকৃত ॥ ৪১ বি-সি : °শতৈরপ্যন্যাভাবস্ত ॥

বেদনাৎ[৪২]; অলাতচক্রাদৌ সাক্ষাৎকারান্তরেণৈব[৪৩] বলবতা তৎ-প্রতীত্যবধারণাদিতি[৪৪] লৌকিকস্তাবদয়ং ক্রমঃ। তস্মাৎ তদুভয়-বিঘ্নবিঘাতেঽভিনয়া লোকধর্মিবৃত্তিপ্রবৃত্ত্যুপস্কৃতাঃ[৪৫] সমভিষিচ্যন্তে। অভিনয়নং হি সশব্দলিঙ্গব্যাপারবিসদৃশমেব[৪৬] প্রত্যক্ষব্যাপারকল্প-মিতিনিশ্চেষ্যামঃ।

৬) অপ্রধানে চ বস্তুনি কস্য[৪৭] সংবিদবিশ্রাম্যতি? তস্যৈব প্রত্যয়স্য প্রধানান্তরং প্রত্যনুধাবতঃ স্বাত্মন্যবিশ্রান্তত্বাৎ[৪৮]। অতোঽপ্রধানত্বং জড়ে বিভাবানুভাববর্গে ব্যভিচারিনিচয়ে চ সংবিদাত্মকেঽপি নিয়মেনান্যমুখপ্রেক্ষিণি[৪৯] সম্ভবতীতি। তদতিরিক্তঃ স্থায্যেব তথা[৫০] চর্বণাপাত্রম্।

তত্র পুরুষার্থনিষ্ঠাঃ কশ্চিৎসংবিদ এব[৫১] প্রধানম্। তদ্যথা রতিঃ কামতদনুষঙ্গিধর্মার্থনিষ্ঠা। ক্রোধস্তৎপ্রধানেষ্বর্থনিষ্ঠঃ। কামধর্ম-পর্যবসিতোঽপ্যুৎসাহঃ সমস্তধর্মাদিপর্যবসিতঃ। তত্ত্বজ্ঞানজনিত-নির্বেদপ্রায়ো বিভাবো[৫২] মোক্ষোপায় ইতি তাবদেষাং প্রাধান্যম্।

যদ্যপি চৈষামপ্যন্যোন্যং গুণভাবোঽস্তি, তথাপি তত্তৎপ্রধানে[৫৩] রূপকে তত্তৎপ্রধানং ভবতীতি রূপকভেদপর্যায়েণ সর্বেষাম্ প্রাধান্যমেষাং

৪২ বি-সি : অসংবেদনাৎ॥ ৪৩ বি-সি : সাক্ষাৎকারেণৈব॥ ৪৪ হে-চ : তৎপ্রমিত্যপসারণাদিতি; আর-জি : তৎপ্রমিত্য°; রা-ক, সু-দে : তদবধা°॥ ৪৫ সু-দে : অভিনয়বোধকধর্মি°॥ ৪৬ হে চ : শব্দলক্ষণলিঙ্গ°। ৪৭ হে-চ : সংবিৎকস্য॥ ৪৮ সু-দে : অবিশ্রাম্যত্বাৎ॥ ৪৯ হে-চ : নিয়মেন নান্যস্থখ°; সু-দে : নিয়মেন নান্যমুখ°; রা-ক : সংপ্রেক্ষিনি॥ ৫০ হে-চ : অনুল্লিখিত; সু-দে : তথাচ। ৫১ হে-চ, আর-জি, সু-দে : ইতি॥ ৫২ হে-চ, আর-জি : শমশ্চ; (হে-চ-তে 'তত্ত্বজ্ঞানজনিত°' অনুল্লিখিত)॥ ৫৩ আর-জি : তৎপ্রধানে॥

লক্ষ্যতে। অদূরভাগাভিনিবিষ্টদৃশাত্বেকস্মিন্নপি রূপকে পৃথক্ প্রাধান্যম্।

তত্র সর্বেঽমী সুখপ্রধানাঃ। স্বসংবিচ্চর্বণরূপৈকঘনস্য প্রকাশস্যানন্দসারত্বাৎ। তথা হি—একঘনশোকসংবিচ্চর্বণেঽপি লোকে স্ত্রীলোকস্য হৃদয়বিশ্রান্তিঃ; অন্তরায়শূন্যবিশ্রান্তিশরীরত্বাৎ[৫৪]। অবিশ্রান্তিরূপতৈব[৫৫] দুঃখম্[৫৬]। তত এব কাপিলৈর্দুঃখস্য চাঞ্চল্যমেব প্রাণত্বেনোক্তম্ রজোবৃত্তিতাং[৫৭] বদদ্ভিরিত্যানন্দরূপতা সর্বরসানাম্। কিন্তূপরঞ্জকবিষয়বশাৎ কেষামপি[৫৮] কটুকিমাস্তি স্পর্শো[৫৯] বীরস্যেব[৬০]। স হি ক্লেশসহিষ্ণুতাদিপ্রাণ এব। এবং রত্যাদীনাং প্রাধান্যম্।

হাসাদীনাং তু সাতিশয়ং সকললোকসুলভবিভাবতয়োপরঞ্জকত্বমিতি প্রাধান্যম্। অত এবানুত্তমপ্রকৃতিষু বাহুল্যেন[৬১] হাসাদয়ো ভবন্তি। পামরপ্রায়ঃ সর্বোঽপি হসতি, শোচতি, বিভেতি, পরনিন্দামাদ্রিয়তে, স্বল্পসুভাষিতত্বেন[৬২] চ সর্বত্র বিস্ময়তে। রত্যাদ্যঙ্গতয়া তু পুমর্থোপযোগিত্বমপি স্যাদেষাম্। এতদ্গুণপ্রধানভাবকৃত এব চ দশরূপকাদিভেদ ইতি বক্ষামঃ[৬৩]।

৫৪ হে-চ : °বিশ্রান্তিশূন্যত্বাৎ। শরীরত্বাৎ (?)॥ ৫৫ হে-চ : রূপতয়ৈব। ৫৬ হে-চ, আর-জি : চ দুঃখম্॥ ৫৭ আর-জি : °বৃত্তিং॥ ৫৮ রা-ক, সু-দে, বি-সি : °তেষামপি॥ ৫৯ হে-চ : কটুপিত্তাস্পর্শোঽস্তি; সু-দে : কটুঃ কিং°; বি-সি : কটুকিতাস্পর্শোঽস্তি॥ ৬০ সু-দে, রা-ক : 'এব' অনুল্লিখিত॥ ৬১ হে-চ : বহুলা; সু-দে : হাসাদয়ো বাহুল্যেন॥ ৬২ রা-ক : অল্পসুখভাষিতত্বেন; বি-সি : অল্পসুখভাগিত্বেন॥ ৬৩ হে-চ : বাক্যটি অনুল্লিখিত॥

স্থায়িত্বং চৈতাবতামেব। জাত এব হি জন্তুরিয়তীভিঃ সংবিদ্‌ভিঃ পরীতো ভবতি। তথাহি—

"দুঃখসংশ্লেষবিদ্বেষী সুখাস্বাদনসাদরঃ।"

ইতি ন্যায়েন সর্বো রিরংসয়া ব্যাপ্তঃ, স্বাত্মন্যুৎকর্ষমানীতয়া পরমুপহসন্, অভীষ্টবিয়োগসন্তপ্তঃ, তদ্ধেতুষু কোপপরবশঃ, অশক্তো[৬৪] চ ততো ভীরুঃ, কিঞ্চিজ্জিগীষুরপি[৬৫], অনুচিতবস্তুবিষয়বৈমুখ্যাত্মকতয়াক্রান্তঃ[৬৬] কিঞ্চিদনভীষ্টতয়াভিমন্যমানঃ, তত্তৎস্বপরকর্তব্যদর্শনসমুদিতবিস্ময়ঃ,[৬৭] কিঞ্চিচ্চ জিহাসুরেব জায়তে[৬৮]।

ন হ্যতচ্চিত্তবৃত্তিবাসনাশূন্যঃ প্রাণী ভবতি। কেবলং কস্যচিৎ কাচিদধিকা চিত্তবৃত্তিঃ[৬৯] কাচিদূনা। কস্যচিদুচিতবিষয়নিয়ন্ত্রিতা, কস্যচিদন্যথা। তৎকাচিদেব পুমর্থোপযোগিনীত্যুপদেশ্যা[৭০] তদ্বিভাগকৃতশ্চোত্তমপ্রকৃত্যাদিব্যবহারঃ[৭১]।

যে পুনরমী গ্লানিশঙ্কাপ্রভৃতয়শ্চিত্তবৃত্তিবিশেষাস্তে[৭২] সমুচিতবিভাবাভাবাজ্জন্মমধ্যেঽপি[৭৩] ন ভবন্ত্যেব[৭৪]। তথাহি—রসায়নমুপযুক্ত-

৬৪ সু-দে : অশক্ত[তয়া]; আর-জি : অশক্ততয়া ॥ ৬৫ রা-ক : °দার্জিজীষু° ; বি-সি : °দর্জিজীষু° ; আর-জি : °দুজ্জিগীষু° ॥ ৬৬ সু-দে : জিতবস্তু° ॥ ৬৭ সু-দে, রা-ক : তত্তৎস্বকর্তব্য° ॥ ৬৮ হে-চ-তে এই বাক্যটির নিম্নলিখিত রূপান্তর : 'তথাহি দুঃখদ্বেষী সুখাস্বাদনলালসঃ সর্বো রিরংসয়া ব্যাপ্তঃ স্বাত্মন্যুৎকর্ষমানিতয়া পরমুপহসতি। উৎকর্ষাপায়শঙ্কয়া শোচতি। অপায়ং প্রতি ক্রুদ্ধতি। অপয়া হেতুপরিহারে সমুৎসহতে বিনিপাতাদ্বিভেতি। কিঞ্চিদযুক্ততয়াভিমন্যমানো জুগুপ্সতে। ততশ্চ পরকর্তব্যবৈচিত্র্যদর্শনাদ্বিস্ময়তে। কিঞ্চিজ্জিহাসুস্তত্র বৈরাগ্যাৎপ্রশমং ভজতে' ॥ ৬৯ হে-চ : ভবতি চিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৭০ হে-চ, আর-জি : পুরুষার্থো° ॥ ৭১ রা-ক, বি-সি : তদ্বিভাবকৃত° ॥ ৭৪ হে-চ : ধৃত্যাদিশ্চিত্ত° ॥ ৭৩ সু-দে : °জ্জগন্মধ্যে° ॥ ৭৪ হে-চ : °বেতি ব্যভিচারিণঃ ॥

বতো[৭৫] মুনের্গ্লান্যালস্যশ্রমপ্রভৃতয়ো নোত্তিষ্ঠন্তি[৭৬]। যস্যাপি বা ভবন্তি বিভাববলাত্তস্যাপি হেতুপ্রক্ষয়ে ক্ষীয়মাণাঃ সংস্কারশেষতাং তাবৎ[৭৭] নাবশ্যমনুবধ্নন্তি[৭৮]। উৎসাহাদয়স্তু[৭৯] সম্পাদিতস্বকর্তব্য-তয়া[৮০] প্রলীনকল্পা অপি সংস্কারশেষতাম্ নাতিবর্তন্তে। কর্তব্যান্তর-বিষয়স্যোৎসাহাদেরখণ্ডনাৎ[৮১]। যথাহ[৮২] পতঞ্জলিঃ —

"ন হি চৈত্র একস্যাং স্ত্রিয়াং রক্ত[৮৩] ইত্যন্যাসু বিরক্তঃ।"

ইত্যাদি।

তস্মাৎ স্থায়িরূপচিত্তবৃত্তিসূত্রস্যূতা এবামী ব্যভিচারিণঃ[৮৪]। স্বাত্মানমুদয়াস্তময়বৈচিত্র্যশতসহস্রধর্মাণং প্রতিলভমানা রক্তনীলাদি-সূত্রস্যূতবিরলভাবোপলম্ভনসম্ভাবিতভঙ্গীসহস্রগর্ভস্ফটিককাচাভ্রকপদ্ম-রাগমরকতমহানীলাদিময়গোলকবৎ[৮৫] তস্মিন্সূত্রে স্বসংস্কারবৈচিত্র্য-মনিবেশয়ন্তোঽপি[৮৬] তৎসূত্রকৃতমুপকারসন্দর্ভং বিভ্রতঃ স্বয়ং চ বিচিত্রার্থস্থায়িসূত্রং চ বিচিত্রয়ন্তোঽন্তরান্তরা শুদ্ধমপি স্থায়িসূত্রং প্রতিভাসাবকাশমুপনয়ন্তোঽপি পূর্বাপরব্যভিচারিরত্নচ্ছায়াশবলিমান-মবশ্যমানয়ন্তঃ প্রতিভাসন্ত ইতি ব্যভিচারিণ উচ্যন্তে[৮৭]।

৭৫ হে-চ : °যুক্তচেতো ('মুনেঃ' অনুল্লিখিত)॥ ৭৬ হে-চ : ন ভবন্ত্যেব॥ ৭৭ হে-চ, আর-জি : 'তাবৎ' অনুল্লিখিত॥ ৭৮ হে-চ : °মুপবধ্নন্তি॥ ৭৯ হে-চ : রত্যাদয়স্তু॥ ৮০ আর-জি : °স্বাবশ্যকর্তব্যতয়া; বি-সি : সম্পাদিতকর্তব্যতয়া॥ ৮১ হে-চ : বস্ত্বন্তরবিষয়স্য রত্যাদে°॥ ৮২ হে-চ : যদাহ; সু-দে : যথা॥ ৮৩ হে-চ : বিরক্ত॥ ৮৪ হে-চ : 'ব্যভিচারিণঃ' অনুল্লিখিত॥ ৮৫ রা-ক : °কাচভ্র [ভ্রা]মক°; সু-দে : °গোলকাদিবৎ॥ ৮৬ সু-দে : সংস্কারবৈচিত্র্যমভিনিবেশয়ন্তো°॥ ৮৭ হে-চ-তে বাক্যটির নিম্ন লিখিত সংক্ষিপ্ত রূপ :'....প্রতিলভমানাঃ স্থায়িনং বিচিত্রয়ন্তঃ প্রতিভাসন্তে ইতি ব্যভিচারিণ উচ্যন্তে'॥

তথাহি—গ্লানোঽয়মিত্যুক্তে, কুত ইতি হেতুপ্রশ্নেনাস্থায়িতাস্য[৮৮] সূচ্যতে। ন তু রাম উৎসাহশক্তিমান্ ইত্যত্র হেতুপ্রশ্নমাহুঃ।

অত এব বিভাবাস্তত্রোদ্বোধকাঃ সন্তঃ স্বরূপোপরঞ্জকত্বং বিদধানা রত্যুৎসাহাদেরুচিতানুচিতত্বমাত্রমাবহন্তি। ন তু তদভাবে সর্বথৈব তে নিরূপাখ্যাঃ। বাসনাত্মনা সর্বজন্তুনাং তন্ময়ত্বেনোক্তত্বাৎ। ব্যভিচারিণাস্তু স্ববিভাবাভাবে নামাপিনাস্তীতি। বিতনিষ্যতে চৈতত্তথাযোগং ব্যাখ্যাবসরে।[৮৯] এবমপ্রধানত্বনিরাসঃ স্থায়ি-নিরূপণায়[৯০] "স্থায়িভাবান্ রসত্বম্[৯১] উপনেষ্যামঃ"[৯২] ইত্যনয়া সামান্যলক্ষণশেষভূতয়া বিশেষলক্ষণনিষ্ঠয়া চ কৃতঃ[৯৩]।

৭) তত্রানুভাবানাং বিভাবানাং ব্যভিচারিনাং চ পৃথক্ স্থায়িনি নিয়মো[৯৪] নাস্তি। বাষ্পাদেরানন্দাক্ষিরোগাদিজত্বদর্শনাৎ[৯৫]। ব্যাঘ্রাদেশ্চ ক্রোধভয়াদিহেতুত্বাৎ। শ্রমচিন্তাদেরুৎসাহভয়াত্মনেক-সহচরত্বাবলোকনাৎ[৯৬]। সামগ্রী তু[৯৭] ন ব্যভিচারিণী[৯৮]। তথাহি —বন্ধুবিনাশো যত্রবিভাবঃ পরিদেবিতাশ্রুপাতাদিস্ত্বনুভাবঃ[৯৯], চিন্তা-

৮৮ রা-ক: হেতুপ্রশ্নেন স্থায়ী তস্য; স্থ-দে: হেতু প্রশ্নে স্থায়িতাস্য॥ ৮৯ হে-চ: বাক্যটি অনুল্লিখিত॥ ৯০ হে-চ, আর-জি: °নিরূপণয়া; রা-ক, বি-সি: °নিরূপণায়াং॥ ৯১ হে-চ: সত্ত্বম্; স্থ-দে: স্থায়িভাবাদ্রসত্বম্॥ ৯২ হে-চ: নেষ্যামঃ; রা-ক, বি-সি: অনুল্লিখিত॥ ৯৩ হে-চ, আর-জি: মুনিনা কৃতঃ॥ ৯৪ স্থ-দে: স্থায়িনিয়মো॥ ৯৫ হে-চ, স্থ-দে: °রানন্দার্তিরোগা°॥ ৯৬ বি-সি: °বিলোকনাৎ; স্থ-দে: ভ্রমচিন্তা°॥ ৯৭ হে-চ, স্থ-দে: বা তু॥ ৯৮ রা-ক: ভ্র (শ্র) মচিন্তাদেরুৎসাহভয়াত্মনেকসহচরত্বাবলোকন............ব্যভিচারিণি॥ ৯৯ হে-চ, আর-জি: °পাতাদিশ্চানুভাবঃ॥

দৈন্যাদির্ব্যভিচারী, সোঽবশ্যং শোক এবেতি। এবং সংশয়োদয়ে শঙ্কাত্মকবিঘ্নশমনায় 'সংযোগ' উপাত্ত[১০০]।

তত্র লোকব্যবহারে কার্যকারণসহচারাত্মকলিঙ্গদর্শনে[১০১] স্থায্যাত্মপরচিত্তবৃত্ত্যনুমানাভ্যাসপাটবাদধুনা[১০২] তৈরেবোদ্যানকটাক্ষধৃত্যাদিভির্লৌকিকীং[১০৩] কারণত্বাদিভূবমতিক্রান্তৈর্বিভাবনানুভাবনাসমুপরঞ্জকত্বমাত্রপ্রাণৈঃ[১০৪], অত এবালৌকিকবিভাবাদিব্যপদেশভাগ্ভিঃ, প্রাচ্যকারণাদিরূপসংস্কারোপজীবনখ্যাপনায়[১০৫] বিভাবাদিনামধেয়ব্যপদেশৈর্ভাবাধ্যায়েঽপি বক্ষ্যমাণস্বরূপভেদৈর্গুণপ্রধানপর্যায়েণ[১০৬] সামাজিকধিয়ি সম্যগ্‌যোগং সম্বন্ধমৈকাগ্রং বাসাদিতবদ্ভিঃ,[১০৭] অলৌকিকনির্বিঘ্নসংবেদনাত্মকচর্বণাগোচরতাং নীতোঽর্থশ্চর্ব্যমানাতৈকসারো, ন তু সিদ্ধস্বভাবঃ, তাৎকালিক এব, ন তু চর্বণাতিরিক্তকালাবলম্বী স্থায়িবিলক্ষণ এব রসঃ।

ন তু[১০৮] যথা শঙ্কুকাদিভিরভ্যধীয়ত—"স্থায্যেব বিভাবাদিপ্রত্যায্যো[১০৯] রস্যমানত্বাদ্রস উচ্যতে" ইতি[১১০]। এবং হি লৌকিকেঽপি[১১১] কিং ন রসঃ। অসতোঽপি হি যত্র রসনীয়তা স্যাৎ[১১২] তত্র বস্তুসতঃ কথং ন ভবিষ্যতি। তেন স্থায়িপ্রতীতি-

১০০ বি-সি-তে বাক্যটি 'সামগ্রী তু ন ব্যভিচারিণী' বাক্যের পূর্বে ব্যবহৃত॥ ১০১ আর-জি: °সহচরাত্মক°; হে-চ: °দর্শনজ°॥ ১০২ আর-জি: °ভ্যাসেব পাটবাদ্°॥ ১০৩ সু-দে: °কটাক্ষবৃক্ষাদি°; রা-ক, বি-সি: °কটাক্ষবীক্ষাদি°॥ ১০৪ হে-চ: বিভবেনানুভবেনাসমঞ্জরঞ্জকত্ব°; সু-দে: 'মাত্র' অনুল্লিখিত॥ ১০৫ হে-চ: প্রাচ্যকরণাদি°॥ ১০৬ হে-চ: 'ভাবাধ্যায়ে....ভেদৈঃ' অনুল্লিখিত॥ ১০৭ আর-জি: চাসাদিত°॥ ১০৮ হে-চ, রা-ক, সু-দে: ননু॥ ১০৯ হে-চ: °প্রত্যায্যোমানো॥ ১১০ হে-চ: 'ইতি' অনুল্লিখিত॥ ১১১ হে-চ, আর-জি: লোকেঽপি॥ ১১২ হে-চ: 'স্যাৎ' অনুল্লিখিত॥

রত্যুমিতিরূপা বাচ্যা[১১৩], ন রসঃ। অতএব সূত্রে[১১৪] স্থায়িগ্রহণং ন কৃতম্। তৎ প্রত্যুত শল্যভূতং স্যাৎ। কেবলমৌচিত্যাদেবমুচ্যতে "স্থায়ী রসীভূত" ইতি।

ঔচিত্যস্তু তৎস্থায়িগতত্বেন কারণাদিতয়া প্রসিদ্ধানাং, অধুনা চর্বণোপযোগিতয়া বিভাবত্বাবলম্বনাৎ[১১৫]। তথা হি—লৌকিকচিত্তবৃত্ত্যনুমানে কা রসতা। তেনালৌকিকচমৎকারাত্মা রসাস্বাদঃ স্মৃত্যনুমানলৌকিকস্বসংবেদনবিলক্ষণ এব।

তথাহি—লৌকিকেনানুমানেন সংস্কৃতঃ প্রমদাদি[১১৬] ন তাটস্থ্যেন প্রতিপদ্যতে। অপি তু হৃদয়সংবাদাত্মকসহৃদয়ত্ববলাৎ পূর্ণীভবিষ্যদ্রসাস্বাদাঙ্কুরীভাবেনানুমানস্মৃত্যাদিসোপানমনারুহ্যৈব তন্ময়ীভাবোচিতচর্বণাপ্রাণতয়া।

ন চ সা চর্বণা প্রাঙ্‌মানান্তরাৎ যেনাধুনা স্মৃতিঃ স্যাৎ। ন চাত্র লৌকিকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণব্যাপারঃ। কিন্ত্বলৌকিকবিভাবাদিসংযোগবলোপনতৈবেয়ং[১১৭] চর্বণা। সা চ প্রত্যক্ষানুমানাগমোপমানাদিলৌকিকপ্রমাণজনিতরত্যাদ্যববোধতঃ, তথা যোগিপ্রত্যক্ষজনিততটস্থপরসংবিত্তিজ্ঞানাৎ[১১৮], সকলবৈষয়িকোপরাগশূন্যশুদ্ধপরযোগিগতস্বানন্দৈকঘনানুভবাচ্চ[১১৯] বিশিষ্যতে। এতেষাং[১২০] যথা-

১১৩ রা-ক : প্রাচ্যা ; সু-দে : °রত্যুমিতিরূপপ্রাপ্তা ॥ ১১৪ হে-চ : সূত্রে মুনিনা ॥ ১১৫ হে-চ ; বিভাবাদিত্বা (দি) লম্বনাৎ ; সু-দে : বিভাবত্বাদিলম্বনাৎ ; রা-ক, আর-জি : বিভাবাদিত্বাবলম্বনাৎ ॥ ১১৬ হে-চ, সু-দে : প্রমদাদির্ন ; রা-ক : প্রমদাদিনা ॥ ১১৭ সু-দে : কিঞ্চালৌকিক° ॥ ১১৮ হে-চ, আর-জি : °প্রত্যক্ষজতটস্থ° ; সু-দে : °জনিতপর° ॥ ১১৯ হে-চ : °রাগশূন্যশ্চ স্বপরযোগি° ; সু-দে : স্বানন্দৈকরসনানুভবাচ্চ ; রা-ক : স্বাত্মানন্দৈক° ॥ ১২০ সু-দে : এতাসাং ॥

যোগমর্জনাদিবিঘ্নান্তরোদয়াৎ[১২১] তাটস্থ্যাস্ফুটত্বেন[১২২] বিষয়াবেশ-বৈবশ্যেন[১২৩] চ সৌন্দর্যবিরহাৎ।

অত্র তু স্বাত্মৈকগতত্বনিয়মাসম্ভবাৎ ন বিষয়াবেশবৈবশ্যম্[১২৪]। স্বাত্মানুপ্রবেশাৎ[১২৫] পরগতত্বনিয়মাভাবাৎ ন তাটস্থ্যাস্ফুটত্বম্[১২৬]। তদ্বিভাবাদি সাধারণ্যবশসংপ্রবুদ্ধোচিতনিজরত্যাদিবাসনাবেশ-বশাচ্চ[১২৭] ন বিঘ্নান্তরাদীনাং সম্ভব ইত্যবোচাম বহুশঃ[১২৮]। অত এব বিভাবাদয়ো ন নিষ্পত্তিহেতবো রসস্য, তদ্বোধাপগমেঽপি রসসম্ভবপ্রসঙ্গাৎ।

নাপি জ্ঞপ্তিহেতবো যেন প্রমাণমধ্যে পতেয়ুঃ। সিদ্ধস্য কস্যচিৎ প্রমেয়ভূতস্য[১২৯] রসস্যাভাবাৎ।

কিং তর্হ্যেতদ্বি[১৩০] বিভাবাদয় ইতি? অলৌকিক এবায়ং চর্বণোপযোগী বিভাবাদিব্যবহারঃ।

ক্বান্যত্রেত্থং[১৩১] দৃষ্টমিতিচেৎ, ভূষণমেতদস্মাকমলৌকিকত্ব-সিদ্ধৌ[১৩২]। পানকরসাস্বাদেঽপি কিং গুড়মরিচাদিষু দৃষ্ট ইতি সমানমেতৎ।

১২১ হে-চ, আর-জি: °দয়েন॥ ১২২ হে-চ: তাটস্থ্যহেতুকা-স্ফুটত্বেন; সু-দে: স্ফুটত্বং; রা-ক: °তাটস্থ্যেঽস্ফুটত্ব॥ ১২৩ সু-দে: °বৈবশ্যং; রা-ক: °বৈবশ্যকৃত॥ ১২৪ সু-দে: অনুল্লিখিত; রা-ক: বন্ধনীর মধ্যে॥ ১২৫ সু-দে, রা-ক: স্বানু°॥ ১২৬ সু-দে: অনুল্লিখিত; রা-ক: বন্ধনীর মধ্যে॥ ১২৭ সু-দে: °বাসনাবেগবশাচ্চ॥ ১২৮ হে-চ: 'ইত্যবোচামবহুশঃ' অনুল্লিখিত॥ ১২৯ হে-চ: প্রমেয়ভূত°॥ ১৩০ হে-চ: তর্হিকিমেতদ্বি; সু-দে: কিং তর্হ্যেতদ্॥ ১৩১ হে-চ: কোঽন্য-ত্রেত্থং॥ ১৩২ হে-চ: ভূষণমস্মাকমেতদ্°; সু-দে: °সিদ্ধেঃ॥

নন্বেবং[১৩৩] রসোঽপ্রমেয়ঃ স্যাৎ, এবং যুক্তং ভবিতুমর্হতি। রস্যৈকপ্রাণো হ্যসৌ, ন প্রমেয়াদিস্বভাবঃ। তর্হি সূত্রে নিষ্পত্তিরিতি কথম্ ?

নেয়ং[১৩৪] রসস্য, অপি তু তদ্বিষয়রসনায়াঃ[১৩৫]। তন্নিষ্পত্ত্যা তু যদি তদেকায়ত্তজীবিতস্য রসস্য নিষ্পত্তিরুচ্যতে ন[১৩৬] কশ্চিদত্র দোষঃ।

সা চ রসনা ন প্রমাণব্যাপারো ন কারকব্যাপারঃ। স্বয়ং তু নাপ্রামাণিকী[১৩৭], স্বসংবেদনসিদ্ধত্বাৎ[১৩৮]।

রসনা চ বোধরূপৈব,[১৩৯] কিন্তু বোধান্তরেভ্যো লৌকিকেভ্যো[১৪০] বিলক্ষণৈব। উপায়ানাং বিভাবাদীনাং লৌকিকবৈলক্ষণ্যাৎ। তেন বিভাবাদিসংযোগাদ্রসনা যতো[১৪১] নিষ্পদ্যতে ততস্তথাবিধরসনাগোচরো[১৪২] লোকোত্তরোঽর্থো রস ইতি তাৎপর্যং সূত্রস্য।

অয়মত্র সংক্ষেপঃ। মুকুটপ্রতিশীর্ষকাদিনা তাবন্নটবুদ্ধিরাচ্ছাদ্যতে। গাঢ়প্রাক্তনসংবিৎসংস্কারাচ্চ কাব্যবলানীয়মানাপি[১৪৩] ন তত্র রামধীর্বিশ্রাম্যতি। অত[১৪৪] এবোভয়দেশকালত্যাগঃ। রোমাঞ্চাদয়শ্চ ভূয়সা রতিপ্রতীতিকারিতয়া দৃষ্টাস্তত্রাবলোকিতা[১৪৫] দেশকালানিয়মেন রতিং[১৪৬] গময়ন্তি। যস্মাং স্বাত্মাপি তদ্বাসনাবত্ত্বাদনু-

১৩৩ হে-চ : নত্বেবং॥ ১৩৪ হে-চ : নায়ং॥ ১৩৫ হে-চ : তদ্বিষয়ায়া....॥ ১৩৬ হে-চ : তন্ন; সু-দে : তেন ন॥ ১৩৭ রা-ক : প্রামাণিকঃ॥ ১৩৮ হে-চ : স্বয়ং বেদন°; বি-সি : স্বয়ংসংবেদন°॥ ১৩৯ আর-জি : রোধরূপা ইব॥ ১৪০ সু-দে : অনুল্লিখিত॥ ১৪১ হে-চ : যত্তো॥ ১৪২ রা-ক, বি-সি : অতস্তথা॥ ১৪৩ সু-দে : °বলাদানীয়°॥ ১৪৪ হে-চ : তত॥ ১৪৫ সু-দে, রা-ক : °তত্রাপিলৌকিকা; বি-সি : °তথাপিলৌকিকা॥ ১৪৬ রা-ক, বি-সি : তত্র রতিং॥

প্রবিষ্টঃ। অত এব ন[১৪৭] তটস্থতয়া রত্যবগমঃ। ন চ নিয়ত-কারণতয়া, যেনার্জনাভিষঙ্গাদিসম্ভাবনা। ন চ নিয়তপরাত্মৈক-গততয়া, যেন দুঃখদ্বেষাদ্যুদয়ঃ। তেন সাধারণীভূতা সন্তানবৃত্তে-রেকস্যা এব বা সংবিদো গোচরীভূতা[১৪৮] রতিঃ শৃঙ্গারঃ। সাধারণী-ভাবনা চ বিভাবাদিভিরিতি।

১৪৭ হে-চ ঃ 'ন' অনুল্লিখিত ॥ ১৪৮ রা-ক, বি-সি ঃ গোচরভূতা ॥

তত্র বিভাবপ্রাধান্যেন সাধারণীভাবো[১] যথা—

"কেলীকন্দলিতস্য বিভ্রমমধোঃ[২] ধুর্যং বপুস্তে দৃশৌ[৩]
ভঙ্গীভঙ্গুরকামকার্মুকমিদং ভ্রূর্নর্মকর্মক্রমঃ।
আপাতেঽপি[৪] বিকারকারণমহো বক্ত্রাম্বুজন্মাসবঃ
সত্যং সুন্দরি বেধসস্ত্রিজগতীসারং[৫] ত্বমেকা কৃতিঃ ॥"

অত্র চ বিভাবকৃতং সৌন্দর্যং[৬] প্রাধান্যেন ভাতি। তদনুগতত্বেন কেলীবিভ্রমভঙ্গুরনর্মবচোমহিম্না চানুভাববর্গো ভঙ্গীক্রমবিকারাদি-শব্দবলাচ্চ ব্যভিচারীবর্গ প্রতিভাতীতি। অত এব নাস্ফুটত্বাশঙ্কাত্র রসাস্বাদময়ে[৭] শৃঙ্গারে বিধেয়া।

অনুভাবপ্রাধান্যং যথা—শুদ্ধসারস্বতপ্রবাহপবিত্রসকলবাঙ্ময়-মহার্ণবপূর্ণভাবসম্পাদনদ্বিজরাজস্যেন্দুরাজস্য[৮] —

"যদ্বিশ্রম্য বিলোকিতেষু বহুশো নিস্থেমনী লোচনে।
যদ্গাত্রাণি দরিদ্রতি প্রতিদিনং লূনাব্জিনীনালবৎ ॥
দূর্বাকাণ্ডবিড়ম্বকশ্চ নিবিড়ো যৎপাণ্ডিমা গণ্ডয়োঃ।
কৃষ্ণে যূনি সযৌবনাসু বনিতাস্বেষৈব বেষস্থিতিঃ ॥" ইতি।[৯]

১ সু-দে : তত্র বিভাবপ্রাধান্যং ; রা-ক : তত্র বিভাবপ্রাধান্যস্য ধামণি ময়া (প্রাধান্যেন সাধারণীভাবো যথা—) ; ২ সু-দে : বিভ্রমমথোদ্ ; রা-ক : °মধো (:) ॥ ৩ সু-দে, রা-ক : দৃশো ॥ ৪ বি-সি : আভ্রাতোঽপি ॥ ৫ রা-ক : °সারঃ ; বি-সি : °সারা ॥ ৬ রা-ক, বি-সি : তৎসৌন্দর্যং ॥ ৭ সু-দে : রত্যাস্বাদময়ে ॥ ৮ রা-ক, বি-সি : °পূর্ণভাবসম্পাদনাৎ ॥ ৯ সু-দে : 'ইতি' অনুল্লিখিত ॥

অত্র 'বিশ্রম্য' ইতি, 'বহুশ' ইতি, 'প্রতিদিনম্' ইতি চ পদসমর্পিতো ব্যভিচারিণঃ,[১০] 'কৃষ্ণ' ইত্যাদি পদার্পিতশ্চ বিভাবো গুণত্বেন প্রতিভাসতে। বিশ্রান্তিলক্ষণস্তম্ভবিলোকনবৈচিত্র্যগাত্রতানব-তারতম্যপুলকবৈবর্ণ্যপ্রভৃতিস্ত্বনুভাবসঞ্চয়ঃ প্রধানতয়া[১১]।

ব্যভিচারিণাং তু প্রাধান্যং তদ্বিভাবানুভাবপ্রাধান্যকৃতম্[১২]। তত্রাদ্যং যথা মহাকবেঃ কলশকস্য[১৩]—

"আত্তমাত্তমধিকান্তমুক্ষিতুং[১৪]
কাতরা শফরশঙ্কিনী জহৌ।
অঞ্জলৌ জলমধীরলোচনা
লোচনপ্রতিশরীরলাঞ্ছিতম্ ॥"

ইত্যত্র সুকুমারমুগ্ধপ্রমদাজনভূষণভূতস্য ব্যভিচারিবর্গস্য[১৫] বিতর্কত্রাস-শঙ্কাদেঃ প্রাধান্যম্, তদ্বিভাবানাং প্রাধান্যাৎ[১৬] সৌন্দর্যাতিশয়-কৃতম্[১৭]। 'আত্তম্'[১৮] ইত্যাদ্যর্পিতানুভাববর্গস্তু[১৯] তদনুযায়ী। এবং দ্বয়প্রাধান্যে চোদাহার্যম্। কিন্তু সমপ্রাধান্য এব রসাস্বাদ-স্যোৎকর্ষঃ।

তচ্চ প্রবন্ধ এব ভবতি। বস্তুতস্তু দশরূপক এব। যদাহ বামনঃ — "সন্দর্ভেষু দশরূপকং শ্রেয়ঃ।" "তদ্ধি চিত্রং[২০] চিত্রপটবদ্বিশেষ-সাকল্যাৎ" ইতি।

১০ রা-ক, বি-সি : ব্যভিচারিগণঃ ॥ ১১ সু-দে : 'প্রধানতয়া' অনুল্লিখিত ॥ ১২ সু-দে : যদ্বিভাবা° ॥ ১৩ রা-ক, বি-সি : কালিদাসস্য ॥ ১৪ রা-ক : °মীক্ষিতুং ॥ ১৫ হে-চ : অনুল্লিখিত ॥ ১৬ রা-ক : প্রাধান্যাদি ; হে-চ : সৌন্দর্যাতিশয়কৃতাং প্রাধান্যাৎ ॥ ১৭ সু-দে : °কৃতাৎ ॥ ১৮ বি-সি : আত্তমাত্তম্ ॥ ১৯ সু-দে : °ভাবস্তু ॥ ২০ রা-ক, বি-সি : তদ্বিচিত্রং ॥

তদ্রূপসমর্পণয়া[২১] তু প্রবন্ধে ভাষাবেষপ্রবৃত্ত্যৌচিত্যাদিকল্পনাৎ[২২]। তদুপজীবনেন[২৩] মুক্তকে। তথা চ তত্র সহৃদয়াঃ পূর্বাপরমুচিতং পরিকল্প্য "ইদৃগত্রবক্তাস্মিন্নবসরে" ইত্যাদি বহুতরং পীঠবন্ধরূপং বিদধতে।

তেন যে কাব্যাভ্যাসপ্রাক্তনপুণ্যাদিহেতুবলাদিতি[২৪] সহৃদয়াস্তেষাং পরিমিতবিভাবাদ্যুন্মীলনেঽপি পরিস্ফুট এব সাক্ষাৎকারকল্পঃ[২৫] কাব্যার্থঃ স্ফুরতি। অত এব তেষাং কাব্যমেব প্রীতিব্যুৎপত্তিকৃদন-পেক্ষিতনাট্যমপি[২৬]। তেষামপি তু নাট্যং[২৭] 'নিপতিতাঃ স্ফুরিতাঃ শশিরশ্ময়ঃ' ইতি ন্যায়েন সুতরাং নির্মলীকরণম্। অহৃদয়ানাং চ তদেব নৈর্মল্যাধায়ি, যত্র পতিতা গীতবাদ্যগণিকাদয়ো ন ব্যসনিতায়ৈ পর্যবস্যন্তি নাট্যোপলক্ষণাৎ[২৮]।

তত্র চ নটো ধ্যায়িনামিব ধ্যানপদম্[২৯]। ন হি তত্র "অয়মেব-সিন্দূরাদিময়ো বাসুদেবঃ স্মরণীয়ঃ" ইতি[৩০] প্রতিপত্তিঃ। অপি তু তদুপায়দ্বারেণাতিস্ফুটীভূতসঙ্কল্পগোচরো দেবতাবিশেষো ধ্যায়িনাং ফলকৃৎ। তদ্বন্নটপ্রক্রিয়াদ্বারোদিতাতিস্ফুটাধ্যবসায়বিষয়িতো[৩১] নিয়তদেশকালাদ্যস্পৃষ্টনূতন[৩২] "অত[৩৩] ইদং ফলম্" ইতি বিধি-

২১ রা-ক: তদ্রূপরসচর্বণয়া; সু-দে: তদ্রূপসমর্পণায় ॥ ২২ হে-চ: ভাষাদিপ্রবৃত্তৌ° ॥ ২৩ হে-চ: তদ্রূপজীবনেন ॥ ২৪ বি-সি: °হেতুবলাদিভিঃ ॥ ২৫ সু-দে: °কল্পনঃ ॥ ২৬ সু-দে: প্রতীত্যুৎপত্তিকৃৎ° ॥ ২৭ বি-সি: নাট্যে ॥ ২৮ বি-সি: নিত্যোপকরণাৎ ॥ ২৯ সু-দে: ইদং ধ্যানপদম্ ॥ ৩০ সু-দে: 'ইতি' অনুল্লিখিত; বি-সি: ইতি স্মরণীয়ঃ ॥ ৩১ বি-সি: তদ্বন্নাট্য°; রা-ক: °বিষয়ীকৃতো; সু-দে: তদ্বন্নটপ্রক্রিয়া নাট্যোপ-লক্ষিতাতি° ॥ ৩২ রা-ক, বি-সি: 'নূতন' অনুল্লিখিত ॥ ৩৩ সু-দে: 'অত' অনুল্লিখিত ॥

স্থানীয়োঽর্থো ব্যুৎপত্তিং বিতরতি। যত্র দৃশ্যেঽভিনয়াদৌ[৩৪] চিত্ত-বৃত্ত্যাদৌ বা ন বাধকোদয়ঃ। সম্যগ্ জ্ঞানভূতং হ্যেবেদং পূর্ণম্। তেন রাম ইত্যেব প্রতীতিঃ, ন ত্বয়ং ন[৩৫] রামোঽন্যোঽয়মিতি।

৩৪। রা-ক : যুতে (যত্র) দৃশ্যা (দৃশ্যেঽ)ন্যনিয়মাদৌ ॥ ৩৫ রা-ক : (ন) ॥

অনুবাদ

এক

এইভাবে [পর্যায়-] ক্রমের হেতুটি বলার পর[১] [ভরত মুনি] রসের বিষয়ের লক্ষণসূত্রটি বলেছেন ঃ

"বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়।"[২]

ভট্টলোল্লট প্রভৃতিরা[৩] এইভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন ঃ বিভাব ইত্যাদির দ্বারা 'সংযোগ' অর্থাৎ স্থায়ীর সংযোগ ; এইভাবে রসের নিষ্পত্তি।[৪] এক্ষেত্রে বিভাব স্থায়ীরূপ চিত্তবৃত্তির কারণ। এবং অনুভাব বলতে এখানে রস থেকে জন্মানো অনুভাবগুলিকে বোঝাচ্ছেন না, কেননা রসের কারণ ব'লে তাদের গণ্য করা চলে না ; এরা হচ্ছে ভাবগুলিরই অনুভাব।[৫] আর, চিত্তবৃত্তির স্বভাবটি থাকা সত্ত্বেও যদিও ব্যভিচারীগুলি একই সময়ে স্থায়ীর সঙ্গে থাকে না, তবুও স্থায়ীটি যে বাসনারূপে থাকে, এখানে এইটিই বোঝাতে চেয়েছেন।[৬]

দৃষ্টান্তের ব্যঞ্জন প্রভৃতির মধ্যেও কোনোটি স্থায়ীর মতো বাসনারূপে, কোনোটি ব্যভিচারীর মতো উদ্ভূতরূপে থাকে। এইজন্যই বিভাব-অনুভাব ইত্যাদির দ্বারা পরিপুষ্ট স্থায়ীই রস। স্থায়ী নিজে কিন্তু অপরিপুষ্ট।[৭] রস উভয়ের মধ্যেই থাকে—মুখ্যরূপে রাম প্রভৃতি অনুকার্যে এবং রাম প্রভৃতির স্বরূপ বুঝতে পারার জন্য [গৌণরূপে] অনুকর্তা নটে।[৮]

আর, প্রাচীন আলঙ্কারিকদেরও এই একই মত।[৯] এই যেমন, দণ্ডীও তাঁর অলঙ্কারের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "[স্ব-] রূপের বাহুল্য ঘটলেই রতি শৃঙ্গার হ'য়ে ওঠে" এবং "চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠলে কোপ রৌদ্ররূপ লাভ করে," ইত্যাদি।[১০]

॥ টীকা ॥

১) ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম 'রসাধ্যায়'। ষষ্ঠ অধ্যায় সুরু হয়েছে পাঁচটি প্রশ্ন দিয়ে। আত্রেয় প্রভৃতি মুনিরা প্রশ্ন করেছেন : "যে রসা ইতি পঠ্যন্তে নাট্যে নাট্যবিচক্ষণৈঃ। রসত্বং কেন বৈ তেষামেতদাখ্যাতুমর্হসি॥ ভাবাশ্চৈব কথং প্রোক্তাঃ কিং বা তে ভাবয়ন্ত্যপি। সংগ্রহং কারিকাং চৈব নিরুক্তং চৈব তত্ত্বতঃ॥" রসের রসত্ব কেমন ক'রে হয়? কেন ভাব বলা হয়, তারা কি করে? সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্তের লক্ষণ কি কি?

এগুলির উত্তর দিতে গিয়ে ভরত প্রথমে ব্যাখ্যাপদ্ধতির ক্রমের কথা বলেছেন। তা হচ্ছে—উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষার ক্রম। এই ক্রম অনুসারেই শাস্ত্রের সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্ত ভেদ হয়েছে। ২৫-৩০ শ্লোকে সংক্ষিপ্ত লক্ষণ দিয়ে কয়েকটি সূত্রে ভরত নাট্যের উদ্দেশ করেছেন, এখন তাদের আরও বিস্তৃত লক্ষণ ও ভাষ্য ক'রে পরীক্ষা করতে চলেছেন। আগে তিনি রসের কথাই বলেছেন, কারণ, তাঁর মতে "রস ছাড়া কোন অর্থই প্রবর্তিত হয় না" ("ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে"—না-শা, ৬/৩১)। এইভাবে ক্রম-প্রসঙ্গের পর রসের আরও লক্ষণ দিয়ে বিভাবানুভাব ইত্যাদি সূত্রটি করেছেন।

২) না-শা, ৬/৩১। রসতত্ত্ব সম্পর্কে যা কিছু বিতর্ক তা ভরতের এই সূত্রটিকে কেন্দ্র ক'রে। যুগে যুগে ব্যাখ্যাকারগণ এই সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজ নিজ দর্শন অনুযায়ী যুক্তি উপস্থিত করেছেন এবং একে অন্যকে খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কেউ কখনো ভরতের সূত্রটিকে অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্ট বলেননি, কিংবা কেউ তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি।

রস শব্দটি পারিভাষিক। মূল অর্থ "আস্বাদন করা" ("রস্যতে ইতি রসঃ"—সা-দ, ১/৩ বৃ.)। নাট্যশাস্ত্রে রসের বিশিষ্ট প্রয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে : "....রস ইতি কঃ পদার্থঃ?...আস্বাদ্যত্বাৎ"—৬/৩১গ.। রস বলতে আস্বাদ এবং আস্বাদ্য উভয়কেই বোঝায়। ভরত আটটি রসকে স্বীকার করেছেন : শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয় জুগুপ্সা ও বিস্ময়—এই আটটি স্থায়ী ভাব বা চিত্তবৃত্তি যথাক্রমে

এদের ভিত্তি। শান্তকে অনেকে ভরত-স্বীকৃত রস ব'লে গণ্য করায় রসের সংখ্যা নয় (দ্রষ্টব্য : ৬ষ্ঠ পরিঃ, টীকা ৩১)। যে সমস্ত চিত্তবৃত্তি বা ভাবের স্থায়িত্ব ঘটে না, তাদের ব্যভিচারী বলা হয়। এরা স্থায়ী ভাবকে রসের অভিমুখে নিয়ে যায়। ভরতের মতে এদের সংখ্যা তেত্রিশটি। বিভাব শব্দটিও পারিভাষিক। "লোক-জগতে যা রতি প্রভৃতির উদ্বোধক তাই কাব্য ও নাট্যের বিভাব" ("রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ"—সা-দ, ৩/৩১)। ভরত বলেছেন : "বিভাবঃ কারণং নিমিত্তং হেতুরিতি পর্যায়াঃ"—না-শা, ৭/৩গ.। ভাবোদ্বোধের কারণই বিভাব, তাই বিভাব রসেরও কারণ। বিভাব দুই প্রকার—আলম্বন ও উদ্দীপন। যাকে বা যে-বস্তুকে অবলম্বন ক'রে ভাব জাগে তাকে আলম্বন বিভাব বলে। স্থান-কাল-পাত্রগত পরিবেশ এবং আলম্বনের অঙ্গভঙ্গিই উদ্দীপন বিভাব। অথবা, যা ভাব তথা রসকে উদ্দীপ্ত বা স্ফুট করে তাই উদ্দীপন বিভাব। উপযুক্ত বিভাব বা কারণের ফলে ভাব উদ্বুদ্ধ হ'লে বাইরে তার প্রকাশ ঘটে, এই প্রকাশকে লৌকিক জগতে কার্য বলে, কিন্তু কাব্য ও নাট্যের জগতে একে বলা হয় অনুভাব।

রসের সঙ্গে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারী এবং স্থায়ীর সম্পর্ক স্থাপনই রসতত্ত্বের মূল সমস্যা। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভরতের সূত্রটিতে স্থায়ীর কোনো উল্লেখ নেই।

৩) ভট্টলোল্লটের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো কিছু জানা যায় না। নাম থেকে মনে হয় তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী। তাঁর সম্পর্কে এইটুকু শুধু জোর ক'রে বলা যায় যে, তিনি শঙ্কুকের পূর্ববর্তী এবং উদ্ভটের পরবর্তী অথবা সমসাময়িক। উদ্ভটের আবির্ভাবকালের নিম্নতম সীমা ৮১৩ খ্রী. অ.। শঙ্কুক এবং উদ্ভট দুজনেই কাশ্মীরী। ক্ষেমরাজ 'স্পন্দনির্ণয়' এবং অভিনবগুপ্ত 'মালিনীবিজয়বার্তিক' গ্রন্থে এক ভট্টলোল্লটের উল্লেখ করেছেন, যিনি বসুগুপ্তের 'স্পন্দকারিকা' গ্রন্থের বৃত্তি লিখেছিলেন। এই ভট্টলোল্লট এবং নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার ভট্টলোল্লট যদি একই ব্যক্তি হন তাহলে তিনি অবন্তিবর্মন (৮৫৬-৮৩ খ্রী. অ.) অথবা পরবর্তী শঙ্করবর্মনের সমসাময়িক; এবং 'ভুবনাভ্যুদয়' কাব্যের কবি শঙ্কুক এবং নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যকার শঙ্কুক পৃথক ব্যক্তি। কারণ,

কল্‌হণের 'রাজতরঙ্গিণী' গ্রন্থে উল্লিখিত কবি শঙ্কুক অজিতপীড়ের সমসাময়িক। অজিতপীড়ের রাজত্বকাল নবম শতাব্দীর প্রথম দিক (দ্রষ্টব্য: আর-জি পাদটীকা, পৃঃ ৩০)।

ভট্টলোল্লট সমগ্র নাট্যশাস্ত্রের টীকা লিখেছিলেন কি না সন্দেহ আছে। তবে তিনি যে ৬ষ্ঠ, ১৩শ, ১৮শ, ২১ তি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের টীকা লিখেছিলেন তার প্রমাণ আছে। অভিনবগুপ্ত দশ বার তাঁর উল্লেখ করেছেন। মাণিক্যচন্দ্র সুরি 'কাব্যপ্রকাশ-সংকেত' টীকা গ্রন্থে ভট্টলোল্লটের গ্রন্থের নাম 'রসবিবরণ' ব'লে উল্লেখ করেছেন। সুরির গ্রন্থের রচনাকাল ১১৫৯-৬০ খ্রী.অ.। হেমচন্দ্র তাঁর 'কাব্যানুশাসন' গ্রন্থে (৫ ম. অ., পৃঃ ২৫৭) ভট্টলোল্লটের নামে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তাদের মধ্যে একটি অপরাজিতির রচনা ব'লে রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' (১/৯, পৃঃ ২২৩) গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, অন্যটিকে সোমেশ্বর তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ'-টীকাগ্রন্থে লোল্লটের রচনা ব'লে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নমিসাধু রুদ্রটের টীকা প্রসঙ্গে দ্বিতীয়টি উদ্ধৃত করলেও, কার রচনা তা বলেননি। শ্লোক দুটি আলোচ্য লোল্লটের রচনা কি না তাতে ডঃ সুশীল কুমার দে সন্দেহ পোষণ করেন (দ্রষ্টব্য : স্যানস্‌ক্রিট্ পোয়েটিক্‌স্, ১ম. ভাগ, পৃঃ ৩৭)। ভি, রাঘবন বলেন, অপরাজিতি ভট্টলোল্লটের নামান্তর (সাম্ কন্‌সেপ্ট্‌স্ অফ্ অলঙ্কারশাস্ত্র, পৃঃ ২০৭-৮)। লোল্লটের গ্রন্থের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। অভিনবগুপ্ত তাঁর মূল রচনা দেখেছিলেন কিনা তাতে সন্দেহ করা চলে। ভট্টলোল্লটের মত ব'লে তিনি যা উদ্ধৃত করেছেন তা সম্ভবত মূল গ্রন্থের অংশ নয়, তাঁর নিজের তৈরি সারাংশ। তিনি অন্যত্র ব্যাখ্যাকারদের এককভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এখানে উল্লেখ করেছেন 'ভট্টলোল্লট প্রভৃতিরা' ব'লে। মনে হয়, লোল্লটের অনেক আগে থেকেই এই ধরণের মত প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল। লোল্লট সাধারণভাবে স্বীকৃত মতটিকে ভরতের সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ ক'রে নাট্যরসের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাই এই মতটি লোল্লটের মত ব'লেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। লোল্লটের রসব্যাখ্যা থেকে মনে হয় তিনি ছিলেন মীমাংসক, তবে তিনি দীর্ঘব্যাপারবাদী ছিলেন কিনা তা স্পষ্ট ক'রে বলা কঠিন।

৪) ভট্টলোল্লটের মতে স্থায়ীভাবের সঙ্গে বিভাব-অনুভাব প্রভৃতি সংযুক্ত বা সম্পর্কিত হ'লেই রস নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ বিভাব প্রভৃতি কারণের ফলে স্থায়ীভাব রসে পরিণত হয়। তাই রসের নিষ্পত্তির অর্থ দাঁড়ায় রসের 'উৎপত্তি'; কারণরূপ বিভাব-অনুভাবের সংযোগে স্থায়ীভাবের কার্যরূপ রসপরিণতি।

৫) রসের উপলব্ধি ঘটলে তার কার্যস্বরূপ অনেক সময় দর্শকের স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি নানারকম শারীরিক বিকার দেখা দিতে পারে, এদের অনুভাব বলা চলে। কিন্তু লোল্লট বলতে চাইছেন, ভরতের সূত্রে উল্লিখিত অনুভাব বলতে রসজাত এই ধরণের অনুভাবগুলিকে বুঝলে চলবে না। কারণ, এরা রসের নিষ্পাদক নয়, নিষ্পন্ন রসের পরিণাম মাত্র। অনুভাব বলতে এখানে যারা ভাবের কার্যরূপে দেখা দেয় তাদের কথাই বুঝতে হবে। স্থায়ীভাবের কার্যই রসের একমাত্র কারণ হ'তে পারে।

৬) (ক) ব্যভিচারীভাব স্থায়ীর মতোই মূলত চিত্তবৃত্তি। স্থায়ীর সঙ্গে ব্যভিচারীর সংযোগ হয় মানলে উভয়ের একই সঙ্গে উপস্থিতি মানতে হয়। কিন্তু ন্যায় অনুসারে কখনও দুটি জ্ঞানের যুগপৎ উপস্থিতি সম্ভব নয় ("যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্‌")। এইজন্য লোল্লট বলতে চাইছেন, ব্যভিচারী ভাবের উপস্থিতির সময় স্থায়ী সূক্ষ্ম বাসনাকারে উপস্থিত থাকে।

(খ) বাসনা বলতে চিত্তবৃত্তির গূঢ়তম সংস্কার। বাসনা প্রাণী-সাধারণ, চিত্তের গভীরে বাসা বেঁধে থাকে। 'বাস্‌' ধাতুর অর্থ 'থাকা', আধুনিক 'বাসা' শব্দের অর্থ এই ধাতুর মূলগত অর্থ থেকে। জন্মসূত্রে ও অভিজ্ঞতার সূত্রে আহৃত সমস্ত অভিজ্ঞতার ছাপ মানুষের মনে থেকে যায়। তাদের নিয়েই মানুষের চিত্তলোক গঠিত। কোনো কারণ ঘটলেই তারা উদ্বুদ্ধ হয়। পূর্বাপর প্রসঙ্গ বজায় রেখে যারা উদ্বুদ্ধ হয় তাদের 'স্মৃতি' বলা হয়। কিন্তু উদ্বুদ্ধ হ'লেও যাদের প্রসঙ্গ স্মরণ করা সম্ভব হয় না, যারা অনেকখানি দেশকালাতীত, অবচেতন মনের বস্তু, তাদের বলা হয় 'সংস্কার'। আর একেবারে মনের গভীরে যারা থাকে, তারা সূক্ষ্মাকার, সংস্কারের গূঢ়তম বীজ। উদ্বোধের উপযুক্ত কারণ ঘটলে তারা জাগে, কিন্তু তারা যেন 'অবোধপূর্বম্‌', কোনো স্মৃতি, কোনো সংস্কারের প্রসঙ্গসূত্রে তাদের যেন বাঁধা যায় না। কিন্তু সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত ভাবনার মধ্যে তারাই অনুস্যূত থাকে; তারাই আবার মনকে 'ভাবিত', 'বাসিত',

'অনুরঞ্জিত' করে। তাদের জন্যই মনের 'ভাবন' বা 'বাসন' ক্রিয়া সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে তারাই 'ভাব'। কারণের বিভিন্নতার জন্য আবার তাদের থেকেই নানা রকম ভাবের উৎপত্তি হয়; এইসব ভাব স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এরা 'derived' বা উদ্ভূত ভাব। মূল ভাবটি প্রবল হ'লে এরা থাকে না, তিরোহিত হয়; তাই এদের ব্যভিচারী বা সঞ্চারী বলা হয়, আর মূলকে বলা হয় স্থায়ী। এই স্থায়ী সূক্ষ্ম বাসনাকারে থাকে; তাই স্থায়ী বাসনাস্বরূপ।

সাধারণভাবে সংস্কার ও বাসনাকে এক ক'রেই বর্ণনা করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুটিকে একই বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংস্কার হচ্ছে ইহ-জীবনের অভিজ্ঞতার ফল, আর বাসনা হচ্ছে জন্মসূত্রে লব্ধ জন্মান্তরের অভিজ্ঞতার ফল। "But saṁskāras are sub-conscious states which are being constantly generated by experience. Vāsanās are innate saṁskāras not acquired in this life."—সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, হিস্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি, ১ম. ভাগ, পৃঃ ২৬৩, পাদটীকা। সাধারণভাবে বাসনা ও সংস্কারকে এক ক'রে দেখা হয় ব'লেই এই পার্থক্যটি বোঝানোর জন্য সংস্কার বা বাসনার প্রাক্তনী ও ইদানীন্তনী ভাগ করা হয়। ভারতীয় মতে বাসনাই মানুষের জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ, তার যাবতীয় কর্ম ও জ্ঞানের ধারক। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের মতে বাসনার অর্থ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের instinct-এর মতোই, তবে তা ভ্রান্তিমূলক।

ভট্টলোল্লট বলতে চেয়েছেন, ভরত তাঁর সূত্রে স্থায়ীর সঙ্গে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর সংযোগই বোঝাতে চেয়েছেন। এখানে স্থায়ীর উল্লেখ নেই, আছে ব্যভিচারীর উল্লেখ। কিন্তু ব্যভিচারীর উপস্থিতির অর্থই হচ্ছে মূলীভূত বাসনাকার স্থায়ীরও উপস্থিতি।

৭) দৃষ্টান্ত বলতে ভরত এই সূত্রের প্রসঙ্গে রসনিষ্পত্তির যে সাদৃশ্যমূলক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ভরতের দৃষ্টান্তটি অন্নরসের। "যেমন, নানা ব্যঞ্জন, ঔষধি, দ্রব্য সংযোগে রসনিষ্পত্তি।" "যথা হি নানা ব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্যসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ"—না-শা, ৬/৩১ গ.। অভিনবগুপ্তের মতে, ব্যঞ্জন বলতে দই, কাঁজি ইত্যাদি যাদের তিক্ত, মধুর, অম্ল ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাদ আছে ("তিক্তমধুরচুক্রাদিভেদাদ্-

দধিকাঞ্জিকাদি") ; ওষধি বলতে চিঞ্চা, গম পেষা হলুদ ইত্যাদি ("ওষধয়শ্চিঞ্চা-গোধূমদলহরিদ্রাদয়") ; আর, দ্রব্য বলতে গুড় ইত্যাদি ("দ্রব্যং গুড়াদি")। এরাই সংযুক্ত হ'লে ষাড়বাদি রস উৎপন্ন হয়।

ভট্টলোল্লটের বক্তব্য এইরকম : এরা পরস্পর সংযুক্ত হ'লেই রস নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু তখন আস্বাদের মধ্যে মধুর, অম্ল, তিক্ত ইত্যাদি মূল স্বাদের কোনোটি সূক্ষ্মাকারে থাকে, কোনোটি বা মূল থেকে আহৃত উদ্ভূতরূপে দেখা দেয়। সূক্ষ্মাকার মূল স্বাদটি বাসনারূপ স্থায়ীভাবের মতো, আর উদ্ভূত স্বাদগুলি ব্যভিচারীর মতো। বিভিন্ন বস্তু এবং উদ্ভূত স্বাদগুলি মূল স্বাদকেই পরিপুষ্ট করে এবং এই পরিপুষ্ট স্বাদই রস। প্রকৃতপক্ষে মূল স্বাদই রস, অন্য বস্তু এবং উদ্ভূত স্বাদগুলি তাকে পরিপুষ্টি দান করে মাত্র। রসীকরণ বলতে এই মূল স্বাদের পরিপুষ্টিকরণ। ঠিক এই রকম বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাব বাসনাকারে স্থিত স্থায়ীভাবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে পরিপুষ্টি ঘটালেই রস হয়। স্থায়ী নিজে পুষ্ট নয়, তা নিছক ভাবাকার ; উপযুক্ত কারণ দিয়ে, সমুচিত কার্য দিয়ে, সজাতীয় ভাব দিয়ে তাকে পরিপুষ্ট করলেই তা আস্বাদ্য হয় এবং তাকে তাই রস বলা হয়।

ভট্টলোল্লটের ব্যাখ্যানুসারে রস ও স্থায়ীভাবের স্বরূপের ভিন্নতা নেই. কেবল অবস্থার হেরফের মাত্র। এবং যেহেতু স্থায়ীভাব বাসনারূপে বর্তমান থাকে, সেইহেতু তা পূর্বসিদ্ধ। 'সংযোগে'র অর্থ দাঁড়ায় সম্বন্ধ, 'নিষ্পত্তি'র অর্থ কার্য বা উৎপত্তি। স্থায়ীভাব ও বিভাবের মধ্যে উৎপাদ্য-উৎপাদক সম্বন্ধ, স্থায়ীভাব ও অনুভাবের মধ্যে জনক-জন্য সম্বন্ধ, আর স্থায়ীভাব ও ব্যভিচারীর মধ্যে পোষ্য-পোষক সম্বন্ধ।

কিন্তু মম্মটভট্ট 'ভট্টলোল্লট প্রভৃতির' মতের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন : "....কটাক্ষ, ভুজাক্ষেপ ইত্যাদি অনুভাবরূপ কার্যের ফলে স্থায়ীভাব প্রতীতিযোগ্য হয়.... ; "....অনুভাবৈঃ কটাক্ষভুজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যকৃতঃ...." কা-প্র, ৪র্থ উ.। তার অর্থ, স্থায়ীভাব ও অনুভাবের মধ্যে গম্য-গমকসম্বন্ধ। মম্মট ভট্টলোল্লটের মত ব'লে তাঁর গ্রন্থে যা উদ্ধৃত করেছেন তার সঙ্গে অভিনবগুপ্তের উদ্ধৃতির পার্থক্য সুস্পষ্ট। মম্মট ব্যাখ্যাত স্থায়ীর সঙ্গে

অনুভাবের সম্বন্ধটি 'অভিনবভারতী' থেকে সমর্থিত হয় না। বরং লোল্লট 'অনুভাব' শব্দে আদৌ 'ভাবের কার্য অনুভাব'কে বুঝিয়েছেন কি না সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। মূলের যে অংশে অনুভাবের উল্লেখ আছে, সেই অংশের অন্বয় অন্যভাবেও করা যেতে পারে। যেমন : "অনুভাবাশ্চ ন রসজন্যা অত্র বিবক্ষিতা, তেষাং রসকারণত্বেন গণনানর্হত্বাৎ। অপিতু ভাবানামেব। যেহনুভাবাঃ ব্যভিচারিণশ্চ" ইত্যাদি। সু-দে, রা-ক এবং হে-চ-তে এইরকম অন্বয়ই করা হয়েছে। এই অন্বয় অনুসারে লোল্লটের বক্তব্য দাঁড়ায় এইরকম : অনুভাব রসের কারণ হ'তে পারে না, তারা রসের কার্য। তাই কারণের মধ্যে তাদের ধরা হয় না; বরং ব্যভিচারী ভাবেরাই রসের কারণ হ'তে পারে। প্রথমে বিভাব স্থায়ীভাবকে উৎপন্ন করে, তারপর ব্যভিচারী স্থায়ীর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে তাকে পুষ্টি দান করে। সূত্রের 'অনুভাব' শব্দে তাই 'ভাব' বুঝতে হয় এবং 'ব্যভিচারী' শব্দকে তার বিশেষণ ব'লে গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে ব্যাখ্যা করলে, সূত্রের অর্থ দাঁড়ায় : বিভাব, তারপর ব্যভিচারী ভাবের স্থায়ীর সঙ্গে সংযোগে রস উৎপন্ন হয় (দ্রষ্টব্য : সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কাব্যবিচার, পৃঃ ৭১-৭২)।

৮) ভট্টলোল্লটের মতে রসের মুখ্য আশ্রয় অনুকার্য পাত্র-পাত্রী। স্থায়ী ভাবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে। কারণ, যে স্থায়ীভাব উৎপন্ন হয় তা ঐতিহাসিক পাত্র-পাত্রীর পক্ষেই সম্ভব। অনুকার্যই রসের প্রকৃত আশ্রয়। নট বা অনুকর্তা এই পাত্র-পাত্রীর অনুকরণ করে মাত্র। কিন্তু এই অনুকর্তার মধ্য দিয়েই পাত্র-পাত্রীর স্বরূপটি বুঝতে পারা যায়, তাই অনুকর্তাকে অনুকার্য ব'লে মনে হয়। আর এই জন্য অনুকার্যের রসকে অনুকর্তার মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু অনুকর্তার মধ্যে রসের অস্তিত্ব মুখ্য বা প্রকৃত নয়। অনুকর্তা রসের গৌণ আশ্রয়। অনুকর্তার মধ্য দিয়ে অনুকার্যের রসই দর্শকের নিকট প্রতীত হয়।

লোল্লটের রসনিষ্পত্তির এই ব্যাখ্যা অনুসারে রসের আশ্রয়ত্বের দিক থেকে দর্শকের হৃদয়-সংবাদের কোনো স্থান নেই, দর্শক নিরপেক্ষ অনুমানকর্তা মাত্র।

৯) অভিনবগুপ্তের মতে রস সম্পর্কে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ধারণা ছিল ভট্টলোল্লটের মতোই। কিন্তু তিনি দণ্ডী ছাড়া অন্য কারুর দৃষ্টান্ত দেননি। বহুবচন ব্যবহার করায় স্বভাবতই অন্যদের প্রসঙ্গও এসে পড়ে। প্রথমেই প্রসঙ্গ

ওঠে ভামহের। ভামহ শৃঙ্গার ও অন্যান্য নাট্যরস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন ব'লেই মনে হয়। কিন্তু তিনি যে রসের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তার কোনো প্রমাণ মেলে না। পারিভাষিক অর্থে তিনি কোথাও বিভাব-অনুভাব শব্দগুলি প্রয়োগ করেননি। ভামহ রসকে অলঙ্কারের মধ্যে গণ্য করেছেন।

ভামহের অনুবর্তী উদ্ভটের সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে নাট্যরসগুলি সম্পর্কে তাঁর পরিচয় আরও ব্যাপক ছিল; আটটি রস ছাড়া শান্তরস সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি বিভাব, স্থায়ী, সঞ্চারী ইত্যাদি শব্দগুলি পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভামহের মতোই রসের স্বরূপবিচার সম্পর্কে তাঁর মতামত জানা যায় না। অভিনবগুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ১০ম কারিকার টীকায় নটগত রসানুভূতি সম্পর্কে উদ্ভটপন্থীদের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন এবং বলেছেন যে এঁদের মত লোল্লট মানেন না। এই উদ্ভট এবং মম্মটভট্ট-শার্ঙ্গদেব কথিত নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার উদ্ভট কি একই ব্যক্তি? তা যদি হয়, তাহলে তাঁর মত ভট্টলোল্লটের অনুরূপ হ'তে পারে না।

১০) দণ্ডী (৮ম শতাব্দীর প্রথমভাগ) নাট্যশাস্ত্রে স্বীকৃত আটটি রসের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি রসকে অলঙ্কাররূপে গণ্য করলেও রসের গুরুত্ব সম্পর্কে ভামহের চেয়ে বেশি সচেতন ছিলেন। শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও করুণকে তিনি বিভিন্ন অলঙ্কারের দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করেছেন। তবে ভামহের মতো তিনিও বিভাব-অনুভাব ইত্যাদি শব্দগুলিকে পরিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেননি।

অভিনবগুপ্তের উদ্ধৃতি দুইটি রসবৎ-অলঙ্কার প্রসঙ্গে (কা-দ, ২/২৮২, ২৮৩) দণ্ডীর উক্তি। এই উক্তি দুইটি থেকে খুব স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না রসের উৎপত্তি সম্পর্কে দণ্ডীর মতটি ঠিক কি ছিল। তবে অভিনবগুপ্তের অভিমত স্বীকার ক'রে নিলে '(স্ব-) রূপের বাহুল্য ঘটা' এবং 'চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠা' বলতে অবশ্যই 'বিভাব ইত্যাদির সংযোগে স্থায়ীর উপচয় বা পরিপুষ্টি হওয়া' বুঝতে হবে। *প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশও বাখ্যা করেছেন: "স্বরূপের বাহুল্য হচ্ছে বিভাব-অনুভাব-* ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা পরিপুষ্টি, তার যোগে অর্থাৎ সম্বন্ধের ফলে"; এবং "চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে বলতে বিভাব প্রভৃতির দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে।" "রূপস্য স্বরূপস্য বাহুল্যং বিভাবানুভাবব্যভিচারিভিঃ পরিপোষঃ, তস্য যোগেন সম্বন্ধেন"; "পরাং কোটীমারুহ্য বিভাবাদিভিঃ পরিপুষ্টিং প্রাপ্য"—কা-দ, পৃঃ ২৪৯-৫০।

দুই

শ্রীশঙ্কুক[১] বলেন, এই [ব্যাখ্যা] ঠিক নয়।

তার কারণ, বিভাব ইত্যাদির [সং-] যোগ না হ'লে স্থায়ীকে অনুমান করার হেতুচিহ্নের অভাব ঘটে, তাই স্থায়ীকে বুঝতে পারা যায় না ; তা যদি হ'ত, তাহলে আগে [স্থায়ী] ভাবগুলির কথা বলা হ'ত।[২] [স্থায়ীভাব] আগে থেকেই আছে মেনে নিলে অন্য লক্ষণ করা অর্থহীন।

তার কারণ, তাহলে মন্দ,-তর,-তম, মধ্যম ইত্যাদি অনন্ত ভেদ হ'তে থাকবে। হাস্যরসের ছয়টি ভেদও থাকবে না।[৩] কামের দশ দশায় অসংখ্য রস ও ভাবের প্রসঙ্গ এসে পড়বে।[৪] শোকের প্রাথমিক তীব্রতা কালক্রমে ক্ষীণ মনে হবে ; অমর্ষ, স্থৈর্য ও সেবার ব্যতিক্রমে ক্রোধ, উৎসাহ ও রতির হ্রাস দেখা দেবে ;[৫] —এইরকম সব বিপর্যয় চোখে পড়বে।

এই জন্যই, রস হচ্ছে মুখ্য রাম প্রভৃতির স্থায়ীর অনুকরণ হ'য়ে ওঠা স্থায়ী ভাব। বিভাব নামে কারণ, অনুভাবরূপ কার্য এবং সহচারীরূপ ব্যভিচারীর সাহায্যে—চেষ্টার্জিত হওয়ায় কৃত্রিম হ'লেও কৃত্রিম ব'লে মনে হয় না এমন হেতুচিহ্নের সামর্থ্যে—ওই স্থায়ী-ভাবকে অনুকর্তার মধ্যে আছে ব'লেই বোধ হয় ; এর স্বরূপই হচ্ছে অনুকরণ, তাই রস এই ভিন্ন নামে বোঝাতে হয়।[৬]

বিভাবগুলি কাব্যের শক্তিতেই বুঝে নেওয়া যায়।[৭] অনু-ভাবগুলিকে বুঝে নেওয়া যায় শিক্ষার ফলে। কৃত্রিম অনুভাব-

গুলিকে [নট] নিজের মত ক'রে দেখানোর ফলে ব্যভিচারীগুলিকে বুঝে নেওয়া যায়।[৮] কিন্তু কাব্যের শক্তিতেও স্থায়ীকে বুঝে নেওয়া যায় না। 'রতি', 'শোক' ইত্যাদি শব্দ 'রতি' ইত্যাদির আভিধানিক অর্থই বোঝাতে পারে। কিন্তু তাদের বাচিক অভিনয়ের স্বরূপটি বোঝাতে পারে না।[৯]

বাক্-ই বাচিক [অভিনয়] নয়, বরং তা দিয়ে সম্পন্ন হয়; যেমন, অঙ্গ দিয়ে আঙ্গিক [অভিনয় সম্পন্ন হয়]।[১০]

এইজন্যই—

> "অতি বিশাল, অগাধ ও অন্তহীন হওয়া সত্ত্বেও বাড়বাগ্নি যেমন সমুদ্রকে, ক্রোধও তেমনি শোককে শুকিয়ে ফেলে।"[১১]

কিংবা—

> "শোকে তিনি পাথর হ'য়ে গেলেন, ঠিক সেই ভাবেই রইলেন; শোকে সচিবদের কান্না বেড়ে গেল; তাঁরা ভয় পেলেন, পাছে তাঁর বুক ফেটে যায়; তাঁকে কাঁদতে অনুনয় করতে লাগলেন।"[১১]

—এই গুলিতে শোক একটুও অভিনেয় হ'য়ে ওঠেনি, অভিধেয় হ'য়েই আছে।

> "আঁকতে গিয়ে আমার গায়ে চোখের জলের কয়েকটা ফোঁটা পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন তার হাতের ছোঁয়ায় ঘাম ফুটে উঠেছে।"[১২]

—এই বাক্যটি কিন্তু নিজের অভিধাগত অর্থ বুঝিয়েও উদয়নের স্বাভাবিক সুখরূপ রতি স্থায়ীভাবটিকে অভিনেয় ক'রে তুলেছে, বাচ্য ক'রে রাখেনি। প্রতীতি ঘটানোর শক্তিই অভিনয়-ক্রিয়া; তা বাচ্য ক'রে তোলার শক্তি থেকে পৃথক্।[১৩] আর, এইজন্য সূত্রে

'স্থায়ী' শব্দটি—এমনকি ভিন্ন বিভক্তি যুক্ত ক'রেও—প্রয়োগ করা হয়নি।[১৪]

এই জন্যই, যে-রতিকে অনুকরণ ক'রে তোলা হয় তা-ই হচ্ছে শৃঙ্গার: রতিই এর রূপ এবং রতিই এর জন্ম দেয়—একথা যুক্তি-সঙ্গতই।[১৫]

মিথ্যাজ্ঞান থেকেও অর্থক্রিয়া দেখা যায়।

> "মণি ও প্রদীপের আলো-কে মণি ভেবে দুই জন ছুটে গেলে, মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিন্ন হ'লেও অর্থক্রিয়ার ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন।"[১৬]

তা ছাড়া, এক্ষেত্রে নটই সুখী এই বোধ হয় না[১৭]; এ রাম নয় এবং এ সুখীও নয়, এই রকমও হয় না[১৮]; এ রাম, না কি, রাম নয়?—এই রকমও হয় না[১৯]; এ রামের মতো, এই রকমও হয় না[২০]। বরং সম্যক্-মিথ্যা-সংশয়-সাদৃশ্য ইত্যাদি প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র[২১]—আঁকা ঘোড়া ইত্যাদির ছবি দেখলে যেমন হয়,[২২] ঠিক তেমন ভাবেই—'যে-রাম সুখী এই সে' এই রকম প্রতীতি হয়[২৩]। তাই তিনি বলেছেন:

> "কোনো সন্দেহ, কোনো তত্ত্ব, কোনো ভ্রান্তি জাগে না: ও-ই এ, আবার ও-ই এ-ও নয়, এইরকম জ্ঞানও হয়। বিরুদ্ধ-বুদ্ধি মিলিত থাকার ফলে যার চাঞ্চল্য বিচার করাই যায় না, সেই স্ফুরিত অনুভবকে কোন যুক্তি দিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য করা চলে?"[২৪]

॥ টীকা ॥

১) ভট্টলোল্লটের প্রতিবাদী শঙ্কুকের আবির্ভাবকালও সঠিক জানা যায় না। একাধিক সংস্কৃত সংকলনগ্রন্থে শঙ্কুকের নামাঙ্কিত শ্লোক স্থান পেয়েছে।

কল্‌হণও 'ভুবনাভ্যুদয়' কাব্যের কবি এক শঙ্কুকের উল্লেখ করেছেন (রাজতরঙ্গিণী, ৪/৭০৩-৫)। ইনি কাশ্মীররাজ অজিতপীড়ের সমকালীন। এই কবি শঙ্কুক এবং আলোচ্য শঙ্কুক একই ব্যক্তি কিনা তাতে সন্দেহ আছে।

'অভিনবভারতী'তে শঙ্কুকের নাম পনরো বার উল্লিখিত হয়েছে। তিনি সমগ্র 'নাট্যশাস্ত্রে'র টীকা লিখেছিলেন ব'লে মনে হয়। তাঁর টীকাগ্রন্থের নাম কি ছিল জানা যায় না।

২) অভিনবগুপ্ত নিজে ভট্টলোল্লটের মত খণ্ডন করেননি, শঙ্কুকের যুক্তিই উপস্থিত করেছেন।

লোল্লটের মতে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারীভাবের স্থায়ীর সঙ্গে সংযোগ ঘটে ; সুতরাং স্থায়ীভাব আগে থেকেই আছে মেনে নিতে হয়। কিন্তু স্থায়ী চিত্তবৃত্তি, তা আগে থেকে থাকতে পারে না। তাই তার সঙ্গে সংযোগও হ'তে পারে না। বিভাব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে স্থায়ীকে অনুমান করতে হয়। বিভাব ইত্যাদি ব্যতিরেকে স্থায়ীকে জানাই যায় না। তাদের 'সংযোগ' না ঘটলে স্থায়ীর অনুমান সম্ভব নয়। কারণ যে-হেতুচিহ্ন বা লিঙ্গের অভাবে অনুমান সম্ভব নয়, এরা সংযুক্ত হ'য়ে সেই হেতুচিহ্ন বা লিঙ্গের কাজটি সম্পন্ন করে। স্থায়ীভাব যদি আগে থেকেই থাকে, তাহলে ভরতের পক্ষে আগে ভাবের কথা ব'লে পরে রসের কথা বলাটাই সঙ্গত হ'ত। কিন্তু তিনি আগে রসের আলোচনা ক'রে (না-শা, ৬ষ্ঠ অ.) পরে ভাবগুলির সম্পর্কে (না-শা, ৭ম অ.) আলোচনা করেছেন।

৩) স্থায়ীভাবের পরিপুষ্ট অবস্থাকে যদি রস মানা হয়, তাহলে স্থায়ীর পরিপুষ্টির ন্যূনতা ও আধিক্যের জন্য রসেরও ন্যূনতা ও আধিক্য স্বীকার করতে হবে। স্থায়ীর পরিপুষ্ট অবস্থার অসংখ্য ভেদ হ'তে পারে ; তাই রসেরও অসংখ্য ভেদ মানতে হবে। তা যদি মানা হয়, তাহলে হাস্যরসেরও অসংখ্য ভেদ স্বীকার করতে হবে। ভরত হাস্যরসের মাত্র ছয়টি ভেদই নির্দিষ্ট করেছেন। ভরতের মতে প্রকৃতিভেদে হাস্যরসের ছয়টি ভেদ এই : উত্তম—স্মিত, হসিত ; মধ্যম—হসিত, বিহসিত ; অধম—অপহসিত, অতিহসিত (না-শা, ৬/৫২)।

৪) ভরত কামের দশটি দশা নির্দিষ্ট করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে : অভিলাষ, অর্থচিন্তা, অনুস্মৃতি, গুণকীর্তন, উদ্বেগ, বিলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি,

জড়তা এবং মরণ। এই দশটি দশা সকলেই মেনে নিয়েছেন। গ্রন্থভেদে কেবল কয়েকটি নামের ঈষৎ পার্থক্য। দ্রষ্টব্য : দ-রূ, ৪/৫১-৫৩ ; সা-দ, ৩/১৯২। এই দশটি দশা বা অবস্থা নির্দিষ্ট হয়েছে উত্তরোত্তর গাঢ়তার মাত্রাভেদ বা তারতম্যের ভিত্তিতে। স্থায়ীকে রস মানলে কামের এই অবস্থা ভেদে রসেরও ভেদ মানতে হবে এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য রস ও ভাবের প্রসঙ্গ এসে পড়ায় দশের সীমাও ছাড়িয়ে যাবে।

৫) স্থায়ীর পরিপুষ্টিকে রস মানলে করুণকে রস মানা চলে না। কারণ, রসের স্থায়ীভাব শোকের স্বভাব এই রকম যে প্রাথমিক পর্যায়েই তার তীব্রতা থাকে, তারপর ক্রমশ সেই তীব্রতা হ্রাস পায়। তাই শোকের তথাকথিত পরিপুষ্টির অবকাশ ঘটাই সম্ভব নয় ; এইজন্য তার রসপরিণতিও সম্ভব নয়। আর, এইরকম ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে করুণরসের আস্বাদ তীব্র হবে এবং তারপর ক্রমশ মন্দীভূত হবে—যা রসের ব্যাপারে ভাবাই চলে না। এইরকম ক্রোধ, উৎসাহ, রতি ইত্যাদি স্থায়ীভাবের ক্ষেত্রেও যখনই কোনো ব্যভিচারী ভাবের অভাব ঘটবে কিংবা কোনো একটি নতুন ব্যভিচারীভাবের আবির্ভাব হবে তখনই রসের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটবে।

এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, শঙ্কুক 'স্থৈর্য' ও 'সেবা'কে ব্যভিচারী ভাব বলেছেন। কিন্তু ভরত স্বীকৃত ব্যভিচারীর তালিকায় তারা অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্রষ্টব্য : ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, টীকা ৪৭।

৬) শঙ্কুকের মতে অনুকার্যের স্থায়ীভাব রস হ'তে পারে না। স্থায়ী ভাবটি বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর সংযোগে অনুমান করা হয় এবং এই অনুমিত স্থায়ীভাব অনুকর্তা বা নটের মধ্যে আছে ব'লে বোধ জন্মায়। অনুকর্তাগত ওই অনুমিত স্থায়ীভাবটি স্থায়ীভাব থেকে পৃথক, স্থায়ীর অনুকরণ। যাকে রস বলা হয় তা হচ্ছে এই অনুকৃত স্থায়ীভাব। অনুমান করতে যে হেতুচিহ্নের প্রয়োজন হয়, কারণ-কার্য-সহকারী-স্বরূপ বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী সেই প্রয়োজনটি সিদ্ধ করে। শঙ্কুকের মতে অনুমিত স্থায়ীভাবের আশ্রয় হচ্ছে নট। স্থায়ীভাব অনুমানের লিঙ্গগুলি প্রকৃতপক্ষে অনুকার্যের, নট সেগুলি অনুকরণ করে মাত্র, তাই নটের পক্ষে সেগুলি কৃত্রিম। কিন্তু কৃত্রিম লিঙ্গের জ্ঞানে অনুকর্তায় প্রত্যক্ষ অনুমান কি সম্ভব? শঙ্কুকের মতে সম্ভব এইজন্য যে,

সেগুলিকে কৃত্রিম ব'লে দর্শকের কখনো মনে হয় না, সেগুলিকে অনুকর্তার ব'লেই মনে হয়। তাই স্থায়ীভাবের আশ্রয় মুখ্যত অনুকার্য হ'লেও অনুকর্তাকেই আশ্রয় করে ব'লে অনুমানটি সিদ্ধ। অনুকর্তার মধ্যে স্থায়ীভাবের অনুমান অনুকরণ ব্যতীত সম্ভব হ'তে পারে না। আর এইভাবে অনুকৃত হ'লেই স্থায়ী-ভাবের আস্বাদ্যতা ঘটে, তাই স্থায়ী থেকে তাকে পৃথক্ ক'রে বোঝানোর জন্য পৃথক্ নাম দিতে হয়। শঙ্কুকের মতে তাই রসের সঙ্গে বিভাব ইত্যাদির অনুমাপ্য-অনুমাপক সম্পর্ক এবং 'নিষ্পত্তি'র অর্থ 'অনুমিতি'।

৭) অনুকার্য নায়ক-নায়িকা—যেমন রাম-সীতা—তাদের পরিবেশ ইত্যাদি সমস্ত বিভাবের উল্লেখ নাটকের কাব্য-অংশে অর্থাৎ শব্দার্থের মধ্যেই থাকে।

৮) ভাব জাগলে যে সমস্ত বিকার বা অনুভাব সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক—যেমন, রতির ক্ষেত্রে কটাক্ষ, রোমাঞ্চ ইত্যাদি—সেগুলি নট নিজস্ব দক্ষতা শিক্ষা, অভ্যাসের ফলে সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তোলে। তাই সেগুলি বুঝতে কোনো বাধা ঘটে না। স্থায়ীভাবের সঙ্গে যে সহচারী ভাবগুলি—যেমন, রতির ক্ষেত্রে লজ্জা, হর্ষ, ইত্যাদি—থাকা স্বাভাবিক সেগুলি বুঝতেও অসুবিধা হয় না, কারণ নট নিজের মত ক'রে ব্যভিচারী ভাবের উপযুক্ত অনুভাবগুলি ফুটিয়ে তোলে। নটের পক্ষে এই অনুভাবগুলি কৃত্রিম হ'লেও তা মনে হয় না।

৯) স্থায়ীকে শব্দার্থের মধ্য দিয়ে জানা কিংবা জানানো যায় না। 'রতি', 'শোক' ইত্যাদি স্থায়ী-বাচক শব্দ থেকে স্থায়ীর যে জ্ঞান হয় তা পরোক্ষ জ্ঞান। স্থায়ীর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পক্ষে তাকে 'অভিনীত' হ'তে হবে। শঙ্কুকের মতে স্থায়ী অভিধেয় বা সশব্দবাচ্য নয়, অভিনেয়।

১০) অভিনয় চার প্রকার: আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। "আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা। চত্বারোঽভিনয়া হ্যেতে বিজ্ঞেয়া নাট্যসংশ্রয়াঃ॥"—না-শা, ৬/২৩। শঙ্কুক বলতে চাইছেন—অঙ্গভঙ্গি যেমন অভিনয়ের উপায় মাত্র, শব্দার্থও তাই। শুধু শব্দার্থ বা বাচ্য দিয়ে স্থায়ীভাবকে প্রত্যক্ষ জানা যায় না।

১১) শ্লোক দুটির রচনাকার এবং আকর-গ্রন্থ অজ্ঞাত। দুটি শ্লোকেই 'শোক' শব্দে উল্লিখিত।

১২) শ্রীহর্ষ, 'রত্নাবলী', ২য় অঙ্ক। নায়িকা সাগরিকার অঙ্কিত চিত্র দেখে নায়ক উদয়নের উক্তি।

১৩) তৃতীয় শ্লোকটিতে 'রতি' স্থায়ীভাব প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য হ'য়ে উঠেছে; শ্লোকে কোথাও 'রতি' শব্দে উল্লিখিত হয়নি; অথচ শ্লোকের শব্দগুলি নিজেদের অভিধাগত অর্থ বুঝিয়েও স্থায়ীর বোধ জাগিয়ে তুলছে, কেবল অভিধাগত অর্থেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। শঙ্কুকের মতে এইটিই হচ্ছে অভিনয় বা অভিনয়-ক্রিয়া, যার অর্থ, প্রত্যক্ষ প্রতীতিযোগ্য ক'রে তোলা। এখানে শঙ্কুক শব্দার্থের অভিনেয়তা বলতে যা বোঝাতে চাইছেন তা অনেকটা 'ব্যঞ্জনা'র মতোই।

১৪) বিভাব ইত্যাদি থেকে স্থায়ীর স্বরূপ পৃথক্। 'স্থায়ী' অভিধেয় নয়, অভিনেয়, বিভাব ইত্যাদির সাহায্যে অনুমেয়। তাই বিভাব ইত্যাদির সঙ্গে ভরতের সূত্রে 'স্থায়ী' উল্লিখিত হয় নি। লোল্লট সূত্রের ব্যাখ্যায় স্থায়ী পদটিকে বিভাব ইত্যাদির বিভক্তি থেকে পৃথক্ ষষ্ঠী বিভক্তি যুক্ত ক'রে সূত্রে যুক্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু শঙ্কুকের মতে তা সঙ্গত নয়।

অথবা, শঙ্কুকের মতে বিভাব ইত্যাদির দ্বারা স্থায়ী অনুমিত হয় এবং তাই রস। সমাস ভেঙ্গে সূত্রটির অর্থ এইরকম দাঁড় করাতে হয়: বিভাবানুভাব ব্যভিচারিভ্যঃ স্থায়িণঃ সংযোগাৎ—অনুমানাৎ, রসস্য নিষ্পত্তিঃ—অনুমানজন্য প্রতীতিঃ। এক্ষেত্রে স্থায়ীর বিভক্তি বিভাবাদির বিভক্তি থেকে পৃথকই হয়। কিন্তু এভাবেও তিনি প্রয়োগ করেননি। দ্রষ্টব্য: কে, সি, পাণ্ডে—কম্পারেটিভ ইস্থেটিক্স্, ১ম ভাগ, পৃঃ ৫৯।

১৫) বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর সংযোগে যে স্থায়ীভাব অনুমিত হয় তা স্থায়ীর অনুকরণ। এই অনুকৃত স্থায়ীই রস। এইজন্য স্থায়ীভাব এবং রস একদিকে যেমন অভিন্ন, অন্যদিকে তেমন স্থায়ীভাবই এর কারণ। রস অনুকরণাত্মক: এই হচ্ছে শঙ্কুকের মুখ্য বক্তব্য। কিন্তু মম্মটভট্টের গ্রন্থে এবং পরবর্তীকালের আলোচনায় (কা-প্র, ৪ উ. পৃঃ ৮৯-৯০; র-গ, ১মা.) শঙ্কুকের মতের এই দিকটি স্পষ্ট হয়নি।

১৬) যে স্থায়ীভাবকে দর্শক নটের মধ্যে অনুমান করে তার বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই। নট স্থায়ীভাবটি অনুকরণ করে মাত্র। তাই দর্শকের

অনুমিত স্থায়ীভাবের জ্ঞানটি মিথ্যাজ্ঞান, প্রামাণিক জ্ঞান নয়। কিন্তু মিথ্যা-জ্ঞান থেকে কি প্রামাণিক রসানুভূতি সম্ভব? তার উত্তরে শঙ্কুকের যুক্তি: কোনো জ্ঞান ভ্রান্ত হ'লেও তা থেকে যদি ব্যবহারিক জগতে অর্থক্রিয়ার বা প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যাঘাত না ঘটে, তাহলে ওই জ্ঞানকে ভ্রান্তি বলা চলে না। এক্ষেত্রে ভ্রান্তি হ'লেও তা 'সংবাদী', 'বিসংবাদী' নয়। তাই তার প্রামাণিকতা অনস্বীকার্য। ধর্মকীর্তি বলেছেন: "ভ্রান্তিরপি সম্বন্ধতঃ প্রমা।" ব্যবহারিক ফল লাভের দিক থেকে বিচার করলে ভ্রান্তিও প্রমাণ। এখানে উদ্ধৃত শ্লোকটিও ধর্মকীর্তির (প্রমাণবার্তিক, ২য়); মহিমভট্ট তাঁর 'ব্যক্তিবিবেক' গ্রন্থেও এইটি উদ্ধৃত করেছেন।

দূরে একটি মণি ও একটি প্রদীপ আছে, দূর থেকে তাদের আলোই শুধু দেখা যাচ্ছে। দুজন লোক দূর থেকে দুটিকেই মণি ভেবে হস্তগত করতে ছুটে গেল। এক্ষেত্রে তারা দুজনেই ভ্রান্ত। কাছে গিয়ে দেখল, যাদের মণি ভাবা হয়েছে তারা মণির আলো এবং প্রদীপের আলো। কিন্তু তাদের একজন মণি পেল, অন্য জন নিরাশ হ'ল। মণিলাভকারীর ভ্রান্তি সত্ত্বেও অর্থক্রিয়াত্ব ঘটল, তাই তার জ্ঞানটি মিথ্যা নয়, অন্য জনের ক্ষেত্রে জ্ঞানটি অবশ্যই ভ্রান্তি। বাস্তব জগতের মিথ্যাজ্ঞানেও যদি এইরকম অর্থক্রিয়াত্ব থাকা সম্ভব হয়, তাহলে চিত্র ও নাট্যের অনুকৃতি জ্ঞানে অর্থক্রিয়াত্ব থাকাটা আরও বেশি সম্ভব। নটে স্থায়ীর অনুমান যদি ভ্রান্তিও হয়, তাহলেও অর্থক্রিয়ার বিচারে তা প্রামাণিক; কারণ ভ্রান্তি সত্ত্বেও দর্শকের মনে যে আনন্দ জাগে তার অপহ্নব করা যায় না। বাস্তববিচারে অনুমানটি যতই মিথ্যা ব'লে বিবেচিত হ'ক না কেন, শিল্পের জগতে ওই মিথ্যা-জ্ঞান থেকেই প্রত্যক্ষ রসোদ্বোধ হ'য়ে থাকে।

১৭) অর্থাৎ, নটই রাম, এই বোধ হয় না, প্রকৃত সুখ রামের পক্ষেই সম্ভব; নটকে সুখী মনে করা অর্থ, নটকেই রামরূপে সম্যক্ বা নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান।

১৮) এই নটই যে রাম নয়, এই রকম নিষেধাত্মক জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ, নটকে রাম মনে করাটা মিথ্যাজ্ঞান নয়। এটি মিথ্যাজ্ঞান নয় এইজন্য যে, 'নট রাম নয়' এইরকম পরবর্তী কোন সম্যক্-জ্ঞানের দ্বারা পূর্ববর্তী জ্ঞানটি বাধিত হয় না। শুক্তিতে রজতজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান, কারণ, পরবর্তী প্রকৃত রজতজ্ঞান পূর্ববর্তী জ্ঞানটির বাধক হ'য়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে তেমন কোনো কিছু হয় না।

১৯) সংশয়াত্মকজ্ঞান।

২০) ঔপম্যমূলক সাদৃশ্যজ্ঞান।

২১) লৌকিক জ্ঞান এই চার প্রকারের। নটে রামের জ্ঞান এই চার-প্রকার জ্ঞান থেকে পৃথক্। এবং এইজন্য তা স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

২২) 'চিত্রতুরগন্যায়'। শঙ্কুকের মতে: আঁকা ঘোড়ার ছবি দেখলে যে জ্ঞান হয়, এক্ষেত্রেও সেই জ্ঞান হয়। ছবিতে আঁকা ঘোড়ার জ্ঞান সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় ও সাদৃশ্যজ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র। আঁকা ঘোড়া দেখলে তাকে ঘোড়া ব'লেই মনে হয়, অথচ তাকে সত্য ঘোড়াও বলা যায় না। তাকে ঘোড়া ব'লেও মনে হয়, ঘোড়া নয় বলেও মনে হয়। এক্ষেত্রে ঘোড়ার জ্ঞানটি সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়।

এখানে লক্ষণীয় এই যে, শঙ্কুক প্রতীতিযোগ্য অনুকরণাত্মক স্থায়ী ভাবের যে সার্থক দৃষ্টান্তটি ('আঁকতে গিয়ে আমার গায়ে' ইত্যাদি, পৃঃ ৫১) দিয়েছেন, তা একটি চিত্রেরই।

২৩) অর্থাৎ, এ রাম ও বটে, নটও বটে।

২৪) শঙ্কুকের মতে এরকম ক্ষেত্রে বিরুদ্ধজ্ঞান মিশ্রিত থাকলেও একটি অপরটিকে খণ্ডন করে না। অর্থাৎ, দুটি জ্ঞানই অবিরোধে অবস্থান করে। এবং এই অখণ্ডিত জ্ঞানটি রসিকের অনুভবসিদ্ধ। এটি এক নতুন বোধের স্ফুরণ, তাই এ স্ফুরিত অনুভব। বাস্তব যুক্তিতে এই অনুভবের স্বরূপ বোঝা না গেলেও, একে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

তিন

আমার পূজনীয় উপাধ্যায়[১] বলেন, এই মত অন্তঃসারশূন্য, সমালোচনায় টেকে না। এই যেমন, রস অনুকরণস্বরূপ এই যা বলা হয়, তা কি ১) সামাজিকের প্রতীতির দিক থেকে, না, ২) নটের দিকে থেকে? না কি, ৩) যাঁরা বস্তুর স্বরূপ বিচার করেন সেইসব ব্যাখ্যাতাদের মনের দিক থেকে? কারণ, বলাই আছেঃ "ব্যাখ্যাতারা বস্তুত এইভাবেই বিচার ক'রে থাকেন।[২] অথবা, ৪) ভরতমুনির বক্তব্য অনুসারে?

১) প্রথম বক্তব্যটি অসঙ্গত। প্রমাণের সাহায্যে কোনো কিছু উপলব্ধ হ'লেই তাকে অনুকরণ বলা চলে। যেমন, 'এইভাবেই অমুক মদ খায়' ব'লে দেখালে, এখানে দুধ-খাওয়াকে মদ-খাওয়ার অনুকরণরূপে প্রত্যক্ষ দেখেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এখানে নটের মধ্যে কি উপলব্ধ হয় যাকে অনুকরণ ব'লে মনে হয়? এইটি ভেবে দেখতে হবে। তার দেহ, দেহলগ্ন মুকুট ইত্যাদি, তার রোমাঞ্চ, গদ্‌গদ কণ্ঠস্বর ইত্যাদি, তার হাত নাড়া, হাতের ভঙ্গি ইত্যাদি এবং ভ্রূক্ষেপ, কটাক্ষ ইত্যাদি কারুর কাছে চিত্তবৃত্তিস্বভাব রতির অনুকরণরূপে ধরা পড়ে না। তার কারণ, তারা জড়, পৃথক্ ইন্দ্রিয় দিয়ে তাদের বুঝতে হয়, তাদের আশ্রয় পৃথক্, আর

এইভাবে তারা অত্যন্ত স্বতন্ত্র।[৩] মুখ্য ও অমুখ্য দুইটিকে বোঝার পরই, এ যে ওর অনুকরণ, তা ধরা পড়ে। এবং রামের নিজস্ব রতিকে আগে কেউ উপলব্ধি করেছে এমন কোনো কেউ থাকতে পারে না।[৪]

'নট রামের অনুকরণ করে'—এই প্রবাদটিও এর ফলে বাতিল হ'য়ে যায়।[৫]

যদি একথা বলা হয়ঃ নটের স্বভাবিক চিত্তবৃত্তিই প্রতীত হওয়ার পর রতির অনুকৃতি শৃঙ্গার;[৬] তাহলে, তা কোন রূপে প্রতীত হয়, তা ভেবে দেখতে হবে।

নিশ্চয়ই উত্তর হবে ঃ সুন্দরী রমণী প্রভৃতি কারণ, কটাক্ষ ইত্যাদি কার্য এবং ধৃতি ইত্যাদি সহচারীর ইঙ্গিতের সাহায্যে কার্যরূপে, কারণরূপে এবং সহচারীরূপে যে লৌকিক চিত্তবৃত্তি প্রতীতিযোগ্য হয়, ঠিক সেইরূপেই নটের ওই চিত্তবৃত্তি প্রতীত হয়।

হায় রে, তাহলে তো ওই [চিত্তবৃত্তি] রতিরূপেই প্রতীত হবে; রতির অনুকরণত্বের যুক্তি তো প'ড়েই রইল।[৭]

নিশ্চয়ই উত্তর হবে ঃ ওই বিভাব প্রভৃতি অনুকার্যের পক্ষে প্রকৃত, কিন্তু এখানে অনুকর্তার পক্ষে তা নয়—এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য।[৮] বেশ, তাই না হয় হ'ল। কিন্তু ওই বিভাব প্রভৃতি ওই [অনুকর্তার রতির] প্রকৃত কারণ, কার্য ও সহচারীস্বরূপ যদি নাও হয়, তারা কাব্যের এবং শিক্ষার শক্তিতে গ'ড়ে ওঠায় যদি কৃত্রিমও হয়, সামাজিকেরা তাদের কৃত্রিম ব'লে মনে করেন, কি করেন না? যদি করেন, তাহলে তাদের সাহায্যে কি ক'রে রতির প্রতীতি হবে?[৯]

নিশ্চয়ই উত্তর হবে ঃ ঠিক এইজন্যই তো যা প্রতীত হয় তা রতির অনুকরণ, [এবং তারা] ওই অনুকরণ-বোধের কারণ।

পৃথক্ কারণ থেকে উৎপন্ন [একই রকম] কার্যে প্রকৃত জ্ঞান থাকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে অন্য বস্তুর অনুমান করাই সঙ্গত। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কিন্তু যে কারণটি অতি পরিচিত তারই [অনুমান সঙ্গত]। যেমন, বিশেষ ধরণের বিচ্ছু দেখে [অভিজ্ঞ ব্যক্তির] গোবরেরই অনুমান; বিচ্ছুর [অনুমান] একেবারেই মিথ্যাজ্ঞান।[১০]

যেখানে লিঙ্গ-জ্ঞানই মিথ্যা, সেখানে তার আভাসের অনুমানও অসঙ্গত। ধোঁয়া ব'লে মনে হ'লেও, এমন কি অনুকৃতির প্রতিভাসের লিঙ্গ ব'লে বুঝলেও, মেঘ থেকে [আগুনের] অনুমান সঙ্গত হ'তে পারে না। ধোঁয়ার অনুকৃতি ব'লে মনে হওয়ায় কুয়াশা থেকে আগুনের অনুকৃতি জবাফুলের স্তূপের প্রতীতি হ'তে পারে না।[১১]

উত্তরে হয়ত বলা হবে: নিজে ক্রুদ্ধ না হ'লেও নটকে তো ক্রুদ্ধই মনে হয়।

তা ঠিক। ক্রুদ্ধের সদৃশ মনে হয়। এবং এই সাদৃশ্য ভ্রূকুটি ইত্যাদির জন্য। যেমন, মুখ ইত্যাদির জন্য নীল গাইয়ের সঙ্গে গরুর সাদৃশ্য। কোনো অনুকৃতি এই ধরণের হয় না এবং অনুকৃতিতে সামাজিকের এই সাদৃশ্যের বোধও থাকে না।[১২] আর, নট সম্পর্কে সামাজিকের প্রতীতি ভাবশূন্য নয় এই তো বলা হ'য়ে থাকে, এখন আবার সেই [স্থায়ীর] অনুকৃতির প্রতিভাস হয় ব'ললে বক্তব্য একেবারেই যুক্তিহীন হ'য়ে পড়ে।[১৩]

আরও বলা হয়েছে: 'এই [নট] রাম'—এই প্রতীতি হয় যদি তখনকার ওই [প্রতীতি] নিশ্চিত হয়, তাহলে পরবর্তী কালে বাধকের বাধা না ঘটলে কেন তা প্রকৃত জ্ঞান হবে না, অথবা, বাধকের বাধা থাকলে কেন মিথ্যা জ্ঞান হবে না। আর, এ ক্ষেত্রে,

বাধকের উপস্থিতি না ঘটলেও বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা জ্ঞান হবে। এই জন্যই 'বিরুদ্ধবুদ্ধি মিলিত থাকার ফলে' কথাটি অসঙ্গত।[১৪] এই [নট] রাম, এই বোধ অন্য নটেও থাকবে। আর তারই ফলে [রামের] রামত্ব [রামের] সামান্য রূপে পর্যবসিত হবে।[১৫]

আরও যে বলা হয়েছেঃ 'কাব্যের শক্তিতেই বিভাবগুলি জানতে পারা যায়,' তাও কিন্তু বোঝা দুষ্কর। 'এই সীতা আমার' —এইরকম একান্ত নিজের ব'লে নটের কোনো প্রতীতি হয় না।[১৬] সামাজিকের প্রতীতিযোগ্য ক'রে তোলাকেই যদি এই 'জানতে পারা' বলা হয়, তাহলে তো স্থায়ীভাবে আরও বেশি বেশি 'জানতে পারা' সম্ভব হবে। কেননা, তার মুখ্যতার জন্যই তো 'এই [নটে] ওই [স্থায়ীভাব] আছে, সামাজিকের এই প্রতীতি হয়।[১৭]

কিন্তু তিনি বাক্ ও বাচিকের ভেদটি কি তার উপর বিশেষ জোর দিয়ে অভিনয়ের স্বরূপ সম্পর্কে যে বিশ্লেষণটি করেছেন, তা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ; অবসর মতো পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করব।[১৮]

এইজন্যই, সামাজিকের প্রতীতির দিকে থেকে, স্থায়ীর অনুকরণ রস একথা বলা অনুচিত।

২) 'আমি রামকে অথবা তার চিত্তবৃত্তিকে অনুকরণ করছি' —আর, নটেও এইরকম প্রতীতি হয় না। যে সদৃশকরণকে অনুকরণ বলা হয়, স্বরূপের উপলব্ধি না হ'লে তা করা সম্ভব নয়।[১৯] যদি পশ্চাৎকরণই অনুকরণ হয়, তাহলে তো দৈনন্দিন জীবনেও অনুকরণ বস্তুটি আছে বলতে হবে।[২০]

যদি বলা হয়ঃ [নট] কোনো [ব্যক্তির] অনুকরণ নয়, বরং কোনো উত্তম প্রকৃতির [ব্যক্তির] শোকের অনুকরণ করে ; তাহলে, কি দিয়ে [অনুকরণ করে], তা ভাবতে হবে। নিশ্চয়ই

শোক দিয়ে নয়, কারণ, [নটের তো] শোক নেই।[২১] অশ্রুপাত ইত্যাদি দিয়েও নিশ্চয়ই শোকের অনুকরণ হবে না; কারণ, আগেই বলা হয়েছে, তাদের লক্ষণ পৃথক্।

যদি বলা হয়ঃ 'উত্তম প্রকৃতির [ব্যক্তির] শোকের যে অনুভাবগুলি, তাদেরই অনুকরণ করছি'—নটের এই প্রতীতি তো হ'তে পারে? তাহলেও প্রশ্ন ঃ কোন উত্তম প্রকৃতির [ব্যক্তির]?

যদি উত্তর হয় ঃ যে-কোনো এক [উত্তম প্রকৃতির ব্যক্তির]; তাহলে, বিশিষ্টতা ছাড়া সে কি ক'রে বুদ্ধিগোচর হ'তে পারে?[২২]

যদি বলা হয় ঃ 'যে এইরকম ক'রে কাঁদে, [তারই অনুকরণ করছি]'; তাহলে, [তার] মধ্যে নটের নিজেরই অনুপ্রবেশ ঘ'টে যাবে, তার ফলে অনুকার্য-অনুকর্তার সম্পর্কটি নষ্ট হবে।[২৩]

তাছাড়া, শিক্ষা, নিজের বিভাবের স্মরণ, চিত্তবৃত্তির সাধারণী ভাবের ফলে হৃদয়সংবাদ[২৪]—এদের সাহায্যে, কেবলমাত্র অনুভাবগুলি দেখিয়ে, সুষ্ঠু স্বরভঙ্গি ইত্যাদি উপকরণের সহযোগে কাব্য আবৃত্তি ক'রে নট ব্যাপারটি সম্পন্ন করে। তার প্রতীতি শুধুমাত্র এইগুলিতেই থাকে, অনুকৃতির বোধটি তার থাকে না। রামের ক্রিয়া-কলাপের অনুকৃতি প্রেমিকের বেশভূষার অনুকৃতির মতোই নয়। আর, এই সবই তো আমি প্রথম অধ্যায়ে দেখিয়েছি।[২৫]

৩) বস্তুর স্বরূপের দিক থেকেও তার অনুকৃতি সম্ভব নয়।[২৬] কারণ, যে বস্তুর উপলব্ধি নেই, তার স্বরূপত্বই সিদ্ধ নয়। বস্তুর স্বরূপটি কি, তা পরে দেখাব।

৪) 'স্থায়ীর অনুকরণ রস'—[ভরত] মুনির এই ধরনের কোনো উক্তিও কোথাও নেই। এই সম্পর্কে মুনির কোনো ইঙ্গিতও মেলে না। বরং, ধ্রুবাগান ও তালের বৈচিত্র্য, লাস্যের অঙ্গগুলির

উপজীব্য বিষয়ের নিরূপণ[২৭] ইত্যাদিতে বিপরীত ইঙ্গিতই যে আছে[২৮], তা সন্ধির অঙ্গ-ভেদ[২৯] অধ্যায়ের শেষে বিস্তারিত বলব। 'সপ্তদ্বীপের অনুকরণ' ইত্যাদির ব্যাখ্যা অন্য ভাবেও হ'তে পারে।[৩০] একে অনুকরণ মানলে প্রিয়তমের বেশ আর গতির অনুকরণ প্রভৃতিতে অন্য নামকরণ কেমন ক'রে হবে?[৩১]

আর যে বলা হয়ঃ হরিতাল ইত্যাদি রঙ্ দিয়ে সংযোজিত হয় ব'লেই এটি গরু ইত্যাদি;—এক্ষেত্রে, 'সংযোজিত হয়' বলতে যদি 'অভিব্যঞ্জিত হয়' অর্থ বোঝানো হ'য়ে থাকে, তাহলে তাও ভুল। সিঁদুর ইত্যাদি দিয়ে প্রদীপ ইত্যাদির মতো গরু অভিব্যঞ্জিত হয় না; কিন্তু তারই মতো একটি বিশেষ 'সমূহ' রচিত হয়। এইভাবেই, গরুর অবয়ব সন্নিবেশের মতো বিশিষ্ট সন্নিবেশ-রূপে বর্তমান সিঁদুর ইত্যাদি 'এটি গরুর মতো' এই প্রতীতির বস্তু হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এইভাবে, বিভাব ইত্যাদির 'সমূহ' রতির মতো ব'লে প্রতীতিগোচর হয় না।[৩২] এইজন্যই, ভাবের অনুকরণ রস, একথা বলা ভুল।

সুখদুঃখ উৎপন্ন করার শক্তিসম্পন্ন বিষয়গুলির সমগ্রতা বাহ্যই; সাংখ্যের এই মতানুসারে রস সুখদুঃখাত্মক। আর, ওই সমগ্রতায় বিভাবগুলি দলস্থানীয়, অনুভাব ও ব্যভিচারীগুলি সংস্কারক;[৩৩] স্থায়ীভাবগুলির জন্ম কিন্তু ওই সমগ্রতা থেকে; তারা আন্তর এবং সুখদুঃখাত্মক।[৩৪]—একথা যিনি বলেছেন, তিনি "স্থায়ীভাবগুলিকে রসত্ব লাভ করাবো" এই উক্তিতে গৌণ অর্থ আরোপ করতে গিয়ে নিজেই মূল গ্রন্থের সঙ্গে বিরোধটি বুঝতে পেরেছেন[৩৫] এবং দোষ খুঁজে বার করার মূর্খতা থেকে বিচক্ষণদের বাঁচিয়েই দিয়েছেন। এর সম্পর্কে আর কি বলব! বরং [রস] প্রতীতি সম্পর্কে অন্যান্য যে দুরূহ প্রসঙ্গগুলি আছে, এবার তাদের কিছু আলোচনা করা যাক।

অভিনবগুপ্তের

॥ টীকা ॥

১) হেমচন্দ্র উপাধ্যায়ের স্থানে ভট্টতোতের উল্লেখ করেছেন (কা-অ, ২য় অ. বিবেক, পৃঃ ৭০)। মূলে বহুবচন আছে।

ভট্টতোত বা তৌত ছিলেন অভিনবগুপ্তের নাট্য অথবা কাব্য-গুরু। ভট্টতোত 'কাব্যকৌতুক' নামে কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং অভিনবগুপ্ত 'বিবরণ' নামে তার টীকা লিখেছিলেন। কিন্তু মূলগ্রন্থ ও টীকা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

অভিনবগুপ্ত ভট্টতোতের যুক্তি দিয়ে শঙ্কুকের মত খণ্ডন করেছেন। রসের স্বরূপ যে অনুকরণ নয় তাই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়।

২) উক্তিটি ধর্মকীর্তির। 'প্রমাণবার্তিক' থেকে গৃহীত। সম্পূর্ণ উক্তিটি এই: "ব্যাখ্যাতারাই বস্তুত এইভাবে বিচার ক'রে থাকেন, ব্যবহর্তারা নন। তাঁরা অর্থক্রিয়াযোগকে স্বালম্বন মনে ক'রে দৃশ্য এবং বিকল্পকে এক ক'রে ব্যবহার করেন।" "ব্যাখ্যাতারঃ খল্বেবম্ বিবেচয়ন্তি ন ব্যবহর্তারঃ। তে তু স্বালম্বনমেবার্থক্রিয়াযোগ্যং মন্যমানা দৃশ্যবিকল্প্যাবর্থাবেকীকৃত্য প্রবর্তন্তে।" ব্যাখ্যাতা অর্থে যাঁরা নিরপেক্ষভাবে বস্তুর স্বরূপ বিচার করেন, অর্থাৎ critic।

৩) নটের দেহ, মুকুট ইত্যাদি নিছক জড় বস্তু; এদের সবকটিই হয় চক্ষু কিংবা কর্ণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; এদের সকলেই নটের দেহাশ্রয়ী এবং বাহ্যিক। কিন্তু রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব অ-জড়; সম্পূর্ণ মনোগ্রাহ্য এবং মনআশ্রয়ী। এদের পার্থক্যটি মূলগত। এদের মধ্যে রতি অনুপস্থিত; তাই দর্শকের চোখে স্থায়ীর অনুকরণ ব'লে কিছু ধরা পড়ে না। বাহ্য বেশভূষা, অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর দিয়ে আন্তর চিত্তবৃত্তির অনুকরণ কখনো সম্ভব নয়।

৪) কোনো কিছুর অনুকরণের ক্ষেত্রে অনুকার্য এবং অনুকৃত—দুইটির সম্পর্কেই জ্ঞান থাকা চাই; অনুকার্য হচ্ছে মুখ্য, তাকেই অনুকরণ করা হয়। মুখ্য বস্তুর অনুকরণ ব'লে যা প্রতীত হয় তা গৌণ। যদি প্রথমটির জ্ঞানই না থাকে তাহলে নট তার অনুকরণ কি ক'রে করবে এবং দর্শকেরা তাকে অনুকরণ ব'লে কি ক'রে বুঝবে? রামের চিত্তবৃত্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এমন কেউ থাকতে পারে না। তাই দর্শকেরা কখনো মনে করতে পারে না যে নটের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রামের স্থায়ী ভাবই অনুকৃত হয়।

৫) রামের স্থায়ীর অনুকরণ করাই যখন সম্ভব নয়, তখন নট রামের অনুকরণ করে বলাটাই যুক্তিহীন।

৬) অর্থাৎ, রামের চিত্তবৃত্তি নয়, নটের চিত্তবৃত্তিই অনুকরণরূপে দর্শকের কাছে ধরা পড়ে।

৭) এই প্রতীতি সোজাসুজি লৌকিক প্রতীতি, বাস্তবে যেমনটি হ'য়ে থাকে; তা স্থায়ীভাবই, শৃঙ্গার রস নয়। এক্ষেত্রে স্থায়ীভাবের অনুকৃতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

৮) উত্তরের তাৎপর্য এই: সীতা, তার কটাক্ষ ইত্যাদি বিভাব রামের রতি উদ্বোধের হেতু, তাই তারা রামের পক্ষে প্রকৃত। রামের দিক থেকে অনুমান করলে স্থায়ীভাব নিঃসন্দেহে লৌকিক। কিন্তু সীতা ইত্যাদি কারণ নটের পক্ষে অপ্রকৃত বা কৃত্রিম; অথচ নটের স্থায়ী অনুমানের তারাই হেতু। এক্ষেত্রে অপ্রকৃত বা কৃত্রিম হেতু থেকে যে স্থায়ীর অনুমান হয়, তাও তাই লৌকিক নয়। আর নটের মধ্যে অনুমিত এই অলৌকিক স্থায়ীই হচ্ছে স্থায়ীর অনুকৃতি।

৯) বিভাব প্রভৃতিকে দর্শকেরা কৃত্রিম মনে করলে স্থায়ীর প্রতীতি হ'তেই পারে না: কারণ কৃত্রিম হেতুচিহ্নের সাহায্যে অকৃত্রিম স্থায়ীর অনুমান হওয়া সম্ভব নয়। বিভাব প্রভৃতিকে প্রকৃত মনে করলে তো স্থায়ীর অনুকৃতির কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

১০) যুক্তিটি এই রকম: দুই জাতের বিচ্ছু আছে; একজাতের বিচ্ছু বিচ্ছু থেকেই জন্মায়, অপর জাতের বিচ্ছু গোবর থেকে জন্মায়। কিন্তু দেখতে এক রকম হ'লেও দুই জাতের বিচ্ছুর মধ্যে পার্থক্য আছে, যে পার্থক্য দেখে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাদের উৎপত্তির কারণ অনুমান করতে পারে। এই রকম একই ধরণের কার্য থেকে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথক কারণের অনুমান করতে পারে। তাই এইভাবেই কৃত্রিম বিভাব ইত্যাদি থেকে কৃত্রিম স্থায়ীভাবের অনুমান অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব।

১১) কিন্তু এক্ষেত্রে পূর্বোক্ত যুক্তিটি খাটে না। একই রকমের কার্য থেকে পৃথক্ কারণের অনুমান সেক্ষেত্রেই সম্ভব, যেক্ষেত্রে প্রকৃত কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে; যেমন আছে বিচ্ছু ও গোবরের মধ্যে। কিন্তু যেখানে অনুরূপ কার্যের

এবং অনুরূপ কারণের মধ্যে প্রকৃত কার্য-কারণ সম্পর্কটি নেই, সেখানে অনুমান সম্ভব নয়। জবাফুলের স্তূপ দেখতে আগুনের মতো, কুয়াসাও দেখতে ধোঁয়ার মতো। কিন্তু কুয়াসাকে মেঘ মনে ক'রে কারুর পক্ষে তা থেকে জবার স্তূপের অনুমান সম্ভব নয়। সেইরকম কৃত্রিম বিভাব ইত্যাদির জ্ঞান থেকে স্থায়ীভাবের অনুকৃতির অনুমান সম্ভব নয়।

১২) সামাজিকের মনে অনুকার্য ও অনুকৃতের কোন সাদৃশ্যবোধ—যেমন, নট রামের মতো—জাগে না।

১৩) নটের রতিবৃত্তিকে দর্শক অনুমান করলেও দর্শকের নিজের চিত্তেও ওই স্থায়ীভাবের প্রতীতি হয়। এ সম্পর্কে মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু যদি বলা হয় সামাজিকের মনে যার প্রতীতি হয় তা স্থায়ীভাব নয়, স্থায়ীভাবের অনুকরণ, অর্থাৎ প্রকৃত নয় অনুকরণ, তাহলে নিঃসন্দেহে যুক্তিবিরুদ্ধ হয়।

১৪) শঙ্কুক বলেছেন অনুকর্তায় অনুকার্যবোধটি লৌকিক চতুর্বিধ জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র। এখানে তা অস্বীকার করা হচ্ছে। অনুকর্তায় অনুকার্য জ্ঞান হয় সম্যক্, নতুবা মিথ্যা হ'তে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যাজ্ঞানই; কারণ শঙ্কুকের মতে রসের স্বরূপ হচ্ছে অনুকরণ; তার অর্থ তা প্রকৃত নয়, অ-প্রকৃত। তাই শঙ্কুকের উক্তি অনুযায়ী বিরুদ্ধবুদ্ধি অর্থাৎ অনুকার্যবুদ্ধি ও অনুকর্তাবুদ্ধি মিশ্রিত (পৃঃ ৫২) থাকা সম্ভব নয়।

১৫) অনুকর্তায় যদি অনুকার্যের বোধ হয় তাহলে যে-কোনো অনুকর্তায় ওই একই অনুকার্যের বোধ হবে। তাহলে অনুকার্য অর্থাৎ রাম প্রভৃতি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সাধারণ বা সামান্য বোধমাত্র হ'য়ে দাঁড়াবে।

১৬) কাব্যের শব্দ-অর্থ থেকে রামের শৃঙ্গার রসের বিভাব সীতা প্রভৃতি যে-বিভাবাদির জ্ঞান নটের হয়, তাকে সে নিজের ব'লে মনে করে না।

১৭) যদি বলা হয়, নটের জন্য নয়, কাব্যের শক্তিতে বিভাবাদিকে সামাজিকের প্রতীতিযোগ্য ক'রে তোলা হয়; তাহলে সহজেই প্রশ্ন হবে, কাব্যের শক্তিতে যদি সামাজিকের বিভাবাদির প্রতীতিযোগ্যতা ঘটে, তাহলে তো বিভাবাদির চেয়ে রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাবের বিষয়েই প্রতীতিযোগ্যতা অনেক বেশি ঘটবে। তার কারণ, দর্শক নটকে যখন রাম ব'লে মনে করে, তখন প্রকৃতপক্ষে রামগত রতি ইত্যাদি স্থায়ীভাব নটের উৎপন্ন হয়েছে (অর্থাৎ স্থায়ীর

মুখ্যতার জন্যই)—দর্শকের এইরকম প্রতীতি হয়ে থাকে। "নট সম্পর্কে সামাজিকের প্রতীতি (স্থায়ী-) ভাবশূন্য নয়।" তাই যা জানতে পারা যায় তা স্থায়ীই ; এবং এই প্রতীত স্থায়ী স্থায়ীর অনুকরণ নয়।

১৮) দ্রষ্টব্য : পৃঃ ৫১। এ সম্পর্কে অভিনবগুপ্তের কোনো আলোচনার সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

১৯) কোনো কিছুর অনুরূপ কার্যকে অনুকরণ বলে ; অনুকার্যের জ্ঞান না থাকলে দর্শকের পক্ষে যেমন অনুকরণ-জ্ঞান হ'তে পারে না, তেমনি নটের পক্ষেও অনুকরণ করা সম্ভব নয়। দ্রষ্টব্য : টীকা ৪। তুঃ "অনুকরণ বলতে সদৃশকরণ। কার সদৃশকরণ ? রাম:প্রভৃতির হ'তে পারে না, কেননা তার সদৃশকার্যত্ব (=অনুকার্যত্ব) নেই।" "অনুকার ইতি হি সদৃশকরণম্। তৎ কস্য ? ন তাবৎদ্রামাদেঃ, তস্যানকুার্যত্বাৎ"—অ-ভা, ১/১০৩।

২০) পশ্চাৎকরণকেই—অর্থাৎ কেউ কোনো কিছু করার পর সেইটি কেউ আবার ক'রে দেখানোকেই—যদি অনুকরণ বলা হয়, তাহলে সেইরকম অনুকরণ হামেশাই বাস্তবে ঘটা সম্ভব। এবং সেইজন্য লৌকিক ব্যাপারেও অনুকরণ তথা রস সম্ভব।

২১) তুঃ "নট নিজের শোককে রামের শোকের মতো ক'রে প্রকাশ করে না। কেননা নটের মধ্যে শোক একেবারেই থাকে না ; যদি থাকে, তাহলেও তার অনুকরণ সম্ভব নয়।" "ন হি নটো রামসদৃশং স্বাত্মনঃ শোকং করোতি। সর্বস্যৈব তস্য তত্রাভাবাৎ। ভাবে বাঽননুকারত্বাৎ"—অ-ভা, ১/১০৩।

২২) এক্ষেত্রে রামের বোধ হ'তে পারে না, কারণ রাম নির্বিশেষ ব্যক্তি নয়।

২৩) অর্থাৎ, তাহলে নিজে কেঁদে নটকে নিজেরই অনুকরণ ক'রে দেখাতে হবে এবং নটকে সত্যি সত্যি শোকার্ত হ'তে হবে। তাহলে অনুকার্য অনুকর্তা সম্পর্কটি থাকে না।

২৪) বিভাব ইত্যাদি দেশ-কালে পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ ; অভিনয়ের মধ্য দিয়ে তারা দেশ-কালের গণ্ডিমুক্ত হ'য়ে সাধারণরূপে (universal) প্রতীত হয়। এবং তারই ফলে অনুকার্যের চিত্তবৃত্তিকে নিজের ব'লেই মনে হয়।

২৫) (ক) প্রেমবশত প্রিয়জনের বেশভূষা, অঙ্গভঙ্গির অনুকরণ অপর প্রিয়জন ক'রে থাকে। নটের পক্ষে রামের অনুকরণ, সে ধরণের অনুকরণ নয়। পূর্বোক্ত অনুকরণের আলঙ্কারিক নাম 'লীলা'। "প্রীতিবশত দেহ, বেশভূষা ও প্রেমালাপের সাহায্যে প্রিয়তমের অনুকরণকেই লীলা বলা হয়।" "অঙ্গৈর্বেশৈরলঙ্কারৈঃ প্রেমাভির্বচনৈরপি। প্রীতিপ্রযোজিতৈর্লীলাং প্রিয়স্যানুকৃতিং বিদুঃ॥"—সা-দ, ৩/১১২। দ্রষ্টব্য: দ-রূ ২/৬০। 'লীলা' নায়িকার স্বভাবজাত সাত্ত্বিক অলঙ্কার।

(খ) ভরত 'অনুকরণ' এবং 'অনুকীর্তন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু অভিনবগুপ্তের মতে তাদের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে অনুকরণকে এক ধরণের 'অনুব্যবসায়' অর্থে বুঝতে হবে। "তদিদমনুকীর্তনমনুব্যবসায়বিশেষো বা নাট্যাপরপর্যায়ো নানুকার ইতি ভ্রমিতব্যম্"—অ-ভা, ১ অ.। অনুব্যবসায় বলতে বাস্তবের দেশকালাতীত সাধারণরূপে পশ্চাৎ প্রতীতি এবং এই প্রতীতি 'প্রত্যক্ষসাক্ষাৎকারকল্পা'।

২৬) Objective বিচারে নাট্যে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ছাড়া স্থায়ীর কোনই উপস্থিতি নেই; যা নেই তার অনুকরণও সম্ভব নয়।

২৭) না-শা, ১৯/১১৯-১৩৭; দ-রূ, ৩/৫৪; সা-দ, ৬ পরি.। লাস্যের ভেদ বারো: গেয়পদ, স্থিতপাঠ্য, আসীন, পুষ্পগণ্ডিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিমূঢ়, সৈন্ধব, দ্বিমূঢ়, উত্তমোত্তম, উক্তপ্রত্যুক্ত, চিত্রপদ, ভাবিক। ভরত এদের প্রত্যেকের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। সা-দ অনুসারে এদের সংখ্যা দশ, দ-রূ অনুসারেও তাই; কিন্তু সারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশন' গ্রন্থে এগারো। ভরত স্বীকৃত নৃত্তের দুটি ভেদ—তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডব শিবের এবং লাস্য পার্বতীর সৃষ্টি ("চক্রে যস্য....তাণ্ডবং নীলকণ্ঠঃ শর্বাণী লাস্যং...."—দ-রূ, ১/৪)। "Lāsyāṅga is an one act play which requires lāsya or a gentle form of dance for its representation; for this term may be interpreted as lsāyaṃ aṅgaṃ yasya saḥ (that which has lāsya as its principal element)".—না-শা (ইং), ২০/১৩২, পাদটীকা ১।

২৮) প্রকরণের মতো লাস্যের অঙ্গ-ভেদগুলির বিষয় হবে 'কল্পিত'। কল্পিত বস্তুর অনুকরণ সম্ভব নয়।

২৯) না-শা, ১৯ অ.। নাটকে মুখ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে অবান্তর এক উদ্দেশ্যের যে সম্বন্ধ তাই সন্ধি। সন্ধান করা হয় বা সংযোজিত করা হয়—এই হচ্ছে 'সন্ধি' শব্দের ব্যুৎপত্তি। দ্রষ্টব্য : সা-দ, ৬প. ; দ-রূ ১/৩। সন্ধি পাঁচ প্রকার : মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্শ বা অবমর্শ, নির্বহন বা উপসংহৃতি। পঞ্চসন্ধির ভেদ চৌষট্টি প্রকার। সন্ধিরও সন্ধি আছে ; ভরতমতে তা একুশ প্রকার।

৩০) না-শা, ১/১১৭। "সপ্তদ্বীপানুকরণং নাট্যমেতদ ভবিষ্যতি।" এখানে 'অনুকরণে'র অর্থ গ্রহণ করতে হবে 'অনুব্যবসায়' (দ্রষ্টব্য : টীকা ২৫খ,)। অভিনবগুপ্ত অনুকরণের যে অন্য রকম অর্থ করেছেন তা ভট্টতোতেরই অর্থ।

৩১) বাক্যটি পূর্বাপর বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। তাই মূল পাঠটি সন্দেহজনক। আর-জি-র অনুবাদ : "Moreover, why is it that to the imitation of the walk, the dress, etc., of the beloved, imitation also of [all the forms of existence in] the seven islands (তদনুকারে), is given another name [i,e, mimicry, play, counterfeit······and not drama] ?—পৃঃ ৪৮। বি-সি-র অনুবাদ : "ঔর উস [স্থায়িভাব] কা অনুকরণ মাননেপর ভী [উসকে লিএ রস ইস দুসরে নামকা অবসর কহাঁ হৈ] কান্তাকে বেষ ঔর গতি আদিকে অনুকরণ আদিমেঁ নামান্তর [কা প্রয়োগ] কহাঁ হোতা হৈ [ইসী প্রকার স্থায়িভাবকা অনুকরণ মাননেপর ভী উসকে লিএ 'রস' ইস দুসরে নামকা প্রয়োগ উচিত নহীঁ হৈ]।"—পৃঃ ৪৬০।

৩২) বিভিন্ন রঙ ও রেখার সমাবেশে যা আঁকা হয় তা প্রকৃত গরুর সদৃশ। যা দিয়ে আঁকা হয় এবং যা আঁকা হয় এক্ষেত্রে দুইটিই বাহ্য বস্তু এবং একে অন্যের অনুকরণ। কিন্তু বিভাবাদিকে যদি রঙ ও রেখার মতো বাহ্য বস্তু ব'লে মেনেও নেওয়া যায়, তাহলেও তাদের সমাবেশে যা প্রকাশিত হয় তা কোনো বাহ্য বস্তু নয়। তা আন্তর স্থায়ীভাব, তা রস, রস-সদৃশ নয়। এইভাবে শঙ্কুকের 'চিত্রতুরগ-ন্যায়' খণ্ডিত হয়।

৩৩) আর-জি-র অনুবাদ : "In this combination the Determinants take the place of petals. The Consequents and

the Transitory Mental States do duty for that which garnishes it."—পৃঃ ৪৯।

বি-সি : "ঔর উস সামগ্রীমেঁ [জৈসে আগে দিএ জানেবালে ব্যঞ্জন আদিকে উদাহরণমেঁ দাল আদি ব্যঞ্জনোমেঁ ছৌকঁ আদিকে দ্বারা সংস্কার করনেসে রসকী উৎপত্তি হোতী হৈ ইসী প্রকার য়হাঁ] দাল আদিকে স্থানপর বিভাব ঔর উনকে সংস্কার করনেবালে অনুভাব তথা ব্যভিচারীভাব হোতে হৈ।"—পৃঃ ৪৬১।

৩৪) এটি একটি স্বতন্ত্র মত। এইমতে, শুধু বিভাব নয়, অনুভাব এবং ব্যভিচারীকেও বাহ্য বস্তু গণ্য করা হয়েছে এবং এদের সমগ্রতাই আন্তর স্থায়ী-ভাবের জনক। সংখ্যমতে বাহ্য বস্তুও ত্রিগুণাত্মক, তাই তাদের সমগ্রতায় সৃষ্ট রসও সুখদুঃখাত্মক।

৩৫) এই মত অনুসারে স্থায়ীভাবই রস। বাহ্য ঘটনায় যে সুখদুঃখ উৎপন্ন হয় তা নাট্য বা কাব্যের রস নয়। এইজন্যই ভরত যে সব ক্ষেত্রে স্থায়ীভাব ও রসের পার্থক্য উল্লেখ করেছেন সেইসব ক্ষেত্রে লাক্ষণিক বা গৌণ অর্থ করতে হয়েছে। এই গৌণ অর্থ করাতেই প্রমাণ হয় যে ভরতের উক্তি এবং এই মতের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে তা অগোচর ছিল না।

চার

ভট্টনায়ক[১] তো বলেছেন : রস প্রতীত হয় না, উৎপন্ন হয় না, অভিব্যঞ্জিত হয় না। স্বগতরূপে প্রতীত হ'লে তো করুণ রসে দুঃখিতই হ'তে হবে।[২] আর, এই ধরনের [স্বগত] প্রতীতিও যুক্তিযুক্ত নয় ; তা নয় এইজন্য যে, সীতা প্রভৃতির বিভাবত্ব ঘটে না ;[৩] নিজের প্রেয়সীর স্মৃতির বোধ হয় না ;[৪] দেবতা প্রভৃতির সাধারণীকরণের যোগ্যতা নেই ;[৫] সমুদ্রলঙ্ঘন ইত্যাদি [ব্যাপার] সাধারণ জাতের নয়।[৬]

আর, এই সেই রাম ব'লে রামের কোনো স্মৃতিও হয় না ; কারণ, আগে থেকে তার কোনো উপলব্ধি নেই।[৭] শব্দ, অনুমান ইত্যাদির সাহায্যে যে প্রতীতি হয় তাতে রসতা সম্ভব নয়,—এমন কি লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রতীতির ক্ষেত্রেও এরকম হওয়া সম্ভব নয়।[৮] কেননা, প্রেমিকযুগল চোখে পড়লে, নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী লজ্জা, জুগুপ্সা, স্পৃহা ইত্যাদি বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির উদয় হওয়ায় চাঞ্চল্যের জন্য রসতা লাভের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আবার, পরগতরূপে প্রতীতিও উদাসীনতার মতোই হবে।[৯] এইজন্য [প্রত্যক্ষ] অনুভব, স্মৃতি ইত্যাদিরূপে রসের প্রতীতি মানা চলে না।

উৎপত্তি মানলেও ওই একই দোষ হয়।

আগেই শক্তিরূপে আছে পরে অভিব্যক্ত হয় মেনে নিলে, তার উপলব্ধির তারতম্য ধরা পড়বেই।[১০] এবং স্বগত ও পরগতরূপের ক্ষেত্রে আগের মতোই অসুবিধা দেখা দেবে।

এইজন্য [বলা হয়] ঃ দোষ না-থাকা, গুণ ও অলঙ্কারে মণ্ডিত হওয়া যে-কাব্যের লক্ষণ[১১] এবং চার প্রকার অভিনয়ই যে-নাট্যের স্বরূপ[১২], সেই কাব্যে ও নাট্যে একটি ব্যাপার চিত্তের স্থূল মোহাবরণ অপসারণ করে ;[১৩] বিভাব প্রভৃতির সাধারণীকরণস্বরূপ[১৪] এই ব্যাপারটি অভিধা থেকে পৃথক্, এরই নাম ভাবকত্ব-ব্যাপার ;[১৫] এই ব্যাপারের ফলেই রস ভাবিত হয়[১৬] এবং ভোজকত্ব ব্যাপারের ফলে এই রসের ভোগ হয়।[১৭] এই ভোগ [প্রত্যক্ষ] অনুভব, স্মৃতি ইত্যাদি থেকে পৃথক্ ; রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণের বৈচিত্র্যের জন্য দ্রুতি, বিস্তার ও বিকাশ এর স্বরূপ ;[১৮] সত্ত্বের উদ্রেক হওয়ার জন্য প্রকাশ ও আনন্দময় আত্মচৈতন্যে বিশ্রান্তিই এর লক্ষণ ;[১৯] এ পরম ব্রহ্মের আস্বাদের সগোত্র।[২০]

ভট্টলোল্লটের মতটি যে কারণে মানা হয় না, সেই কারণে এই মতও মানা চলে না।[২১]

আর, প্রতীতি ইত্যাদি থেকে পৃথক্ ভোগ জগতে কাকে বলে তা আমাদের জানা নেই।[২২] যদি তা আস্বাদন হয়, তাহলেও তো তা প্রতীতিই।[২৩] কেবল, উপায়ের ভিন্নতার জন্য দর্শন, অনুমিতি, সাক্ষাৎকার, প্রতিভান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামের মতো অন্য নাম দিতে হয়।

আর, উৎপত্তি অথবা অভিব্যক্তি এই দুইটির একটিকে না মানলে, রস হয় নিত্য, নয় অস্তিত্বহীন ; তৃতীয় কোনো পথই নেই। আর, যে-বস্তুর প্রতীতি নেই তা ব্যবহারের যোগ্যই নয়।[২৪]

হয়ত বলা হবে ঃ ভোগীকরণই প্রতীতি এবং তা হচ্ছে রতি ইত্যাদি স্বরূপ।[২৫]

বেশ, তাই না হয় হ'ল। কিন্তু তবু শুধু তো এই নয়। [তাহলে] যতগুলি রস আছে ততগুলিই ভোগীকরণরূপ

আস্বাদনাত্মক প্রতীতি থাকবে ; এবং সত্ত্ব ইত্যাদি গুণগুলির অঙ্গাঙ্গি-ভাবের বৈচিত্র্য অন্তহীন কল্পনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে তিনে তার সীমা থাকবে কি ক'রে ?[২৬]

> "অভিধা, তা থেকে পৃথক্ ভাবনা এবং তার ভোগীকরণ। শব্দ ও অর্থের অলংকরণ অভিধার ক্ষমতা লাভ করলে পর, ভাবনার দ্বারা ভাব্যমান শৃঙ্গার ইত্যাদি বিভিন্ন রস ভোগীকৃতরূপে পুণ্যশালী মানুষকে পরিব্যাপ্ত করে।"[২৭]

কিন্তু, 'কাব্যের দ্বারাই রসগুলি ভাবনা-গম্য হয়'—এই যা বলা হয়েছে, তাতে 'ভাবনা' বলতে যদি বিভাব ইত্যাদির দ্বারা উৎপন্ন, চর্বণাত্মক, আস্বাদরূপ জ্ঞান-গোচরতাকেই বোঝানো হ'য়ে থাকে, তাহলে তাকে মানতেই হবে।[২৮]

আর তিনি যে বলেছেন ঃ

> "সংবেদন নামে ব্যঙ্গ্য, পরমচৈতন্যগোচর, আস্বাদাত্মক অনুভব রসকেই—কাব্যের প্রাণ-বস্তু[২৯] [= অর্থ] বলা হয়।"

—এখানে, ব্যঞ্জিত হওয়ার জন্যই [রস] 'ব্যঙ্গ্য' এই অর্থই ইঙ্গিত করছে ; এবং অনুভব [শব্দটির] জন্য [রস] অনুভবের বিষয় এইটিই মনে হচ্ছে।[৩০]

তাহলে রসতত্ত্বটি কেমন ?

কি করব, আমি নিরূপায় !

॥ টীকা ॥

১) কল্‌হনের মতে ভট্টনায়ক কাশ্মীররাজ শঙ্করবর্মণের সমসাময়িক (রাজ-তরঙ্গিণী, ৫ত., ১৫৯)। তাই তাঁর আবির্ভাবকাল নবম শতাব্দীর শেষ থেকে দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে। ভট্টনায়ক কাব্য সম্পর্কে রসাত্মবাদী হ'লেও

ধ্বনিবিরোধী। তাঁর রচিত গ্রন্থ "হৃদয়দর্পণ"—অভিনবগুপ্ত উদ্ধৃত কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শ্লোক ছাড়া—আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। সম্ভবত এই গ্রন্থটি ভরতের না-শা-র টীকা নয়, আনন্দবর্ধনের ধ্বনিতত্ত্বের প্রতিবাদী গ্রন্থ। ভট্টনায়ককে না-শা-র টীকাকার ব'লে কেউ প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করেননি। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ভট্টনায়কের মতটিকে অভিনবগুপ্ত নিজে খণ্ডন করেছেন। লোল্লট ও শঙ্কুকসহ ভট্টনায়কের মতটি অভিনবগুপ্ত তাঁর লো-টী-তে বিবৃত করেছেন (২/৪) এবং তাঁর মতের ধ্বনিবিরোধী দিকটি খণ্ডন করেছেন।

২) রসের অনুভূতিকে নিতান্ত আত্মগত মনে হ'লে দর্শকের মনে করুণরসে আনন্দ হবে না, দুঃখই হবে ; কারণ, তাহলে লৌকিক চিত্তবৃত্তি এবং রসে কোনো পার্থক্যই থাকবে না। কিন্তু রসানুভূতি প্রমাণ করে যে করুণরসে দুঃখ নেই।

৩) রস আত্মগত হ'লে রসের কারণ বা বিভাবকেও নিজের ব'লে মনে করতে হবে। কিন্তু দর্শকের ক্ষেত্রে সীতা কিংবা পার্বতীর মতো নারীকে নিজের বিভাব ব'লে মনে হ'তে পারে না।

৪) সীতা কিংবা পার্বতীর দর্শনে বা আলোচনায় নিজের প্রণয়িণী বা স্ত্রীর কথা মনে হওয়া অ-স্বাভাবিক।

৫) অর্থাৎ, দেবতা প্রভৃতি অ-লোকসামান্য চরিত্র দর্শকের কাছে 'সাধারণ' ব'লে মনে হ'তে পারে না, তাই তাদের সঙ্গে দর্শক একাত্মবোধ করতে পারে না।

৬) রামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধন অথবা হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘনের মতো অসাধারণ ব্যাপারকে কেউ নিজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক'রে ভাবতে পারে না।

৭) রামকে কেউ আগে দেখেনি যে তার স্মরণ সম্ভব।

৮) অর্থাৎ, অনুমান বা শাব্দবোধের (verbal knowledge) মধ্য দিয়ে আত্মগতভাবে রস উপলব্ধ হওয়া যদি সম্ভব হয়, তাহলে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে আরও বেশি হওয়া সম্ভব।

৯) উদাসীনতার ক্ষেত্রে আনন্দবোধের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

১০) যা আগে থেকেই বর্তমান তারই অভিব্যক্তি হয়। রস সহৃদয়ের হৃদয়ে সূক্ষ্ম বাসনাকারে আগে থেকেই থাকে এবং বিভাবাদির দ্বারা প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত হয় মানলে, তার প্রকাশে এবং প্রকাশের উপলব্ধিতে তারতম্য ঘটবেই।

এই তারতম্য অভিব্যক্তির উপায় অর্থাৎ বিভাব ইত্যাদির তারতম্যের উপর নির্ভর করবে। তার ফলে অভিব্যক্তির উপায়গুলি আয়ত্ত অথবা সম্পাদন করার ব্যাপারেও প্রবৃত্তির তারতম্য দেখা দেবে। লো-টী-তে (১/৪) অভিনবগুপ্ত-উদ্ধৃত ভট্টনায়কের উক্তি : "শক্তিরূপে থাকলে শৃঙ্গারের অভিব্যক্তিতে বিষয়ের অর্জনে প্রবৃত্তির তারতম্য হবে।" "শক্তিরূপস্য হি শৃঙ্গারস্যাভিব্যক্তৌ বিষয়ার্জন-তারতম্যপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ।" পণ্ডিত রামষারক তাঁর 'বালপ্রিয়া' টীকায় ব্যাখ্যা করেছেন : "যেমন অন্ধকারস্থ ঘট প্রভৃতির অধিক প্রকাশের জন্য লোকে প্রকাশের উপায়ভূত, আলোকের অধিক অধিক অর্জনে প্রবৃত্ত হয়, সেইরকম যে-রতি প্রভৃতি ভাবগুলি অন্তঃস্থিত বাসনাকারে নিহিত থাকে তাদের অধিক অধিক অভিব্যক্তির জন্য উপায়ভূত বিভাব প্রভৃতির অধিক অধিক অনুভবরূপ অর্জনে সহৃদয়গণ প্রবৃত্ত হবেন।"

আর-জি-র মতে ভট্টনায়কের যুক্তিটি প্রকৃতপক্ষে স্ফোটবাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত বৌদ্ধ ও মীমাংসকদের যুক্তি।

১১) তুঃ 'তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি"—কা-প্র, ১ম উ.।

১২) দ্রষ্টব্য : ২য় পরিচ্ছেদ, টীকা ১০, পৃঃ ৫৫।

১৩) কাব্য ও নাট্যের দোষহীন, গুণালঙ্কারভূষিত শব্দার্থ এবং অভিনয়ের সাহায্যে এমন একটি শক্তির সৃষ্টি হয়, যা পাঠক-দর্শকের ব্যক্তিত্ববোধের সংকীর্ণ-গণ্ডিটি অপসারিত করে। মুহূর্তের জন্য দর্শকের মোহাবৃতচিত্তের 'আবরণভঙ্গ' হয়।

১৪) কাব্য ও নাট্যের কবিকর্মের ব্যাপার বা শক্তিটি একদিকে যেমন পাঠক-দর্শকের সংকীর্ণ ব্যক্তিত্ববোধটি দূর করে, তেমনি কাব্যের নায়ক-নায়িকাকেও দেশ-কাল-অবস্থার সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে উত্তীর্ণ করে। তখন ওই কাব্যের নায়ক-নায়িকা স্বগতরূপেও নয়, পরগতরূপেও নয়, সর্বদেশকালসাধারণ শাশ্বতরূপে সহৃদয়ের চোখে ধরা পড়ে এবং বিভাবাদির সঙ্গে পাঠক-দর্শকের চিত্তের সাধারণসম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরই নাম বিভাবাদির সাধারণীকরণ বা universalisation।

১৫) ভট্টনায়কের মতে সাধারণীকরণ ব্যাপারটি শব্দেরই ব্যাপার বা শক্তি। এই শক্তি অভিধা বা শব্দের মুখ্যার্থের শক্তি থেকে পৃথক্। এই শক্তির বলেই সাধারণ বাক্য থেকে কাব্য-বাক্য স্বতন্ত্র হ'য়ে ওঠে। কবিকর্মে প্রযুক্ত শব্দসমূহ অভিধাগত সীমিত অর্থ পরিত্যাগ ক'রে এক বিশেষ অর্থকে প্রকাশ করে, তারই ফলে বিভাব প্রভৃতি সাধারণীভূত হ'য়ে ওঠে।

১৬) ভট্টনায়ক শব্দের এই ব্যাপারের নাম দিয়েছেন ভাবনা বা ভাবকত্ব ব্যাপার। এই ব্যাপার বিভাব ইত্যাদিকে সাধারণীভূত করে ব'লেই রস ভাবিত হয়। কাব্য ও নাট্যের বর্ণনীয় ও অভিনেয় বস্তুগুলির নিগূঢ় সর্বজনীনতা প্রকট ক'রে তোলার এবং পাঠক-দর্শকের ব্যক্তিত্বের পরিমিতত্ব ঘুচিয়ে অপরিমিতত্ব দান করার অলৌকিক ক্ষমতাই ভাবনা ব্যাপার। এই ব্যাপার ঘটে ব'লেই রসাস্বাদ সম্ভব হয়, কারণ, একমাত্র এরই ফলে সামাজিকের স্বগত/পরগতত্ব-বোধ দূরীকৃত হ'য়ে এক সাধারণবোধ জন্মায়। লো-টী-তে অভিনবগুপ্ত-উদ্ধৃত ভট্টনায়কের উক্তি: "রসের সম্পর্কে যা বিভাবাদির সাধারণত্ব সম্পাদন করে তাই কাব্যের ভাবকত্ব।" "ভাবকত্বং নাম রসান্ প্রতি যৎকাব্যস্য তদ্বিভাবাদীনাং সাধারণত্বাপাদানং নাম।"

১৭) ভট্টনায়কের মতে ভাবকত্বব্যাপারের দ্বারা যে রস ভাবিত হয় তার আস্বাদ বা ভোগ হয় অপর একটি পৃথক্ ব্যাপারের ফলে—তার নাম ভোজকত্ব ব্যাপার। অভিধা ও ভাবনা যথাক্রমে শব্দ ও অর্থের ব্যাপার, কিন্তু ভোগীকরণ বা ভোগীকৃতি সম্পূর্ণ আন্তর ব্যাপার।

১৮) সাংখ্য মতে চিত্তের গুণ হচ্ছে তিনটি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। সত্ত্বের সঙ্গে রজোগুণের সংযোগে দ্রুতি বা বিগলন হয় এবং সত্ত্বের সঙ্গে তমোগুণের সংযোগে চিত্ত বিস্তার লাভ করে। শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে চিত্ত বিকসিত হয়। এই দ্রুতি, বিস্তার এবং বিকাস চৈতন্যের তিনটি অবস্থা। ভট্টনায়কের মতে রসের যে ভোগ হয় তার স্বরূপ এই তিন প্রকার।

১৯) ত্রিগুণাত্মক চিত্তে রজঃ ও তমোগুণ ক্ষণিকের জন্য অভিভূত বা অপসৃত হ'লে সত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে উদ্রিক্ত হয়, তারই ফলে চিত্ত স্বচ্ছতা লাভ করে। আর তখনই আত্মচৈতন্য পূর্ণ প্রকাশিত এবং আনন্দমগ্ন হয়। স্বভাব-চঞ্চল চিত্ত বাহ্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়ায় একান্তভাবে অন্তর্মুখী হয় এবং

আনন্দময় আত্মচৈতন্যেই অনুভবের বিশ্রান্তি বা পরিপূর্ণতা ঘটে। অন্য কোনো জ্ঞান থাকে না। ভোগের প্রকৃতি হচ্ছে এই। তুঃ "সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দ-চিন্ময়ঃ। বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো........" সা-দ, ৩/২। বিশ্বনাথ বৃত্তিতে 'সত্ত্বোদ্রেক' বুঝিয়েছেন: „ 'রজঃ ও তমোগুণের স্পর্শশূন্য মনকেই এখানে সত্ত্ব বলা হ'য়ে থাকে।'—এই যা বলা হয়েছে, ওই ধরণের কোনো এক আন্তর ধর্ম, যা বাহ্য বস্তু থেকে মনকে ফিরিয়ে আনে, তাই সত্ত্ব। এর উদ্রেক বলতে বোঝায় রজঃ ও তমঃ গুণকে আচ্ছন্ন ক'রে এর আবির্ভাব।" "রজস্তমোভ্যামস্পৃষ্টং মনঃ সত্ত্বমিহোচ্যতে ইত্যুক্তপ্রকারো বাহ্যমেয়বিমুখতাপাদকঃ কশ্চনান্তরোধর্মঃ সত্ত্বং তস্যোদ্রেকঃ রজস্তমসী অভিভূয়াবির্ভাবঃ।"

২০) সত্ত্বোদ্রেক হ'লে পাঠক-দর্শকদের অহং-তা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় এবং চৈতন্য সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী হয়; এই অবস্থার ভোগ বা আস্বাদকে ভট্টনায়ক ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সম্ভবত ভট্টনায়কের আগে কেউ কাব্য-নাট্যের রসের অনুভূতিকে মিষ্টিক অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করেননি। রসাস্বাদের সঙ্গে ব্রহ্মাস্বাদের পার্থক্য শুধু এই যে যোগীদের ব্রহ্মাস্বাদ নির্বিকল্প, বাহ্য ও অন্তর সমস্ত বিষয়ের সংস্পর্শরহিত; কিন্তু কাব্য-নাট্যের রসাস্বাদ সবিকল্প, আন্তর রতি প্রভৃতি স্থায়ী এবং বাহ্য বিভাবাদির দ্বারা সংস্পৃষ্ট। "সোঽয়ং ভোগো বিষয়-সংবলাদ্ ব্রহ্মাস্বাদসবিধবর্তীত্যুচ্যতে।"—র-গ, ১মা.। তুঃ "ব্রহ্মাস্বাদসহোদর"—সা-দ, ৩/২।

২১) ভট্টনায়কের মতের তাৎপর্য এই দাঁড়ায়: কাব্য ও নাট্যের ভাবনা ব্যাপারের ফলে বিভাব ইত্যাদি যেমন সাধারণীকৃত হয়, ঠিক তেমন ভাবেই নায়ক-নায়িকার স্থায়ীভাবও সাধারণীকৃত হ'য়ে ওঠে এবং এইভাবে সাধারণীকৃত বিভাব ইত্যাদি এবং স্থায়ীভাব পাঠক-দর্শকেব মনে সঞ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে, পাঠক-দর্শকের নিজস্ব স্থায়ীর কোনো ভূমিকা নেই; সাধারণীকৃত স্থায়ীভাবের অনুভূতি তার চিত্তবৃত্তি নিরপেক্ষ। এর-অর্থ, কাব্য-নাট্যের ভাবকত্বের ফলে রতিবাসনাহীন লোকের পক্ষেও শৃঙ্গারের আস্বাদ সম্ভব।

কিন্তু এইভাবে রস ভাবিত হওয়া সম্ভব নয়। অভিনবগুপ্ত লো-টী-তে (১/৪) স্পষ্ট ক'রে বলেছেন: "আর, কাব্য রসসমূহের ভাবক এই যা (ভট্টনায়ক)

বলেছেন, তাতে 'ভাবনা' থেকে (ভট্টলোল্লটের) উৎপত্তির মতই পুনরুজ্জীবিত হয়। শুধুমাত্র কাব্যের শব্দগুলির ভাবকত্ব থাকতে পারে না, কারণ অর্থের যদি জ্ঞান না থাকে, তাহলে ভাবকত্বের অভাব ঘটে····।" "কাব্যং চ রসান্ প্রতি ভাবকমিতি যদুচ্যতে, তত্র ভবতৈব ভাবনাদুৎপত্তিপক্ষ এব প্রত্যুজ্জীবিত। ন চ কাব্যশব্দানাং কেবলানাং ভাবকত্বম্, অর্থাপরিজ্ঞানে তদাভাবাৎ··· ।"

২২) ভট্টনায়কের মতে ভাবকত্ব-ব্যাপারের ফলে রস ভাবিত হয় এবং তারপর ভোজকত্ব-ব্যাপারের ফলে সেই ভাবিত রসের ভোগ হয়। অর্থাৎ, রসের ভাবনা আর রসের ভোগ তাঁর মতে স্বতন্ত্র ব্যাপার। অভিনবগুপ্তের মতে ভোজকত্ব বা ভোগীকরণ ব্যাপারটাই অবান্তর। রস ভাবিত হওয়া মানেই রস প্রতীত হওয়া। প্রতীতিহীন রসের অস্তিত্ব নেই। "সকল মত অনুসারেই রসের প্রতীতি অপরিহার্য। রস যদি প্রতীত না হয় তাহলে পিশাচের মতোই অব্যবহার্য।" "সর্বপক্ষেষু চ প্রতীতিরপরিহার্য্যা রসস্য। অপ্রতীতং হি পিশাচ-বদব্যবহার্য্যং"—লো-টী, ১/৪। ভোগ এই প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র কিছু হ'তে পারে না।

২৩) ভোগকে আস্বাদন অর্থে নিলে বলতে হয়, রসের আস্বাদ হয়। কিন্তু আস্বাদ ও প্রতীতি ভিন্ন নয়। এবং প্রতীতিই রস। "রসগুলি প্রতীত হয় বলতে 'ভাত রান্না হয়' এইরকম অর্থে প্রয়োগ করা হয়। যা প্রতীয়মান হয় তাই রস। বিশেষ রকমের আস্বাদই প্রতীতি।" "রসাঃ প্রতীয়ন্ত ইতি ওদনং পচতীতিবদ্ব্যবহারঃ, প্রতীয়মান এব হি রসঃ। প্রতীতিরেব বিশিষ্টা রসনা"—লো-টী, ১/৪। তাই রস-ভাবনা ও রস-ভোগের মধ্যে কোনো স্বাতন্ত্র্য মানা সম্ভব নয়। স্বাতন্ত্র্য মানলেই রসের উৎপত্তি মানতে হবে।

২৪) অর্থাৎ, রসের প্রতীতিকে অবশ্যই মানতে হবে।

২৫) ভোগীকরণকে যদি রসের প্রতীতিকরণ বলা হয়, তাহলে অভিনবগুপ্তের আপত্তি নেই; কারণ, সেক্ষেত্রে ভোগীকরণ ধ্বনন-ব্যাপারের মধ্যেই প'ড়ে যায়। তিনি বলেছেনঃ "যে ভোগীকরণ-ব্যাপারের কথা বলা হয়েছে, তা কাব্যাত্মক রসের বিষয় এবং তা ধ্বননাত্মকই, অন্য কিছু নয়।" "ভোগীকরণব্যাপারশ্চ কাব্যস্য রসবিষয়ো

ধ্বননাত্মৈব, নান্যৎকিঞ্চিৎ।" এবং "রসের ধ্বননীয়ত্ব সিদ্ধ হ'লে তার ভোগীকরণও স্বতঃসিদ্ধ হবে। যা রস্যমান তার দ্বারা যে চমৎকৃতির উদয় হয়, ভোগ তার অতিরিক্ত কিছু নয়।" "তচ্চেদং ভোগকৃত্বং রসস্য ধ্বননীয়ত্বে সিদ্ধে দৈবসিদ্ধম্। রস্যমানতোদিতচমৎকারাতিরিক্তত্বাদ্ভো-গস্যেতি।"—লো-টী, ২/৪

২৬) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের মুখ্যতা ও প্রাধান্যের ফলে মিশ্রণ বহু রকমের হওয়া সম্ভব, তাই ভোগীকরণের স্বরূপ বহু রকম হ'য়ে দাঁড়ায়।

২৭) সম্ভবত পদ দুইটি ভট্টনায়কের 'হৃদয়দর্পণ' গ্রন্থের।

২৮) অল্প কথায়, কাব্যার্থ বা নাট্যার্থ পাঠক-দর্শকের চিত্তে বিজ্ঞাপিত হ'য়ে রসরূপে অনুভূত হয়, এই বোঝায়।

এক্ষেত্রে ভাবনা-ব্যাপারটি ধ্বনিবাদের সিদ্ধান্ত বিরোধী হয় না। অভিনবগুপ্ত ভট্টনায়কের ভাবনা-ব্যাপারকে আংশিক স্বীকার ক'রে নিয়ে বেশ কিছুটা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন: "…ব্যঞ্জনা নামক ব্যাপারের দ্বারা এবং গুণ ও অলঙ্কারের সহকারিতার দ্বারা কাব্য ভাবকত্ব লাভ ক'রে রসগুলিকে ভাবিত করে। এই ভাবে ভাবনার তিন অংশ থাকলেও করণাংশে ধ্বননই রইল।" "তস্মাদ্ব্যঞ্জকত্বাখ্যেন ব্যাপারেণ গুণালঙ্কারৌচিত্যাদিকয়েতি কর্তব্যতয়া কাব্যং ভাবকং রসান্ ভাবয়তি, ইতি ত্র্যংশায়ামপি ভাবনায়াং করণাংশে ধ্বননমেব নিপততি।"—লো-টী, ২।৪।

অভিনবগুপ্ত ধ্বনিবাদের ভিত্তিতে রস-নিষ্পত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। ধ্বনিবাদের প্রবক্তা রাজানক আনন্দবর্ধন। কল্হনের 'রাজতরঙ্গিণী' অনুসারে তিনি কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মণের (৮৫৫-৮৪ খ্রী. অ.) সমসাময়িক। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'ধ্বন্যালোক'। অভিনবগুপ্ত আনন্দবর্ধনের বিশ্বস্ত ভাষ্যকার। তিনি 'লোচন' নামে একটি টীকা রচনা করেছিলেন। ধ্বনিপ্রস্থানবাদীদের মতে, যাকে কাব্য বলা হয়, তার অর্থের দুটি ভেদ—বাচ্যার্থ এবং প্রতীয়মান অর্থ। ব্যাচ্যার্থ শব্দের অভিধার শক্তি দ্বারা লাভ করা যায়, কিন্তু প্রতীত অর্থটি বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত হ'লেও লাভ হয়

সম্পূর্ণ পৃথক এক শক্তির বলে। এই শক্তির নাম ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন এবং প্রতীত অর্থটি ব্যঙ্গ্য। এটি শব্দের তৃতীয় শক্তি। কাব্যের শব্দার্থ এই শক্তির সাহায্যে যেমন কোনো বস্তু, কোনো অলঙ্কার, ঠিক তেমনই কোনো ভাব তথা রসকে ব্যঞ্জিত করে। ভাব বা রস ব্যঞ্জনা ছাড়া প্রতীত হ'তে পারে না। কাব্যের শব্দার্থ অর্থাৎ কাব্যের বিভাব ইত্যাদি রসের ব্যঞ্জক। কাব্যের বাচ্যার্থ-প্রতীতি এবং রস-প্রতীতির মধ্যে একটি ক্রম অবশ্যই আছে; কিন্তু তা অসংলক্ষ্য।

২৯) আর-জি-তে 'কাব্যার্থ'-এর অনুবাদ করা হয়েছে 'the essence of Poetry (পৃঃ ৬২); বি-সি-তে 'কাব্যকা প্রয়োজন' (পৃঃ ৪৬৭)। দ্রষ্টব্য ঃ ৫ম পরি., টীকা ১, পৃঃ ৮৬।

৩০) অভিনবগুপ্তের মতে ভট্টনায়ক ধ্বনিবিরোধী হ'লেও প্রকারান্তরে যে ধ্বনিকেই স্বীকার ক'রে ফেলেছেন, এখানে 'ব্যঙ্গ্য' শব্দের প্রয়োগই তার প্রমাণ; অনুভব শব্দের প্রয়োগেও ব্যঞ্জিত রসের প্রতীতিই বোঝায়। দ্রষ্টব্য ঃ কে, সি, পাণ্ডে ঃ কম্পারেটিভ ইস্থেটিক্স, পৃঃ ২৯৮।

পাঁচ

যা যুগ যুগ ধ'রে প্রমাণিত হয়েছে, যা জ্ঞানের বিবর্তনে ধরা পড়েছে, তা বোঝা যায় না—এ আবার কি নতুন কথা! নিজে নিজে অর্থ ক'রে বিরোধ বাধালে লোকে নিশ্চয়ই অভিযোগ করতে পারে।

শ্রান্তিহীন বুদ্ধি উঁচু থেকে উঁচুতে উঠে যে-সত্যকে দেখতে পায়, তার বহুচিন্তিত বিচার-বিশ্লেষণের ধাপগুলির প্রাথমিক ধাপের প্রয়োজন কি?

কি আশ্চর্য! [বস্তুর] প্রথম অবতারণা প্রামাণিকতার বিচারে ভিত্তিহীনই মনে হয়। কিন্তু ওই পথে গেলেই সেতুবন্ধন, নগরনির্মাণ ইত্যাদি কিছুই অদ্ভুত ব'লে মনে হয় না।

তাই, এখানে মহাজনদের মতগুলিকে নস্যাৎ করছি না, বরং সেগুলিকে সংশোধন ক'রে নিচ্ছি। আগে যে [মত] প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে [সঙ্গতি-] যোজনা করলে মূলের প্রতিষ্ঠারই ফল পাওয়া যাবে।

তাহলে, এবার সংশোধিত রসতত্ত্বটি বলুন।

যা বলার, তা তো [ভরত] মুনিই বলেছেন, নতুন কিছুই বলার নেই। কেননা, তিনিই বলেছেন: "কাব্যের প্রাণবস্তুকে [=অর্থ] ভাবনা-গম্য করে……।"[১] কাব্যের ওই প্রাণবস্তুই রস।

এই যেমন, "তাঁরা রাত্রিকালে বসেছিলেন,"[২] "তাকে অগ্নিতে সমর্পণ করেছিলেন"[২] ইত্যাদি উক্তিগুলি, বিশেষ প্রয়োজনে

অভিনবগুপ্তের

উদ্দিষ্ট যোগ্য ব্যক্তির [=অধিকারী] কাছে, প্রতীতির সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত প্রবল উত্তেজনা লাভের ফলে, উপলব্ধ কাল-[জ্ঞানকে] দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রাথমিক উদ্দিষ্ট [অর্থের] পরে অতিরিক্তরূপেই প্রতীত হয় ; এই [অতিরিক্ত] প্রতীতি হয় 'সমর্পণ করি' ইত্যাদি রূপে এবং [অর্থ-] সংক্রমণ ইত্যাদি এর স্বভাব ; এই প্রতীতিকেই বিভিন্ন দর্শনে প্রতিভা, ভাবনা, বিধি, নিয়োগ ইত্যাদি শব্দে ব্যবহার করা হয়।[৩] ঠিক এইরকম কাব্যময় শব্দ থেকেও যোগ্য ব্যক্তির অতিরিক্ত প্রতীতি হয়।

এখানে যোগ্য ব্যক্তি বলতে, যার হৃদয়ে নির্মল সাক্ষাৎকারের [=প্রতিভান] শক্তি আছে ;[৪] এবং "ঘাড় বাঁকানোর ফলে অতি রমণীয়...",[৫] "উমাও তার নীল অলকের মধ্যে শোভমান....",[৬] "মহাদেবও কিছুটা ধৈর্য হারালেন..."[৭] ইত্যাদি বাক্যগুলি থেকে বাচ্যার্থ প্রতীতির পরেই, ওইসব বাক্যগুলি থেকে উপলব্ধ কাল ইত্যাদির বিচ্ছিন্নতা দূরে সরিয়ে দিয়ে মানস, সাক্ষাৎকারাত্মক প্রতীতির মতো তাঁর হৃদয়ে এক প্রতীতির জন্ম হয়।[৮]

আর, ওই প্রতীতিতে যা মৃগশিশু ইত্যাদি রূপে ধরা পড়ে, তার স্বরূপটির বিশেষত্ব না থাকায়[৯] 'ভয় পেয়েছে' [এই জ্ঞান] এবং যাকে দেখে ভয় পাচ্ছে সে অবাস্তব হওয়ায়[১০] ভয়-[জ্ঞান] -টিই দেশ-কাল ইত্যাদির দ্বারা একেবারে অসম্পৃক্ত।[১১] এইজন্যই, 'আমি ভীত,' 'এ ভীত' অথবা 'এ শত্রু,' 'এ মিত্র' বা 'এ শত্রুও নয়, মিত্রও নয়' ইত্যাদি যে সমস্ত প্রত্যয় সুখদুঃখ জাগানো অন্য রকম জ্ঞানের উৎপত্তির নিয়মের জন্য বিঘ্নবহুল[১২] —তাদের থেকে এই [প্রতীতি] স্বতন্ত্র এবং বিঘ্নবিহীন প্রতীতির বস্তু ; এই [প্রতীতি] যেন সোজাসুজি হৃদয়ে প্রবেশ করে, যেন চোখের সামনে ঘুরতে ফিরতে থাকে[১৩] : এ হচ্ছে ভয়ানক রস। এইরকম ভয়

থেকে [সামাজিক] নিজে একেবারে দূরে থাকে না, আবার তার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়েও থাকে না।[১৪] অন্য [রসও] এই রকম।

এইজন্যই সাধারণীকরণের অবস্থাটি পরিমিত নয়; বরং ধোঁয়া ও আগুনের ব্যাপ্তিগ্রহের মতো অথবা ভয় ও কম্পের মতো বিস্তৃত।[১৫] আর, এক্ষেত্রে নট প্রভৃতির সমগ্রতা সাক্ষাৎকার-রূপে প্রতীতির পরিপোষক।[১৬] এই সমগ্রতায় কাব্যে বর্ণিত বস্তুর সত্তার এবং দেশ-কাল-সামাজিক প্রভৃতির নিয়ামক কারণগুলির পারস্পরিক প্রতিবন্ধকতা থেকে, সম্পূর্ণ অপসারণ ঘটলে ওই সাধারণীকরণটি অত্যন্ত পুষ্ট হয়।[১৭] সকল সামাজিকের এই একঘনতার মতো উপলব্ধি রসকে অত্যন্ত পরিপুষ্ট করে;[১৮] কারণ, অনাদি বাসনার দ্বারা চিত্ত চিত্রিত হ'য়ে ওঠায় তাঁদের সকলের বাসনার একাত্মতা [=সংবাদ] ঘ'টে যায়।[১৯] এবং বিঘ্নবিহীন [২০] এই প্রতীতিটি চমৎকার;[২১] এ থেকে উৎপন্ন কম্প, পুলক, উল্লুকসন[২২] ইত্যাদি বিকারও চমৎকার। যেমন—

> "হরি আজও চমৎকৃত হ'য়ে আছেন। তা কেমন ক'রে সম্ভব—চন্দ্রের কলার মতো সুন্দর লক্ষ্মীর অঙ্গগুলি তো মন্দর-মন্থনে এখনো কলিত হয়নি!"[২৩]

বলা চলে, তা হচ্ছে সেই ভোগ, যার আবেশ অতৃপ্তির উপস্থিতিতে ছিন্ন নয়। বলা চলে, যে ভোগ করে তার এক অদ্ভুত ভোগাত্মক স্পন্দে[২৪] আবিষ্ট মনের ক্রিয়াই [=করণ] চমৎকার।[২৫] আর, সাক্ষাৎকারাত্মক নিশ্চিত মানস প্রত্যয় [=অধ্যবসায়], অথবা কল্পনা (imagination), কিংবা স্মৃতি—এইভাবে তা স্ফূর্ত হ'তে পারে। [কবি] বলেছেন:

> "রমণীয় কিছু দেখে, আর মধুর কিছু শুনে, যে সুখী তারও মন কেমন করে। মনের গভীরে বাসনা

হ'য়ে থাকা জন্মজন্মান্তরের প্রণয়ই কি অগোচরে তার মনে জেগে ওঠে!"[২৬]

এখানে 'মনে জেগে ওঠে' বলায় যাকে স্মৃতিরূপে বুঝি, তা ন্যায়ের স্বীকৃত [স্মৃতি] নয়; কারণ, আগে স্মৃতির বস্তুটির অনুভব ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, সাক্ষাৎকার—যার অপর নাম প্রতিভান[২৭]—তার প্রকৃতিই এর প্রকৃতি। যে-কোনো ক্ষেত্রেই এইরকম সুনিশ্চিত আস্বাদনাত্মক প্রতীতি হয়, যার মধ্যে রতিই প্রকাশিত হয়।[২৮] এইজন্যই, বিশেষ রূপটির ব্যবধান ঘুচে যাওয়ায় আস্বাদ-যোগ্য হ'য়ে ওঠে ব'লেই তা লৌকিক নয়, মিথ্যা নয়, অনির্বচনীয় নয়, লৌকিকের মতো কিংবা তার আরোপ ইত্যাদির মতো রূপবিশিষ্টও নয়।[২৯]

আর, এই তো পরিপুষ্টির অবস্থা; কারণ, দেশ, [কাল] ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ থাকে না।[৩০] এটি অনুকরণও বটে; কারণ, অনু-ভাবের অনুগামীরূপে ক'রে তোলা হয়।[৩১] বিজ্ঞানবাদ অনুসারে এ বিষয়ের সমগ্রতাও বটে।[৩২] যে কোনো অবস্থাতেই হ'ক না কেন, আস্বাদাত্মক এবং বিঘ্নবিহীন প্রতীতিতে গ্রহণযোগ্য ভাবই রস। আর, বিঘ্নগুলিকে অপসারণ করে বিভাবগুলি। তাই, সমস্ত বিঘ্ন থেকে মুক্ত প্রতীতিকেই লোকজগতে চমৎকার, নির্বেশ. রসন, আস্বাদন, ভোগ, সমাপত্তি, লয়, বিশ্রান্তি ইত্যাদি নামে বোঝানো হয়।

॥ টীকা ॥

১) সম্পূর্ণ সূত্রটি এই : "বাক্য, অঙ্গ ও সত্ত্বের দ্বারা সংযুক্ত কাব্যের প্রাণবস্তুকে [=অর্থকে] ভাবনা-গম্য করে, তাই ভাব।" "বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ কাব্যার্থান্ ভাবয়ন্তি ইতি ভাবাঃ"—না-শা, ৭ম. অ.। অভিনবগুপ্ত ব্যাখ্যায় বলেছেন : "..কাব্যের অর্থ ই রস। প্রধানভাবে যার প্রার্থনা করা হয় তাই অর্থ, অর্থ শব্দটি এখানে অভিধেয়বাচক নয়।" "...কাব্যার্থাঃ রসাঃ।" অর্থ্যন্তে প্রাধান্যেন ইত্যর্থাঃ। ন ত্বর্থশব্দোঽভিধেয়বাচী"—অ-ভা, ৭ম. অ.।

২) শ্রুতি-বাক্য। আকর-গ্রন্থ অজ্ঞাত। সু-দে : তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ; আর-জি : তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (?)।

৩) ক) ভাবনা, বিধি, নিয়োগ—তিনটিই মীমাংসকদের ব্যবহৃত শব্দ। পূর্ব মীমাংসকেরা ভাবনা এবং উত্তর মীমাংসকেরা বিধি ও নিয়োগ শব্দ ব্যবহার ক'রে থাকেন। যে-শ্রুতি অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক, অথবা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা পাওয়া যায় না এমন বিষয়ের প্রাপক, তাই 'বিধি'।

খ) মীমাংসক মতে উল্লিখিত প্রকার শ্রুতি-বাক্য বা বিধি থেকে যোগ্য শ্রোতার মনে আক্ষরিক অর্থের অতিরিক্ত-কালাতিশায়ী অন্য আর একটি অর্থ প্রতীত হয়। তারই ফলে উল্লিখিত অতীতকাল ('আসতে', 'প্রাদাৎ') তিরোহিত হ'য়ে বর্তমানকালরূপে ('প্রদদামি') উপলব্ধ হয়। এবং শুধুমাত্র কালজ্ঞান নয়, পুরুষজ্ঞানও (person) তিরোহিত হয়। উল্লিখিত শ্রুতি-বাক্যে প্রথম পুরুষ আছে, কিন্তু শ্রোতার মনে উত্তম পুরুষের ('প্রদদামি') জ্ঞানই হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য উপযুক্ত শ্রোতা বা অধিকারীর কোনো বিশেষ প্রয়োজন বা ফল লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকা চাই (যেমন, অগ্নিহোত্রীর পক্ষে স্বর্গকামনা)। তুঃ 'Just as the pythoness or bacchante speaks for the god in the first person, so the reader under the influence of poetic illusion feels for the poet in the first person.'—সি, কডওয়েল : ইলিউসন্ এণ্ড রিয়েলিটি : ভারতীয় সং ১৯৪৭, পৃঃ ১৬৬।

এই অতিরিক্ত বা সংক্রমিত অর্থের ব্যাপারটি হেমচন্দ্র একটি উদ্ধৃত শ্লোকে বুঝিয়েছেন: " 'সূর্যের (= অর্হপতি) স্তুতি ক'রে শাম্ব আরোগ্য লাভ করেছিলেন'—ইত্যাদি বাক্যের প্রথমে (আক্ষরিক) অর্থের অবগতি হয়; তারপর উপলব্ধ কাল ইত্যাদি জ্ঞানকে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রতিপত্তার মনে এই রকম বোধ জন্মায়—আর তাতে কোনো সংশয়ও থাকে না: 'যে-কেউই সূর্যের স্তুতি করে তারা সকলেই নিরোগ হয়; তাই আমিও সূর্যের স্তুতি করব, যাতে রোগমুক্তি ঘটে'।" "আরোগ্যমাপ্তবান্ শাম্বস্তুত্বা দেবমর্হপতিম্। স্যাদর্থাবগতিঃ পূর্বমিত্যাদিবচনে যথা॥ ততশ্চোপাত্তকালাদিন্যক্কারেণোপজায়তে। প্রতিপত্তুর্মনস্যেবং প্রতিপত্তির্নসংশয়ঃ॥ যঃ কোঽপি ভাস্করং স্তৌতি স সর্বোঽপ্যগদো ভবেৎ। তস্মাদহমপি স্তৌমি রোগনির্মুক্তয়ে রবিম্॥"—কা-অ, পৃঃ ৭৪।

৪) এদেরই সহৃদয় বলা হয়। অভিনবগুপ্ত সহৃদয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন: "কাব্য অনুশীলনের অভ্যাসবশতঃ মনোমুকুর স্বচ্ছ হওয়ায় কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে যাদের একাত্মতা অনুভব করার যোগ্যতা আছে তারাই হৃদয়সংবাদের অংশভাক্ সহৃদয়।" "যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয় তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে হৃদয়সংবাদভাজাঃ সহৃদয়াঃ"—লো-টী, ১.১। 'হৃদয়সংবাদ' বলতে এক হৃদয়ের সঙ্গে অন্য হৃদয়ের মিলন বা তাদাত্ম্য অথবা 'সমান অনুভব'। সকলেই সহৃদয় নয়, তাই সকলেই কাব্যাস্বাদের উপযুক্ত নয়।

অতুল গুপ্ত মহাশয় 'সংবাদ' শব্দের অর্থ করেছেন 'সমবাদ' (দ্রষ্টব্য: কাব্যজিজ্ঞাসা, ১৯৬১, পৃঃ ৩০)।

সাক্ষাৎকার=প্রতিভান সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: টীকা ২৭, পৃঃ ৯২।

৫) কালিদাস, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', ১ম অঙ্ক, দুষ্মন্তের উক্তি। "ঘাড় বাঁকানোর ফলে অতি রমণীয় [হরিণটি] বারবার রথের দিকে তাকিয়ে দেখছে; তীর এসে লাগবে ভয়ে পেছনটা একেবারে দেহের সামনের দিকে ঢুকে গেছে; পরিশ্রমের ফলে হাঁ-করা মুখ থেকে অর্ধেক চিবানো ঘাস খ'সে খ'সে পথে ছড়িয়ে পড়ছে; দেখো, দেখো, বিরাট বিরাট লাফ দিচ্ছে, যেন শূন্যেই চলেছে, মাটিতে পা পড়ছেই না।"

৬) কালিদাস, 'কুমারসম্ভবম্', ৩য় সর্গ, শ্লোক ৬২ ; "আর উমাও তার নীল অলকের মধ্যে শোভমান নবকর্ণিকারটিকে মাটিয়ে লুটিয়ে দিল ; কর্ণপল্লব খ'সে পড়ল ; মাথা নুইয়ে সে বৃষভধ্বজকে প্রণাম করল।"

৭) কালিদাস, 'কুমারসম্ভবম্', ৩য় সর্গ, শ্লোক ৬৭। "আর মহাদেবও কিছুটা ধৈর্য হারালেন, চাঁদ উঠতে সুরু করলে সমুদ্রের যেমনটি হ'য়ে থাকে। উমার মুখে, বিম্বফলের মতো অধর ও ওষ্ঠের দিকে, ত্রিনয়নের দৃষ্টি মেলে তাকালেন।"

৮) কাব্যের শব্দার্থবোধের পর যোগ্য ব্যক্তির অর্থাৎ সহৃদয়ের এমন এক মানস সাক্ষাৎকার ঘটে যার ফলে বর্ণিত বিষয়ের দেশকালাদি বিশেষ সম্বন্ধ তিরোহিত হ'য়ে একটি সাধারণ প্রতীতি জন্মে।

৯) অর্থাৎ, মৃগশিশুটি দেশকালের বিশেষত্ব পরিত্যাগ ক'রে সাধারণ হ'য়ে ওঠায়।

১০) মৃগশিশুর ভয়ের কারণ দুষ্যন্ত প্রকৃত নয়, কল্পিত—দুষ্যন্তবেশী নটমাত্র।

১১) ভয়ের আশ্রয় এবং ভয়ের কারণ উভয়েই বিশেষত্ববর্জিত, দেশকালে অনবচ্ছিন্ন হওয়ায় দর্শকের মনে ভয়ের যে অনুভূতি জাগে তা কোনো বিশেষ জাতীয় বা বিশেষ ব্যক্তিগত ভয় নয়, ভয়ের সাধারণরূপ বা সাধারণীকৃত ভয়। এই ভয় আর ভাব নয়, রস।

১২) ভয়কে যদি দর্শকের নিজের ব'লে মনে হয়, তাহলে তা থেকে দুঃখ, যদি অন্যের ব'লে মনে হয় তাহলে ঔদাসীন্য এবং যদি শত্রুর ব'লে মনে হয় তাহলে সুখ হবে। সব কয়টি ক্ষেত্রেই দর্শকের ভয়ের প্রতীতি কোনো না কোনো ভাবের সঙ্গে জড়িত, তাই তা রস-প্রতীতির বাধা-স্বরূপ ; এই ধরণের প্রতীতি ভাবই, রস নয়। কারণ, এ ক্ষেত্রে ভয়ের স্বরূপটি বিশেষত্ববর্জিত নয়, দেশ-কাল এবং ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে জড়িত।

১৩) তুঃ "যেন পুরোভাগে পরিস্ফুরিত হচ্ছে, যেন হৃদয়ে প্রবেশ করছে, যেন সর্ব অঙ্গ আলিঙ্গন করছে।" "পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্বাঙ্গীনমিব আলিঙ্গন্ . . . ." কা-প্র, ৪ উঃ।

১৪) অর্থাৎ, ভয়-বোধকে দর্শক-পাঠক একেবারে পরের ব'লেও

যেমন মনে করে না, তেমনি একেবারে নিজের ব'লেও মনে করে না। তা যদি করে তাহলে, প্রথম ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে লৌকিক ভয় জাগবে। উভয় ক্ষেত্রেই আস্বাদ অসম্ভব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বোধটি সাধারণীভূত ভয়ের অর্থাৎ ভয়ানক রসের এবং এই ভাবেই এই ভয়ানক-রসের আস্বাদ হয়। বিশ্বনাথ বলেছেন: "ওইটির আস্বাদের সময় পরেরও বটে আবার পরেরও নয়, নিজেরও বটে আবার নিজেরও নয়— এই রকম মনে হওয়ায় বিভাব প্রভৃতির কোনো ভিন্নতা বোধ থাকে না।" "পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ। তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"—সা-দ, ৩/৪৫। তুঃ "..সম্বন্ধবিশেষের স্বীকার অথবা পরিহার নিয়মের আগ্রহের অভাবের জন্য সাধারণভাবে প্রতীত হ'য়ে থাকে।" "....সম্বন্ধবিশেষস্বীকারপরিহারনিয়মানধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন প্রতীতৈঃ..."—কা-প্র, ৪ উ.।

১৫) ধোঁয়া দেখে যে আগুনের অনুমান হয় তা কোনো বিশেষ ধোঁয়া থেকে বিশেষ আগুন নয়—সাধারণ ধোঁয়া থেকে সাধারণ আগুনের অনুমান। সাধারণ ধোঁয়ার সঙ্গেই সাধারণ আগুনের ব্যাপ্তি, বিশেষ ধোঁয়ার সঙ্গে বিশেষ আগুনের ব্যাপ্তি নেই। ঠিক এই রকম কম্প থেকে যে ভয়ের অনুমান হয়, সেক্ষেত্রেও কম্প বা ভয় কোনোটিই বিশেষ নয়। কাব্য-নাট্যের ক্ষেত্রেও এইরকম (ভয়ের) বিভাবাদির মধ্য দিয়ে যে ভয় প্রতীত হয়, তা স্বভাবতই সাধারণ, সাধারণ 'হেতুর' সাহায্যে সাধারণ 'সাধ্যের' প্রতীতি। এইজন্য সাধারণরূপে প্রতীত বিভাবাদি এবং ভয়-বোধটি দেশ-কাল-অবস্থার দ্বারা পরিমিত নয়।

১৬) এক্ষেত্রে যে প্রতীতি হয় তা সাক্ষাৎকারাত্মক বা প্রত্যক্ষকল্প এবং নট ও তার অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি সমগ্রভাবে দর্শকের মনে উক্ত ভয়ের প্রত্যক্ষতা ঘটায়।

১৭) শব্দ ও অর্থে বর্ণিত বস্তু (এক্ষেত্রে হরিণ শিশু এবং তার ভয়) যেমন দেশ-কালের অতীতরূপে প্রতীত হয়, তেমনি দর্শকের দিক থেকেও দেশ-কাল ইত্যাদির পরিমিতত্বও ঘুচে যায়। বাস্তব জগতের সবকিছুর মধ্যেই যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়তভাবে অনুস্যূত আছে—সাধারণরূপে

প্রতীতির পক্ষে যা প্রতিবন্ধক—তার কোনো একটি সম্বন্ধ স'রে গেলে সমস্ত সম্বন্ধই স'রে যায়। হরিণ শিশু, তার ভয়, দুষ্মন্ত ইত্যাদিকে বিশেষ দেশ-কালের সম্পর্কচ্যুত মনে হ'লে, দর্শকের দেশ-কালের বিশেষ সম্বন্ধও অপসৃত হয়। আর তাই আন্তর স্থায়ী ও ব্যভিচারীগুলির অভিব্যক্তি কোনও প্রকারে দর্শক ও পাঠকের চিত্তকে বহির্জগতের সঙ্গে বদ্ধ রাখে না।

১৮) এইজন্যই রসজ্ঞ দর্শক-পাঠকমাত্রেরই ভয় প্রভৃতি যে সমস্ত ভাব নাট্য-কাব্য থেকে উপলব্ধ হয় তা একই রকমের সাধারণ উপলব্ধি। এখানে 'একঘনতা' শব্দের সাধারণ অর্থ 'একই রূপে প্রতীতি'। সাধারণীকরণের দুইটি দিক: একদিকে কাব্য-নাট্যে বর্ণিত বস্তু দেশকালাদিবিশেষরূপ বর্জিত হ'য়ে দর্শকের চিত্তে সাধারণরূপে উপস্থিত হয়; অন্যদিকে এই সাধারণরূপটি যোগ্য দর্শক-পাঠক মাত্রেরই চিত্তে একরূপে প্রকাশ পায়। "অ-সাধারণত্ব ত্যাগ করিয়া সকল দর্শকই এক সাধারণ সত্তা-চৈতন্যের ভূমিতে আরোহণ করায়, তাঁহাদের ভিতরে মূলগত সাদৃশ্যের উপলব্ধি সহজ হইয়া যায়। তখন মনে হয় প্রেক্ষাগারের সকল হৃদয়, সকল মন, সকল কর্ণ, সকল নয়ন যেন এক হইয়া গিয়াছে। ইহাই অভিনবগুপ্ত কথিত 'সর্বসামাজিকানাম্ একঘনতা'—সকল সামাজিকের একঘনতা, ইহারই অন্য নাম 'সকলসহৃদয়সংবাদশালিতা।"—ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, ২য় সং, পৃঃ ৭৯।

আর-জি-তে 'একঘনতা'-র অনুবাদ: "density of the spectators' perception"। বি-সি-তে: "একরূপসে প্রতীতি"।

১৯) দর্শক-পাঠকের চিত্তের একরূপতা ঘটার কারণ হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত বাসনা। কাব্য-নাট্যের সাধারণীকৃত ভয়ের বিভাব ইত্যাদি দর্শক-পাঠকের চিত্তের বাসনার রঙে রঙীন হ'য়ে ওঠে এবং ওই বিভাব ইত্যাদির সঙ্গে চিত্তের একাত্মতা ঘটে ব'লেই এইরকমের 'একঘনতা' সম্ভব হয়। সাধারণীকরণ না হ'লে 'বাসনা-সংবাদ' বা একাত্মতা সম্ভব নয়। আনন্দকুমার স্বামী এই জন্য 'সাধারণ্য' শব্দের অর্থ করেছেন; "the operation of an ideal-sympathy, a self identification with the imagined object."—ট্রানস্‌ফরমেসন অফ নেচার ইন আর্ট, ১৯৫৬, পৃঃ ৫১।

২০) সাধারণীকৃত ভয় ইত্যাদি ভাবের সঙ্গে বাসনার পরিচয়ে যে প্রতীতি বা বোধের জন্ম হয়, তা দেশকাল প্রভৃতির বিশেষত্ব বর্জন করায় ব্যক্তিগত সুখদুঃখের দ্বারা সংস্পৃষ্ট থাকে না। এইজন্য এইবোধটি বিঘ্নবিহীন। এ সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২১) 'চমৎ' ও 'কার' শব্দ দুইটির সমাসবদ্ধ রূপ 'চমৎকার'। 'চমৎ' শব্দের অর্থ বিস্ময়সূচক অভিব্যক্তি ('an interjection of surprise'—স্যানস্‌ক্রিট্ ইংলিশ ডিক্স্‌নারী: এম, এম, উইলিয়মস্: ১৯৫৬)। কিন্তু সমাসবদ্ধ পদে ছাড়া 'চমৎ' শব্দের স্বতন্ত্র কোনো প্রয়োগ নেই। এ ক্ষেত্রে 'চমৎকার' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'বিস্ময়সূচক অভিব্যক্তিরূপ কার্য' (চমৎ--কৃ+ঘঞ্); তা থেকে বিশেষ্য আশ্চর্য, বিস্ময় ইত্যাদি। অথবা, বিশেষণ আশ্চর্যকর, বিস্ময়কর (চমৎ--কৃ+ঘঞ্ করণবা)। অথবা, 'চম্' বা 'চম' ধাতুর মূল অর্থ 'পান' অথবা 'ভোজন' ('to sip to drink'—এম, এম, উইলিয়মস্; 'ভক্ষে ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ'—শব্দকল্পদ্রুম, কলিকাতা, ১৮৬৭)। এ থেকেই 'চম্' ধাতুর অর্থ ভোগ করা' বা 'আস্বাদ করা'। 'চম্' ধাতুর সঙ্গে শতৃ প্রত্যয় যোগে 'চমৎ' শব্দ গঠিত এবং 'কার' স্বার্থে প্রযুক্ত, এইভাবে গ্রহণ করলে 'চমৎকার' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় কোনো কিছুতে আস্বাদন-মগ্নতা (being immersed in the tasting of something)।

২২) অভিনবগুপ্ত অর্থ করেছেন "দেহের ঊর্ধ্বাংশ আনন্দের সঙ্গে আন্দোলন।" "গাত্রস্যোর্ধ্বং সাহ্লাদং ধূননমুল্লুকসনম্"—অ-ভা, ৬/৩৬।

এম, এম, উইলিয়মসের অভিধানে 'উল্লুকসন' শব্দ নেই, আছে 'উল্লকসন'; তার অর্থ: "erection of the hair of the body (through) joy"। হেমচন্দ্রে আছে 'উল্লসনক', তার অর্থ 'রোমাঞ্চ'।

২৩) প্রাকৃত শ্লোক। আকর-গ্রন্থ অজ্ঞাত।

২৪) 'স্পন্দ' শব্দের অর্থ পারিভাষিক। শৈব প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনে ব্যবহৃত শব্দ। শৈবমতে সংবিদই স্পন্দ বা 'ঘূর্ণী', যার অপর নাম 'স্ফুরত্তা', ; এই শক্তি অন্তহীন, এ থেকেই সবকিছু স্ফুরিত হয়। এই শক্তি যে কোনো চিত্তবৃত্তির অনুভবের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। অভিনবগুপ্ত বলেছেন: "অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, অত্যন্ত হৃষ্ট, অথবা কি করবো এই মনে ক'রে, অথবা সন্ত্রস্ত

হ'য়ে যে অবস্থায় পৌঁছায় সেই অবস্থাতেই স্পন্দ প্রতিষ্ঠিত।" "অতিক্রুদ্ধঃ প্রহৃষ্টো বা কিং করোমীতি বা মৃশন্। ধাবন্ বা যৎ পদম্ গচ্ছেৎ তত্র স্পন্দঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥"—স্পন্দকারিকা : সম্পা. জে, সি, চ্যাটার্জি : শ্রীনগর : ১৯১৩, ২/৬। স্পন্দই আনন্দশক্তি। কাব্যাস্বাদে এরই প্রকাশ। "তাই এই সমস্তই আনন্দরসের বিভ্রম (ঘূর্ণী)। মধুর গীতে, স্পর্শে অথবা চন্দন ইত্যাদিতে ঔদাসীন্য দূর হ'য়ে যখন হৃদয়ে স্পন্দমানতা ঘটে, তখন তাকেই আনন্দশক্তি বলা হয়; তারই ফলে মানুষ সহৃদয় হ'য়ে ওঠে।" "তত এব সমস্তোঽয়ং আনন্দরসবিভ্রমঃ। তথাহি মধুরে গীতে স্পর্শে বা চন্দনাদিকে ॥ মাধ্যস্থ্যবিগমে যাসৌ হৃদয়ে স্পন্দমানতা। আনন্দশক্তিঃ সৈবোক্তা যতঃ সহৃদয়ো জনঃ ॥"—তন্ত্রালোক : সম্পা. মধুসূদন কাউল শাস্ত্রী : শ্রীনগর : ১৯৩৮, ৩য় আহ্নিক, ২০৯-২১০।

২৫) এখানে 'চমৎকার' শব্দটিকে একাধিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রথম অর্থে—সাধারণীকৃত বিভাবাদির সঙ্গে বাসনার পরিচয় ঘটলে যে বিশিষ্ট প্রতীতির উদ্বোধ হয়; দ্বিতীয় অর্থে—এই প্রতীতির উদ্বোধের ফলে যে শারীর বিকারগুলি দেখা যায়; তৃতীয় অর্থে—অনবচ্ছিন্ন ভোগ বা আস্বাদের আবেশ; চতুর্থ অর্থে—ভোগাবিষ্ট মনের ক্রিয়া।

বিশ্বনাথের মতে 'চমৎকার' শব্দের অর্থ হচ্ছে "চিত্তের বিস্তার, যার অপর নাম বিস্ময়।" "চিত্তবিস্তাররূপো বিস্ময়াপরপর্যায়ঃ"—সা-দ, ৩/২ বৃ। নিজের সমর্থনে তিনি ধর্মদত্তের গ্রন্থ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন: "রসের সার হচ্ছে চমৎকার, তা রসে সর্বত্রই অনুভূত হয়। সেই চমৎকারের সার হচ্ছে অদ্ভুত রস।" "রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্বত্রাপ্যনুভূয়তে। তচ্চমৎকার-সারত্বে সর্বত্রাপ্যদ্ভুতো রসঃ ॥"

২৬) কালিদাস, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', পঞ্চম অঙ্ক, দুষ্মন্তের উক্তি।

২৭) 'প্রতিভান' (=প্রতিভা) শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার হ'লেও, বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত। প্রতিভা কবির শক্তি, প্রতিভান সহৃদয়ের। রাজ-শেখর প্রতিভার দুই ভাগ করেছেন; প্রথম, কারয়িত্রী—যে শক্তি কবির কাব্যরচনার সহায়ক ('কবেরুপকুর্বাণা কারয়িত্রী')। দ্বিতীয়, ভাবয়িত্রী—যে শক্তি ভাবকের ভাবনার সহায়ক, যা কবির চেষ্টা, অধ্যবসায়, ও

অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাত্মতা ঘটায় ("ভাবকত্বোপকুর্বাণা ভাবয়িত্রী। সা হি কবেঃ শ্রমমভিপ্রায়ং চ ভাবয়তি"—কা-মী, ৪ অ.)। প্রতিভান বলতে 'ভাবকত্বশক্তি' বা 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা'-কেই বুঝতে হবে।

২৮) সুনিশ্চিত প্রতীতিটি কিন্তু সাধারণীকৃত ভাবেরই প্রতীতি।

২৯) লৌকিক প্রতীতিতে আস্বাদ সম্ভব নয়; এটি সাক্ষাৎকারাত্মক এবং অনুভবসিদ্ধ, তাই মিথ্যা নয়; এটি লৌকিকের সদৃশ বা অনুকরণও নয়; অথবা শুক্তিতে রজতজ্ঞানের মতো আরোপিত (super-imposed) জ্ঞানও নয়। সাধারণীকরণের ফলে প্রতীতিটি বিঘ্নবিহীন, আস্বাদস্বরূপ।

অভিনবগুপ্ত অন্যত্র এটি বিস্তারিত বুঝিয়েছেন: "তাদের (অর্থাৎ নাটকের পাত্র-পাত্রীদের) সম্পর্কে প্রকৃতের জ্ঞান হয় না; এ অমুকের মতো—এইরকম সাদৃশ্যের জ্ঞান হয় না; রজতের স্মরণ হওয়ায় শুক্তিতে রজতজ্ঞানের মতো নিশ্চয়াত্মক প্রতীতিও হয় না; সত্যজ্ঞান বাধিত হওয়ার পর মিথ্যাজ্ঞানের মতো আরোপের জ্ঞানও হয় না। (কোনো চাষীর মূর্খতা বোঝাতে) 'হেলে গরু'র মতো নিশ্চয়াত্মক প্রতীতি হয় না; 'চন্দ্রমুখে'র মতো উৎপ্রেক্ষারূপে জ্ঞান হয় না; চিত্র বা মূর্তির মতো অনুকরণের জ্ঞান হয় না; গুরু-শিষ্যের শাস্ত্রব্যাখ্যানের মতো অনুকরণের জ্ঞান হয় না; ইন্দ্রজালের (magic) মতো তাৎকালিক সৃষ্টির জ্ঞান হয় না; হাতসাফাই প্রভৃতি মায়ার (illusion) মতো সুকৌশলে তৈরি নকলের জ্ঞান হয় না। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই সাধারণত্ব না থাকায় দর্শকের মন উদাসীন থাকে, তাই রসাস্বাদ সম্ভব হয় না।" "তেষু ন তত্ত্বেন ধীঃ, ন সাদৃশ্যেন অয়মমুকবৎ, ন ভ্রান্তত্বেন রূপ্যস্মৃতিপূর্বকশুক্তি-রূপ্যবৎ, নারোপেন সম্যগ্‌জ্ঞানবাধান্তরমিথ্যাজ্ঞানবৎ, ন তদধ্যবসায়েন গৌর্বাহীকবৎ, নোৎপ্রেক্ষমাণত্বেন চন্দ্রমুখবৎ, ন তৎপ্রতিকৃতিত্বেন চিত্র-পুস্তবৎ, ন তদনুকারেণ গুরুশিষ্যব্যাখ্যাহেবাকবৎ, ন তৎকালনির্মাণেন ইন্দ্রজালবৎ, ন যুক্তিবিরচিত তদাভাসতয়া হস্তলাঘবাদিমায়াবৎ। সর্বেষ্বেতেষু পক্ষেষু অসাধারণতয়া দ্রষ্টুরৌদাসীন্যে রসাস্বাদাযোগাৎ"—অ-ভা, ১/১০৩।

৩০) ভট্টলোল্লটের মতে রস-প্রতীতি স্থায়ীর পরিপুষ্ট অবস্থার

প্রতীতি। সাধারণীকরণের ফলে দেশ-কালের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্থায়ীর যে রূপান্তর হয় তাকে তার চূড়ান্ত বা পরিপুষ্টির অবস্থা বলা চলে। এইভাবে দেখলে রসপ্রতীতিকে স্থায়ীর পরিপুষ্টির অবস্থার প্রতীতি মানা চলে।

৩১) শঙ্কুকের মতে রস-প্রতীতি স্থায়ীর অনুকরণের প্রতীতি। নাট্যে নট যে-অনুভাবগুলি প্রদর্শন করে তারা সদৃশ নয়, সজাতীয়। কারণ, সাধারণরূপের সাদৃশ্য হ'তে পারে না, তাই অনুকরণ সম্ভব নয়। "কিন্তু যদি মুখ্য লৌকিকের অনুসারী বা অনুগামী ব'লেই একে অনুকরণ বলা হয় তাহলে কোনো ক্ষতি নেই।" "যদি ত্বেবং মুখ্যলৌকিককরণানুসারিতয়া অনুকরণমিত্যুচ্যতে তন্ন কশ্চিদ্দোষঃ"—অ-ভা, ১/১০৩।

৩২) বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ অনুসারে ঘট-পটের বাহ্য রূপের অস্তিত্ব নেই। এরা জ্ঞানস্বরূপ। যেমন স্বপ্নে বাহ্য বস্তু নেই, কেবল তার জ্ঞান আছে, তেমনি জাগ্রতেও ঘট-পট বাহ্যরূপহীন, জ্ঞানমাত্র। এঁদের মতে ঘট-পটের অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর প্রতীতি=ঘটপট-রূপে বিজ্ঞানের অবভাস। শুক্তিতে রজতজ্ঞান বা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান ভ্রান্ত হ'লেও ওদের রূপে বিজ্ঞানই অবভাসিত। এই রকম নাট্যে অভিনয়ের সময় বিভাব ইত্যাদির রূপে ওই বিজ্ঞানই ভাসিত হয়। যাঁরা বলতে চান বাহ্য বিভাবাদির সমগ্রতাই রসের জনক, বিজ্ঞান-বাদ অনুসারে তাঁদের মতটিকে মানা চলে; কেননা, বিজ্ঞানবাদ অনুসারে বিভাবাদির সমগ্রতা 'জ্ঞানাকারমাত্রই'।

ছয়

এই প্রতীতিতে সাতটি বিঘ্ন : ১) প্রতীতির বিষয়ে যোগ্যতা না থাকা, যার নাম সম্ভাবনার অভাব ; ২) স্বগত বা পরগত ভাবের ফলে দেশ-কাল বিশেষের আবেশ ; ৩) নিজের সুখ ইত্যাদির বশীভূত হওয়া ; ৪) যা দিয়ে প্রতীতি হয় তা না থাকা ; ৫) স্ফুটতার অভাব ; ৬) মুখ্য না হওয়া ; ৭) সংশয়ের উপস্থিতি। এই যেমন—

১) জ্ঞানের বিষয়টি যার কাছে অসম্ভব ব'লে মনে হয়, সে ওই বিষয়ের মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করাতেই পারে না। তাই তাতে বিশ্রান্তি হবে কি ক'রে ?[১] এইটিই প্রথম বিঘ্ন।

ওইটির অপসারণের উপায়, হৃদয়সংবাদ এবং লৌকিক সামান্য বস্তুকে বিষয়রূপে [গ্রহণ]।[২] অলৌকিক সামান্য বিষয়ে কিন্তু উপায় হচ্ছে, যাঁরা [তাঁদের] অখণ্ড প্রসিদ্ধির জন্য বদ্ধমূল প্রত্যয়ের বিস্তার ঘটান, সেই প্রখ্যাত রাম প্রভৃতির ভূমিকা গ্রহণ করা।[৩] এইজন্যই লোকোত্তর মহিমার শিক্ষা এবং জ্ঞানই যে-নাটক ইত্যাদির উদ্দেশ্য, স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রখ্যাত ঘটনার বিষয় ইত্যাদি নির্ধারিত হয় ;[৪] প্রহসন ইত্যাদিতে তার প্রয়োজন হয় না।[৫] অবসর মতো এ সম্পর্কে বলব, এখন এই পর্যন্তই থাক।[৬]

২) আর, স্বগত সুখদুঃখ ইত্যাদির জ্ঞানের আস্বাদন যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেগুলি নষ্ট হওয়ার ভয়, সেগুলি টিকিয়ে রাখার ব্যগ্রতা, সেগুলির মতো অন্যকে লাভের ইচ্ছা, সেগুলি প্রকট করার ইচ্ছা, সেগুলি গোপন করার ইচ্ছার ফলে, অথবা অন্য কোনো প্রকারে অন্য রকম জ্ঞানের উৎপত্তি ঘ'টে যাওয়াই সবচেয়ে বড় বিঘ্ন।

পরগতভাবে আস্বাদন হয় মানলে তো, সুখদুঃখের জ্ঞানে স্বভাবতই নিজের অন্তরে সুখ, দুঃখ, মোহ, ঔদাসীন্য ইত্যাদি অন্য রকম জ্ঞানের সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী।[৭]

"কার্যো নাতিপ্রসঙ্গোঽত্র" ইত্যাদি [শ্লোকে উল্লিখিত] পূর্বরঙ্গ উদ্ঘাটনের পর[৮] এবং "নটীবিদূষকো বাপি" ইত্যাদি [শ্লোকে উল্লিখিত] প্রস্তাবনা চোখে দেখার ফলে[৯] [নটের] স্বরূপের যে প্রতীতি হয়, তার সঙ্গে সঙ্গেই মুকুট ইত্যাদির সাহায্যে ওই-[প্রতীতি-]টি ঢেকে দেওয়ার কৌশলই [এই বিঘ্ন] নিরাকরণের উপায় ; এর সঙ্গে থাকে নাট্যধর্মী,[১০] ভাষা ইত্যাদির ভেদ, নৃত্যাদির অঙ্গ, মঞ্চ ও মণ্ডপগত কক্ষা প্রভৃতির ব্যবহার। এইরকম হয় ব'লেই, 'এই [নটের] এই স্থানে, এই কালে সুখ অথবা দুঃখ'—এইরকম প্রতীতি হয় না ; কারণ, [নটের] স্বরূপটি নিষেধিত হয়।[১১] আর, আরোপিত [রাম প্রভৃতি] অন্যরূপের প্রতিভাসের জ্ঞানের সম্পূর্ণতা না ঘটায় [রাম প্রভৃতির] স্বরূপের জ্ঞানটিও সম্পূর্ণ হয় না। প্রকৃত পক্ষে, তাদের স্বরূপ নিষেধিত হওয়াতেই পর্যবসিত হয়।[১২]

এই যেমন, আসীনপাঠ্য, পুষ্পগণ্ডিকা প্রভৃতি [নৃত্য][১৩] লোক-জগতে চোখে পড়ে না, তাই ব'লে তাদের যে অস্তিত্ব নেই তা তো বলা চলে না ; কারণ, তারা কোনো না কোনো ভাবে আছেই।[১৪] সার্থক সাধারণীকরণ ঘটানোর জন্য রসচর্বণার উপযুক্ত কারণকলাপ [ভরত] মুনি এক জায়গায় ক'রে দেখিয়েছেন।[১৫] যথা সময়েই তা স্পষ্ট হবে, এখানে তার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই। এখানে স্বগত ও পরগতভাবে থাকা বিঘ্নগুলি অপসারণের কৌশলটি দেখানো হ'ল।

৩) যে নিজের সুখ ইত্যাদিতে আবিষ্ট হয়, তার কখনও অন্য-বস্তুতে মনঃসংযোগ ঘটতে পারে না। এই কারণেই এই বিঘ্নটি দূর করার জন্য প্রত্যেক পদার্থের অন্তর্ভূত সাধারণ ধর্মের মাহাত্ম্যে

সকলের উপভোগ্য হওয়ার উপযুক্ত, শব্দ ইত্যাদির বিষয়সমন্বিত আতোদ্য, গান, বিচিত্র মণ্ডপ, বিদগ্ধ গণিকার দ্বারা মনকে রঙীন ক'রে তোলার প্রয়োজন হয়। এর ফলে হৃদয় স্বচ্ছতালাভ করায় হৃদয়হীনও সহৃদয় হ'য়ে ওঠে।[১৬] তাই বলা হয়েছে: "[কাব্য] দৃশ্য এবং শ্রব্য"।[১৭]

৪) যাদের দিয়ে প্রতীতি হবে, তারাই যদি না থাকে, তাহলে প্রতীতি তো হ'তেই পারে না।

৫) অনুমান সম্ভব হ'লেও শব্দ থেকে যদি প্রতীতিটি অস্ফুট হয়, তাহলে প্রতীতির সম্পূর্ণতা ঘটে না; কারণ, ঠিক প্রত্যক্ষের মতো প্রত্যয়ই স্ফুট-প্রতীতির স্বভাব এবং তার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়।[১৮] যেমন, বলা হয়েছে:

"এই সমস্ত নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই [=প্রমিতি] প্রত্যক্ষনির্ভর।"[১৯]

নিজের সাক্ষাৎকার ঘটলে হাজার শাস্ত্রবচনে, হাজার অনুমানেও নিজের প্রতীতিটি অন্য রকমের হ'তে পারে না; অন্য রকম সাক্ষাৎকারের ফলে দৃঢ় হওয়ার জন্যই অলাতচক্র প্রভৃতির প্রতীতির মতো ওই প্রতীতিটি স্থিরীকৃত হয়।[২০] লৌকিক [প্রতীতির] পারম্পর্যটি এইরকমই। তাই, ওই দুই রকম বিঘ্ন[২১] দূর করার জন্য লোকধর্মী,[২২] বৃত্তি[২৩] ও প্রবৃত্তি[২৪] দিয়ে ভূষিত [চার প্রকার] অভিনয়কে চিরকাল সসম্মানে মেনে চলা হয়। অভিনয়-ক্রিয়াটি সশব্দ[২৫] বা অনুমানের ব্যাপার থেকে অন্য রকমেরই, তা হচ্ছে সাক্ষাৎকার ব্যাপারের অনুরূপ।[২৬] এইটি পরে প্রমাণ করব।

৬) যে বস্তু মুখ্য হ'য়ে ওঠেনি তার জ্ঞানে কারুর কি জ্ঞানের সম্পূর্ণতা ঘটতে পারে? তা পারে না এইজন্য যে, অন্য কোনো মুখ্য [প্রত্যয়কে] খুঁজে নিতে ছোটে ব'লেই মনের মধ্যে ওই প্রত্যয়টির সম্পূর্ণতা ঘটে না।[২৭] সমস্ত বিভাব-অনুভাব জড় এবং ব্যভিচারী-গুলি জ্ঞানাত্মক হ'লেও স্বভাবতই অন্যের উপর নির্ভরশীল—তাই

তাদের মুখ্যতা ঘটে না। স্থায়ী এদের চেয়ে স্বতন্ত্র এবং স্থায়ীই চর্বণার বস্তু।[২৮]

এরা পুরুষার্থনিষ্ঠ ; এদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চেয়ে মুখ্য হ'য়েই প্রতীত হয়।[২৯] এই যেমন, রতি কামনিষ্ঠ, আবার কামের অনুষঙ্গী ধর্ম ও অর্থনিষ্ঠ।[৩০] আর, ক্রোধই যার প্রধান, তার ক্রোধ অর্থনিষ্ঠ—কাম ও ধর্মে পর্যবসিত। উৎসাহ, ধর্ম ইত্যাদি সকলের মধ্যেই পর্যবসিত হয়। তত্ত্বজ্ঞান থেকে উৎপন্ন নির্বেদ-প্রধান[৩১] বিভাব মোক্ষের উপায়। এইভাবেই এদের মুখ্যতা।

আর, যদিও একটির সঙ্গে অন্যটির [পারস্পরিক] সম্পর্কে এদের গৌণতা ঘটে, তবুও যে-নাটকে যে মুখ্য, সেখানে সে মুখ্যই হ'য়ে থাকে। এইজন্যই নাটক-ভেদের পর্যায় অনুসারে এদেরই মুখ্যতা চোখে পড়ে।[৩২] কাছাকাছি থেকে খুঁটিয়ে দেখলে কিন্তু এদের পৃথক্ পৃথক্ মুখ্যতাই চোখে পড়বে।[৩৩]

এক্ষেত্রে, এদের সকলের মধ্যে সুখেরই প্রাধান্য ; কেননা আত্ম-চৈতন্যের চর্বণাত্মক, একঘন প্রকাশটি আনন্দসর্বস্ব।[৩৪] এই যেমন, একঘন শোকচর্বণাতে বাস্তবজগতে স্ত্রীলোকদেরও হৃদয় বিশ্রান্তি লাভ ক'রে থাকে ;[৩৫] তার কারণ, বিঘ্নশূন্যতাই বিশ্রান্তির স্বরূপ। বিশ্রান্তির অভাবের নামই দুঃখ।[৩৬] রজোগুণের বৃত্তিত্ব বোঝাতে গিয়ে কপিলপন্থীরা এইজন্যই ব'লে থাকেন : "চাঞ্চল্যই দুঃখের প্রাণ।"[৩৭] তাই সকল রসের স্বরূপ হ'চ্ছে আনন্দ। কিন্তু যে-বিষয়-গুলি রঙীন ক'রে তোলে তাদের প্রভাবে এদের কারুর কারুর মধ্যে কর্কশতার স্পর্শও থাকে। যেমন, বীরের থাকে, কেননা ক্লেশসহিষ্ণুতা ইত্যাদিই বীরের প্রাণ।[৩৮] এইভাবেই রতি ইত্যাদির মুখ্যতা।[৩৯]

আবার, সকল ধরনের মানুষের পক্ষে সহজে গ্রহণযোগ্য বিভাবের জন্য হাস ইত্যাদির[৪০] অত্যন্ত রঙীন ক'রে তোলার ক্ষমতা থাকে; তাই তাদেরও মুখ্যতা ঘটে। এইজন্যই যারা উত্তম প্রকৃতির নয়, তাদের

বেশি মাত্রায় হাস ইত্যাদি হ'য়ে থাকে। যারা একেবারেই অধম, তারা সকলেই হাসে, শোকার্ত হয়, ভয় পায়, পরনিন্দা ভালবাসে, আর ভাল কথা একটু শুনতে না শুনতেই অবাক হ'য়ে যায়। রতি ইত্যাদির অঙ্গ হওয়ার জন্য এরা কিন্তু পুরুষার্থ লাভ ঘটাবার যোগ্যও বটে।[৪১] এদের গৌণ ও মুখ্য ক'রে দেখানোর ভিত্তিতেই দশ রকম নাটকের ভেদ হয়েছে। এ সম্পর্কে পরে বলব।

আর, মাত্র এদেরই স্থায়িত্ব আছে।[৪২] প্রাণীমাত্রেই জন্মসূত্রে এই কয়টি বোধের সঙ্গে বিজড়িত। এই যেমন—

"দুঃখের সংস্পর্শকে যে ঘৃণা করে সে সুখ ভোগের জন্য তৎপর।"[৪৩]
—এই ন্যায় অনুসারে সকল মানুষই কামেচ্ছায় আচ্ছন্ন হয়; নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভেবে অপরকে উপহাস করে; বাঞ্ছিতের বিয়োগে সন্তপ্ত হয়; বিয়োগের কারণগুলির প্রতি ক্রুদ্ধ হয়; শক্তি না থাকলে সেগুলি থেকে ভয় পায়; আবার জয় করারও কিছুটা ইচ্ছা জাগে; অনুচিত কোনো বস্তুবিশেষের প্রতি বিমুখতায় মন ভারী হ'য়ে ওঠে, তাকে অবাঞ্ছিত ব'লে মনে করা হয়; নিজের অথবা পরের এই ধরণের কাজ দেখে বিস্ময় জাগে; আবার কাউকে বা ত্যাগ করতেই ইচ্ছে হয়।[৪৪]

এইসব চিত্তবৃত্তির বাসনাশূন্য কোন প্রাণীই হ'তে পারে না। শুধু কারুর কোনোটি বেশি, কারুর কোনোটি কম। কারুর স্বাভাবিক বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, কারুর বা তার বিপরীত। এইজন্য এদেব কোনো কোনোটি পুরুষার্থলাভেরও উপযুক্ত, তাই শেখার এবং শেখাবার যোগ্য।[৪৫] এদের বিভাগ করার দরুনই [মানুষের] উত্তম প্রকৃতি ইত্যাদি [প্রকৃতি-] ভেদ হ'য়ে থাকে।[৪৬]

আবার, গ্লানি, শঙ্কা ইত্যাদি[৪৭] এই যে বিশেষ চিত্তবৃত্তিগুলি, উপযুক্ত বিভাবের অভাবে এরা জন্মের মধ্যেও উৎপন্ন হয় না। এই

যেমন, যে মুনি রসায়ন অভ্যাস করেছেন[৪৮] তাঁর গ্লানি, শ্রম ইত্যাদি জাগে না। বিভাবের প্রভাবে যদি বা কারুর জাগে, তাহলেও কারণ দূর হ'লেই ক্ষীণ হ'তে হ'তে তাদের সংস্কারের লেশটুকুও নিশ্চিতভাবে মিলিয়ে যায়। কিন্তু নিজেদের কাজটি শেষ ক'রে [আপাতদৃষ্টিতে] বিলীন মনে হ'লেও বীর ইত্যাদির সংস্কারের শেষটুকু মিলিয়ে যায় না। কারণ, উৎসাহ ইত্যাদির কাজের অন্য বিষয়গুলি অটুটই থেকে যায়।[৪৯] তাই পতঞ্জলি বলেছেন ঃ

> "একটি নারীর প্রতি চৈত্রের অনুরাগ বললে একথা বোঝায় না যে অন্য নারীদের প্রতি তার বিরাগ।"[৫০]

ইত্যাদি।

এইজন্যই এই ব্যভিচারীগুলি যেন স্থায়ী চিত্তবৃত্তির সুতোয় গাঁথা ; এরা আবির্ভাব ও তিরোভাবের হাজার রকম বিচিত্র ধর্ম-বিশিষ্ট নিজস্ব রূপটি লাভ করে ;[৫১] এরা লাল অথবা নীল সুতোয়[৫২] গাঁথা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকার জন্য হাজার রকমের ভঙ্গিপূর্ণ স্ফটিক, কাচ, অভ্র, পদ্মরাগ, মরকত, মহানীল ইত্যাদির টুকরোর মতো ; এরা ওই সুতোয় নিজেদের সংস্কারের বৈচিত্র্যের ছাপ এঁকে দিতে না পারলেও, ওই সুতোয় গ'ড়ে ওঠা অলঙ্কৃত বিন্যাসটিকে ধারণ ক'রে রাখে[৫৩] এবং নিজেদেরকে ও বিচিত্র-অর্থময় স্থায়ীসুতোটিকে বৈচিত্র্য-ময় ক'রে তোলে ;[৫৪] শুদ্ধ স্থায়ীসুতোটিকেও মধ্যে মধ্যে এরা প্রকাশের অবকাশ ঘটিয়ে দেয় ;[৫৫] আর, এছাড়াও আগের ও পরের ব্যভিচারী রত্নগুলির প্রতিচ্ছায়ার জন্য নিঃসংশয়ে নানা বর্ণ-সংযোগ ঘটিয়ে এরা প্রকাশিত হয়।[৫৬] এইজন্যই এদের ব্যভিচারী বলা হয়।[৫৭]

যেমন, কেউ যদি বলে, 'এইটি গ্লানি', তাহলে প্রশ্ন হবে ঃ 'কি থেকে হ'ল ?' এই প্রশ্ন থেকেই বোঝা যায় যে এটি স্থায়ী নয়।[৫৮]

কিন্তু যদি বলা হয় : 'রামের উৎসাহ জেগেছে', তাহলে এখানে ঠিক ওই প্রশ্নটি ওঠে না।

আর, তাই এক্ষেত্রে বিভাবগুলি উদ্বোধক হ'য়ে নিজেদের রঙীন ক'রে তোলার শক্তি বিস্তার ক'রে রতি, উৎসাহ ইত্যাদির ঔচিত্য-অনৌচিত্যটুকুই শুধু রক্ষা করে।[৫৯] কিন্তু তাদের অভাব ঘটলে স্থায়ীদের যে একেবারেরই অস্তিত্ব থাকে না, তা বলা চলে না। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, তারা বাসনার আকারে সকল প্রাণীর মধ্যেই থাকে। নিজস্ব বিভাবটি না থাকলে ব্যভিচারীদের তো নামটুকুও থাকে না। এখানে এইটুকু ব্যাখ্যার পর এ সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তার করা হবে।[৬০] এইভাবে মুখ্য না-হওয়ার [বিঘ্নটির] নিরাকরণ করা হ'ল। "স্থায়ীভাবগুলিকে রসতা ঘটাবো" এই উক্তিতে সামান্য লক্ষণেই যা বলা হয়েছিল, স্থায়ী কাকে বলে তা বোঝাতে গিয়ে, তার বিশেষ লক্ষণ করা হ'ল।[৬১]

৭) আর, অনুভাব, বিভাব এবং ব্যভিচারীদের পৃথক্ পৃথক্ স্থায়ীর সঙ্গে সম্পর্কের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কারণ, অশ্রু ইত্যাদিকে আনন্দ, চোখের অসুখ ইত্যাদির জন্য দেখা যেতে পারে ;[৬২] বাঘ প্রভৃতিও ক্রোধ, ভয় ইত্যাদির কারণ হ'তে পারে ;[৬৩] শ্রম, চিন্তা ইত্যাদিকে উৎসাহ, ভয় ইত্যাদি অনেকের সঙ্গে থাকতে দেখা যায়।[৬৪] কিন্তু এরা একত্রে সম্পর্কের নির্দিষ্ট নিয়মে বদ্ধ। যেমন, যেখানে বন্ধুবিয়োগই বিভাব, কিন্তু বিলাপ, অশ্রুপাত ইত্যাদি অনুভাব, চিন্তা, দৈন্য ইত্যাদি ব্যভিচারীভাব, সেখানে ওইটি অবশ্যই শোক। এতে কোনো রকম সংশয় দেখা দিলে, সেই আশঙ্কার বিঘ্নটি দূর করার জন্য [ওদের] 'সংযোগ'ই উপাত্ত (datum)।[৬৫]

এই ক্ষেত্রে, মানুষের আচরণের মধ্যে কার্য-কারণের একান্তভাবে অবস্থানের চিহ্ন দেখে, অপবের স্থায়ী চিত্তবৃত্তির অনুমানের অভ্যাসের

ফলে, পটুতা অর্জন করা চাই।[৬৬] উদ্যান, কটাক্ষ, ধৃতি ইত্যাদি তাদের লৌকিক কারণ-স্বভাব ইত্যাদির সীমা ছাড়িয়ে বিভাবনা-অনুভাবনার জন্য সব কিছু রঙীন ক'রে তোলারই স্বরূপত্ব লাভ করে; এইজন্যই এদের অলৌকিক বিভাব ইত্যাদি বলা হয়।[৬৭] পূর্বের কারণ ইত্যাদি জাত সংস্কারের উপরেই এরা নির্ভরশীল[৬৮] —এইটি বোঝানোর জন্যই বিভাব ইত্যাদি নামকরণের প্রয়োজন। ভাবাধ্যায়ে এদের স্বরূপের বিভিন্নতা আলোচনা করব।[৬৯] এখন গৌণতা ও মুখ্যতার পর্যায় অনুসারে সম্যক্ ভাবে যুক্ত হ'য়ে এবং সব মিলে একটি হ'য়েই সামাজিকের চেতনায় তারা ধরা পড়ে ;[৭০] এবং অলৌকিক বিঘ্নবিহীন জ্ঞানাত্মক এক চর্বণার উপলব্ধির বস্তুকে জাগিয়ে তোলে; যতক্ষণ চর্বণা চলে ততক্ষণই এই বস্তুটির প্রাণ; আগে থেকেই আছে এমন কোনো কিছু এ নয়, এ ঠিক সেই সময়টিরই বিষয়; চর্বণার বাইরে কোনো সময় এ থাকে না,[৭১] এ স্থায়ী থেকে স্বতন্ত্র এবং এই [প্রাণ-] বস্তুই রস।

"বিভাব ইত্যাদি থেকে যে-স্থায়ীকে বুঝতে পারা যায়, তা আস্বাদ্য হয় ব'লেই তাকে রস বলা হয়"—শঙ্কুক প্রভৃতিরা এই যা বলেছেন—রস কিন্তু সেরকম নয়। তা যদি হয়, তাহলে বাস্তব জগতে কেন রস হবে না ? যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই তা থেকেই যদি রস হ'তে পারে, তাহলে যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে তা থেকে কেন রস হবে না।[৭২] তাই বলতেই হবে যে স্থায়ীকে বুঝতে পারাটা অনুমানই, কিন্তু রস তা নয়।[৭৩] এইজন্যই সূত্রে 'স্থায়ী' শব্দটি দেওয়া হয়নি। তা দিলে বরং খট্‌কাই লাগত।[৭৪] "স্থায়ী রস হয়"[৭৫] একথা বলা হয় শুধু এইজন্যই যে এইভাবে বলাটাই স্বাভাবিক।

আর, স্বাভাবিক এইজন্য যে, ওই স্থায়ীর কারণ ইত্যাদিরূপে যাদের জানা আছে, এখন তারাই চর্বণার উপযোগী হ'য়ে ওঠায়

বিভাবত্ব লাভ করে।[৭৬] তাই লৌকিক চিত্তবৃত্তির অনুমানে কেমন ক'রে আস্বাদ্যতা ঘটবে? এইজন্যই, এই অলৌকিক, চমৎকারাত্মক রসাস্বাদটির লক্ষণ স্মৃতি, অনুমান এবং লৌকিক নিজস্ব জ্ঞান থেকে পৃথক্।[৭৭]

এই যেমন, যার হৃদয় অনুমানের দ্বারা সংস্কৃত, তার লাস্যময়ী রমণী ইত্যাদি [বিভাবের] উদাসীনভাবে [= তাটস্থ্য][৭৮] প্রতীতি হয় না। বরং সহৃদয়তা—যার স্বরূপ হচ্ছে হৃদয়ের আদানপ্রদান—তারই শক্তিতে যে-রস পূর্ণ হ'য়ে উঠবে, যেন তার আস্বাদের অঙ্কুরোদ্গমরূপে, যেন অনুমান, স্মৃতি ইত্যাদির পথ ছাড়াই, বিভাবের সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে ওঠার উপযুক্ত চর্বণার প্রাণরূপে এই প্রতীতি হ'য়ে থাকে।

আর, ওই চর্বণা আগের অন্য কোনো ধারণা [= মান] থেকে আসে না যে এখন তাকে স্মৃতি বলা চলে; তা লৌকিক প্রত্যক্ষ ইত্যাদি প্রমাণের ব্যাপারও নয়।[৭৯] বরং ওই চর্বণা অলৌকিক বিভাব ইত্যাদির সংযোগের শক্তিতেই প্রাপ্ত; আর, তা প্রত্যক্ষ, অনুমান, শাস্ত্রবাক্য, উপমান[৮০] ইত্যাদি লৌকিক প্রমাণ থেকে জানা রতি ইত্যাদির জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র; যোগীর সাক্ষাৎকারের ফলে উৎপন্ন অপরের অনুভূতি সম্পর্কে উদাসীন জ্ঞান থেকেও স্বতন্ত্র;[৮১] সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আসক্তিহীন, শুদ্ধ, পরম যোগীর একঘন আত্মানন্দের অনুভব থেকেও স্বতন্ত্র।[৮২] কারণ, এদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই [লৌকিক] লাভালাভ ইত্যাদি অন্য বিঘ্নের আবির্ভাব ঘটে;[৮৩] উদাসীনতার জন্য স্ফুটতা ঘটে না এবং বিষয়ে আবিষ্ট হ'য়ে থাকার জন্য বিবশতা ঘটে;—তাই এদের মধ্যে সৌন্দর্যের অভাব।[৮৪]

কিন্তু এখানে চর্বণাটি কেবলমাত্র আত্মগতভাবে ঘটে না ব'লেই

বিষয়াবেশের ফলে বিবশতা হয় না। আবার, নিজের অনুপ্রবেশ হওয়ায় পরগতভাবে ঘটে না ব'লেই উদাসীনতা ও অস্ফুটতা হয় না। ওই বিভাব ইত্যাদির সাধারণীকরণের প্রভাবে সম্যক্-রূপে উদ্বুদ্ধ নিজের রতি ইত্যাদি বাসনার আবেশের প্রভাবে অন্যান্য বিঘ্নগুলির যে সম্ভাবনাও থাকে না, একথা বহুবার বলেছি। এইজন্যই, বিভাব ইত্যাদি রসের নিষ্পত্তির কারণ নয়। তা যদি হয়, তাহলে কারণ বোধটি অপসৃত হ'লেও রস সম্ভব হয়, একথা বলতে হবে।[৮৫]

তারা জ্ঞাপক হেতুও নয়; কারণ, তাহলে [রস] প্রমাণের মধ্যে পড়বে। যাকে আগে প্রমাণ করা হয়েছে অথবা যাকে এখন প্রমাণ করতে হবে, এমন কোনো রসের অস্তিত্ব নেই।[৮৬]

তাহলে, এই বিভাব ইত্যাদি বলতে কি বোঝাবে? বোঝাবে, এরা অলৌকিক এবং এরা চর্বণার উপযোগী।[৮৭]

এমনটি কি আর কোথাও দেখা যায়?

দেখা যায় না ব'লেই তো এদের যে অলৌকিক স্বভাবটি আমি প্রমাণ করতে চাইছি, তার যুক্তিই জোরালো হয়। পানকরসের আস্বাদটি কি গুড়, মরীচ ইত্যাদিতে দেখা যায়? এও ঠিক সেই রকমের।[৮৮]

প্রশ্ন হ'তে পারে: তাহলে তো রস প্রমাণের বস্তুই নয়—এই তো যুক্তি থেকে পাই। যদি আস্বাদ্যতাই এর একমাত্র প্রাণ হয়, যদি এর প্রকৃতি প্রমাণসাপেক্ষ বস্তুর মতো না হয়, তাহলে সূত্রের 'নিষ্পত্তি'র ব্যাখ্যা কি হবে?

তার ব্যাখ্যা: রসের [নিষ্পত্তি] নয়, রস বস্তুটির আস্বাদনের নিষ্পত্তি। আর, 'রসের নিষ্পত্তি' বলতে যদি একমাত্র ওই আস্বাদের দ্বারা প্রাণবন্ত রসের নিষ্পত্তি বলা হয়, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই।[৮৯]

আর, এই আস্বাদন প্রমাণের ব্যাপার নয়, [কারুর] ঘটানোর ব্যাপারও নয়। এটি স্বতঃসিদ্ধ, তাই অপ্রামাণিকও নয়। নিজের অনুভবই এর প্রমাণ।

আর, আস্বাদন তো জ্ঞানই, তবে অন্য রকম লৌকিক জ্ঞান থেকে এর লক্ষণ স্বতন্ত্র। তার কারণ, তার বিভাব প্রভৃতি উপায়গুলির লক্ষণ লৌকিক থেকে স্বতন্ত্র। তাই, বিভাব ইত্যাদির 'সংযোগে' যে-আস্বাদনের নিষ্পত্তি হয়, সেই নিষ্পন্ন আস্বাদনে উপলব্ধ, লৌকিক সীমা ছাড়ানো প্রাণ-বস্তুই [=অর্থ] রস। এই হচ্ছে সূত্রটির তাৎপর্য।

সংক্ষেপে এইভাবে বলা চলে : মুকুট, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদির জন্য প্রথমে 'এ যে নট' এই বোধটি ঢাকা পড়ে[৯০], আবার কাব্যের শক্তিতে জেগে উঠলেও 'এ যে রাম' এই বোধটিও অতীতকাল সম্পর্কে বদ্ধ-মূল জ্ঞানের সংস্কারের জন্য পাকাপাকি হ'য়ে দাঁড়ায় না।[৯১] এইজন্য এই দুই বোধই দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে যায়।[৯২] রতির প্রতীতি জন্মানোর চিহ্ন হিসাবে যে-রোমাঞ্চ ইত্যাদিকে [লৌকিক জগতে] বহুবার দেখা আছে তারাই চোখে পড়ে, তারাই দেশ-কালাতীত-রূপে এক্ষেত্রে রতির বোধ জন্মায়।[৯৩] ওই রতির বাসনা আছে ব'লেই নিজের আত্মাও ওই বোধের মধ্যে এসে পড়ে। এইজন্যই উদাসীনভাবে রতির উপলব্ধি হয় না, কোনো বিশেষ কারণের জন্যও এটি হয় না। তা যদি হ'ত, তাহলে বাস্তব কোনো কিছু পাওয়া বা ওইরকম কোনো বোধের বিঘ্ন জাগত।[৯৪] এই [উপলব্ধি] সম্পূর্ণ পরগত বা আত্মগতভাবেও হয় না; তাহলে দুঃখ, দ্বেষ ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটত।[৯৫] এইজন্যই, সাধারণ হ'য়ে ওঠা, প্রবাহিত বহু চিত্তবৃত্তির[৯৬] অথবা একটিমাত্র চিত্তবৃত্তির[৯৭] জ্ঞান—যা রতি-রূপেই উপলব্ধ—তাই শৃঙ্গার রস। আর, সাধারণ হ'য়ে ওঠার ব্যাপারটা বিভাব ইত্যাদিই করে।

॥ টীকা ॥

১) জ্ঞান কখনো আশ্রয় ব্যতিরেকে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে না; এবং সেই আশ্রয়টি যদি জ্ঞানের বহির্ভূত থাকে, কিংবা তাকে অসম্ভব ব'লে মনে হয়, তাহলে জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটতে পারে না; কেননা, তাহলে মনের নিবিষ্টতার কোনো কেন্দ্রবিন্দুই থাকে না। নাট্য-কাব্যের ক্ষেত্রেও তেমনি যদি বিভাবাদি জ্ঞানগোচর না হয়, কিংবা তাদের সম্ভাব্য ব'লে মনে না হয়, তাহলে আশ্রয়ের অভাবে প্রতীতিও সম্পূর্ণ হবে না। অর্থাৎ, বিভাবাদির সঙ্গে একাত্মতা সম্ভব না হওয়ায় নির্বাধ প্রতীতি ঘটবে না।

২) রস-প্রতীতির জন্য প্রয়োজন বিভাব ইত্যাদির স্বগত-পরগত-বিলক্ষণ নির্বিশেষ, সাধারণ প্রতীতি। এই সাধারণ প্রতীতির জন্য লৌকিক সামান্য চরিত্র বা ঘটনাকে অতি সহজেই সম্ভাব্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ ব'লে মনে হয় এবং তারই ফলে সাধারণীকৃত হ'য়ে হৃদয়ের আদান-প্রদান ঘটে বা চরিত্রের সঙ্গে দর্শক-পাঠকের একাত্মতা ঘটে। তুঃ "By the universal I mean how a person of a certain type will on occasion speak or act, according to the law of probability or necessity; and it is this universality at which poetry aims in the names she attaches to the personages.···In Comedy this is apparent: for here the poet first constructs the plot on the line of prboability and then inserts characteristic names ;···"—এরিস্‌টটলস্‌ থিয়োরি অফ্‌ পোয়েট্রি এণ্ড ফাইন আর্ট্‌স্‌: এস, এইচ্‌, বুচার, ৪র্থ সং, ৯ ম.অ., পৃঃ ৩৫, ৩৭।

৩) অলৌকিক ঘটনার ক্ষেত্রে যাতে দর্শক-পাঠকের সম্ভাব্য ব'লে মনে হওয়ার বাধা না ঘটে, তার জন্য রাম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পৌরাণিক চরিত্রগুলির কাহিনীই নাটকের বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত হয়। রামের সপ্ততাল ভেদ বা হনুমানের সাগর লঙ্ঘন ইত্যাদি অসাধারণ ক্রিয়াকলাপ যুগযুগান্তের প্রসিদ্ধির ফলে দর্শক-পাঠকের কাছে অসম্ভব বা অসমঞ্জস ব'লে কখনো মনে হয় না। রাম বা হনুমানের ক্রিয়াকলাপকে সুপরিচিত ব'লেই

মনে হয় এবং তারই ফলে ওই ক্রিয়াকলাপ সাধারণীকৃত হ'য়ে ওঠার কোনো বাধা ঘটে না। তুঃ "But tragedians still keep to real names, the reasons being that what is possible is credible : what has not happened we do not at once feel sure to be possible : but what has happened is manifestly possible : otherwise it would not have happened."—এরিস্‌টটল্‌স্‌ থিয়োরি অফ পোয়েট্রি এণ্ড ফাইন আর্টস্‌ : এস, এইচ, বুচার, ৪র্থ সং, ৯ম. অ., পৃঃ ৩৭।

৪) ক). ভারতীয় মতে কাব্য-নাট্য পুমর্থলাভের উপযোগী, তাই উপদেশ ও ব্যুৎপত্তি তার প্রয়োজন। তবে এই ব্যুৎপত্তি বা জ্ঞান ইতিহাস বা শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি থেকে স্বতন্ত্র ("ব্যুৎপাদনং চ শাসনপ্রতিপাদনাভ্যাং শাস্ত্রেতিহাসকৃতাভ্যাং বিলক্ষণম্‌"—লো-টী, ২/৪।)। কাব্য-নাট্যের ব্যুৎপত্তির সঙ্গে প্রীতি বা আনন্দ জড়িত। এই ব্যুৎপত্তি ও আনন্দ একে অন্যের থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়, একই বিষয়ের দুই দিক ("নচৈতে প্রীতিব্যুৎপত্তিভিন্নরূপে এব, দ্বয়োরপ্যেকবিষয়ত্বাৎ"—লো-টী, ২/৪)।

খ). নাট্য বা রূপকের দশটি প্রধান ভেদ। ভরত এদের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন (না-শা, ১৮অ.)। এই ভেদগুলি হচ্ছে : নাটক, প্রকরণ, নাটিকা, সমবকার, ইহামৃগ, ডিম, ব্যায়োগ, উৎসৃষ্টিকাঙ্ক, প্রহসন, ভাণ, বীথি। 'দশরূপক,' 'নাট্যদর্পণ', 'সাহিত্যদর্পণ' সর্বত্রই এই ভেদ মেনে নেওয়া হয়েছে। 'নাটক ইত্যাদি' বলতে এখানে এই ভেদগুলির মধ্যে প্রহসন, ভাণ, ও বীথিকে বাদ দিয়ে অন্যান্যগুলিকে বোঝানো হয়েছে। এদের প্রত্যেকের বিষয়ই হচ্ছে প্রখ্যাত কথাবস্তু, কেবল প্রকরণের কথাবস্তু আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে কল্পিত ("বৃত্তম্‌ উৎপাদ্যম্‌ লোকসংশ্রয়ম্‌"—দ-রূ, ৩/৪৪)। এদের প্রকৃতি উচ্চস্তরের।

নাটক ইত্যাদির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অভিনবগুপ্ত অন্যত্র বলেছেন : "এক্ষেত্রে কোনো কোনো চরিত্র বা ঘটনা প্রখ্যাত, কোনো কোনো ঘটনা বা চরিত্র কল্পিত।....বর্তমানের কোনো চরিত্র বা ঘটনার অনুকরণ করা যুক্তিযুক্ত নয়; কারণ, অনুরাগ, বিদ্বেষ অথবা ঔদাসীন্যের ফলে সামাজিকের তন্ময়ীভাব না

ঘটায় প্রীতি বা আনন্দ লাভ ঘটবে না, ফলে ব্যুৎপত্তি বা জ্ঞানেরও অভাব ঘটবে। আর বর্তমানের কোনো চরিত্রে ধর্ম-অর্থ প্রভৃতি কর্মফলের সম্পর্কটি প্রত্যক্ষ, তাই নাট্যে তার প্রয়োগ অর্থহীন।" "তত্র হি প্রসিদ্ধচরিতং, কিঞ্চিদুৎপাদ্যচরিতম্‌······ন চ বর্তমানচরিতানুকারো যুক্তো, বিনেয়ানাং তত্র রাগদ্বেষমধ্যস্থাদিনা তন্ময়ীভাবাভাবে প্রীতেরভাবেন ব্যুৎপত্তেরপ্যভাবাৎ। বর্তমানচরিতে চ ধর্মাদিকর্মফলসম্বন্ধস্য প্রত্যক্ষত্বে প্রয়োগবৈয়র্থ্যম্‌"—অ-ভা, ১অ.।

৫) লোকোত্তর মহিমার শিক্ষা এবং জ্ঞান প্রহসন ইত্যাদির উদ্দেশ্য নয়। তাই রাম ইত্যাদির মতো অতিপ্রসিদ্ধ-চরিত্রের প্রয়োজন নেই। প্রহসনের কাহিনী হবে নিন্দনীয় ব্যক্তিদের কাল্পনিক চরিত্র ("বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবি-কল্পিতম্‌"—সা-দ, ৬ পরি)।

৬) অ-ভা, ১৮শ অধ্যায়।

৭) যদি স্থায়ীভাবটি পরের ব'লে মনে হয় তাহলে তার সঙ্গে দর্শক-পাঠকের সম্বন্ধানুসারে নানা রকম ভাব হবে। সে যদি বন্ধু হয় তাহলে তার দুঃখে দর্শকের দুঃখ হবে, যদি শত্রু হয় তাহলে সুখ হবে, কিংবা মধ্যস্থ হলে ঔদাসীন্য হবে।

৮) "রঙ্গের বিঘ্ন উপশমের জন্য অভিনয়ের নাট্যবস্তুর আগে কুশীলবেরা যে অনুষ্ঠান ক'রে থাকে তাকেই পূর্বরঙ্গ বলে।" "যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নো-পশান্তয়ে। কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গঃ স উচ্যতে॥"—সা-দ, ৩/২৩। নান্দী এই পূর্বরঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বরঙ্গের সময়েই দর্শক বুঝে নেয় যে এটি বাস্তব ব্যাপার নয়, অভিনয়ের ব্যাপার,আর নট-নটী মিলে সেই অভিনয় সম্পন্ন করতে চলেছে। উল্লিখিত সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই: "কার্যো নাতিপ্রসঙ্গোঽত্র নৃত্তগীতবিধিং প্রতি। গীতে চ বাদ্যে চ নৃত্তে প্রবৃত্তেঽতিপ্রসঙ্গতঃ॥ খেদো ভবেৎ প্রযোক্তৃণাং প্রেক্ষকাণাং তথৈবচ। খিন্নানাং রসভাবেষু স্পষ্টতা নোপজায়তে॥"—না-শ, ৫/১৫৮-৫৯।

৯) পূর্বরঙ্গের সমাপ্তি নান্দীতে। তারপর প্রস্তাবনা বা আমুখ। "নটী বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক নিজেদের কাজের ব্যাপার থেকে উদ্ভূত বিচিত্র-বাক্যে অথবা বীথির সাহায্যে যখন সূত্রধারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তখন তাকেই পণ্ডিতেরা আমুখ ব'লে জানেন, এর নাম প্রস্তাবনাও।" "নটী বিদূষকোবাপি-

পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্তু কুর্বতে ।। চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈর্বীথ্যঙ্গৈরন্যথাপিবা। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং বুধৈঃ প্রস্তাবনাপিবা ॥”—না-শা, ২০/৩০-৩১।

স্বভাবতই প্রস্তাবনা দর্শনে এই জ্ঞান হয় যে নট-নটীরাই অভিনয় করতে যাচ্ছে। অর্থাৎ পূর্বরঙ্গ থেকে প্রস্তাবনা পর্যন্ত দর্শকের নটবুদ্ধি জাগ্রতই থাকে।

১০) নাটকের ‘ধর্মী’ দুই প্রকার—নাট্যধর্মী ও লোকধর্মী (না-শা, ৬/২৪)। ‘ধর্মী’ শব্দের প্রয়োগটি সুসঙ্গত নয়। কিন্তু অর্থ পরিষ্কার। ভরত না-শা-র ১২ শ অধ্যায়ে বিস্তৃত লক্ষণ দিয়েছেন। স্ত্রী এবং পুরুষ স্বাভাবিক বা যার যার স্বভাবের অনুরূপ, অর্থাৎ স্ত্রীচরিত্রে স্ত্রী, পুরুষ চরিত্রে পুরুষ, বাস্তবানুগ অভিনয় করলে নাট্যকে লোকধর্মী বলা হয়। আর, এর বিপরীত হচ্ছে নাট্যধর্মী; সেখানে অভিনয় স্বভাবোচিত নয় কৃত্রিম, বাক্য, ক্রিয়া সবই অতিশয়িত, নানারকম বিধিবদ্ধ ভঙ্গিযুক্ত (“লীলাঙ্গহারাভিনয়নাট্যলক্ষণ-লক্ষিতম্”)। লোকধর্মীকে realistic এবং নাট্যধর্মীকে conventional বলা চলে।

১১) অর্থাৎ, দর্শকের নট-বুদ্ধি বিশেষ দেশ-কালেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

১২) দর্শকের পক্ষে রাম-বুদ্ধিও সম্পূর্ণতা লাভ করে না; অর্থাৎ নট যে দশরথের পুত্র ত্রেতাযুগের রামই, এই বিশেষ প্রতীতি হয় না। কারণ, রাম যে অতীতের কোনো এক বিশেষ ব্যক্তি এই বোধটি মনের মধ্যে বদ্ধমূল থাকে। তাই এক্ষেত্রে ‘বিশেষ’ রামের বোধটি নিষেধিত হয়। সুতরাং রামের যে-বোধ হয় তা দেশকালের বিশেষত্ব থেকে মুক্ত।

১৩) দ্রষ্টব্য: ৩য় পরিচ্ছেদ টীকা ২৭, পৃঃ ৬৯। ভরত ‘আসীনপাঠ্য’ প্রভৃতি লাস্যের অঙ্গগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন (না-শা, ১৯তি পরি.)। অপ্রসাধিতা কোনো রমনী যখন উদ্বেগ ও শোকে অভিভূত হ'য়ে অবস্থান করে, তখন তাকে আসীনপাঠ্য বা আসীন বলা হয়। আর পুষ্পগণ্ডিকা হচ্ছে: “বৃত্তানি বিবিধানি স্যুর্গেয়ং গানে চ সংশ্রিতম্। চেষ্টাভিশ্চাশ্রয়ঃ পুংসাং যত্র সা পুষ্পগণ্ডিকা ॥”—না-শ, ১৯/১২৬। কিন্তু বিশ্বনাথ পুষ্পগণ্ডিকার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন: “বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান, বিবিধ ছন্দোপাঠ এবং স্ত্রীপুরুষের বিপর্যাসই পুষ্প-

গণ্ডিকা।" "আতোদ্যমিশ্রিতং গেয়ং ছন্দাংসি বিবিধানি চ। স্ত্রীপুংসয়োর্বিপর্য্যাস-চেষ্টিতং পুষ্পগণ্ডিকা॥—সা-দ, ৩ পরি.।

১৪) অর্থাৎ, বিশেষরূপে নয় সাধারণরূপে।

১৫) না-শা, ১৯তি পরিচ্ছেদ।

১৬) নাট্যে প্রযুক্ত গীত-বাদ্য-মঞ্চ-নটী প্রভৃতির জন্যই দর্শকের মনের পরিমিতত্ব বা সংকীর্ণতা দূরীভূত হয় এবং তার মন একাগ্রভাবে নাট্যের বিষয়মুখী হয়। আর, তারই ফলে প্রতীতিটি নির্বিঘ্ন হয়। এই গীতবাদ্য প্রভৃতিই দর্শকের হৃদয়ের স্বচ্ছতা ঘটায়। যে-দর্শক প্রকৃত সহৃদয় সে তো বটেই, যে প্রকৃত সহৃদয় নয়, অর্থাৎ যার হৃদয় কাব্যানুশীলনের অভ্যাসের ফলে দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হয়নি, নাট্যের গীতবাদ্য প্রভৃতির জন্য সেও স্বচ্ছহৃদয় হ'য়ে ওঠে। প্রকৃত সহৃদয়ের পক্ষে এসবের প্রয়োজন আবশ্যিক নয়, কিন্তু এগুলি থাকায় সকলের পক্ষেই নাট্য উপভোগ করা সম্ভব হয়। অভিনবগুপ্ত অন্যত্র বলেছেন: "আত্মগত ক্রোধ-শোক-সঙ্কুল হৃদয়গ্রন্থি ভাঙ্‌বার জন্যই গীত প্রভৃতির প্রক্রিয়া মুনিকর্তৃক বিরচিত হয়েছে।" "স্বগতক্রোধসঙ্কটহৃদয়গ্রন্থিভঞ্জনায় গীতাদিপ্রক্রিয়া মুনিনা বিরচিতা।"—অ-ভা, ৬/৩৩। দ্রষ্টব্য: ৭ম পরিচ্ছেদ।

১৭) না-শা, ১/১১। "মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা পিতামহের নিকট প্রার্থনা করলেন: আমরা এমন এক ক্রীড়ার বস্তু চাইছি যা দৃশ্য এবং শ্রব্য হবে।" "মহেন্দ্রপ্রমুখৈর্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ। ক্রীড়নীয়কামিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ ভবেৎ॥" ভারতীয় মতে নাট্যও কাব্য, পার্থক্য কেবল মাধ্যমের মুখ্যতায়। নাট্য কাব্য হ'য়েও মুখ্যত দৃশ্য, তাই দৃশ্যকাব্য। দৃশ্যত্বের জন্যই গীতবাদ্য প্রভৃতি উপরঞ্জকের ফলে নাট্য বা দৃশ্যকাব্য আপামর জনের ('দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষ-মহোরগ') উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে। এইজন্যই কাব্যের দৃশ্যত্বের প্রয়োগ।

১৮) কেবলমাত্র শব্দের মধ্য দিয়ে কোনো বস্তুর প্রতীতি সম্পূর্ণ স্পষ্ট নাও হ'তে পারে; আর স্পষ্ট না হ'লে ওই বস্তুর (এক্ষেত্রে নাটকের বিভাব ইত্যাদি) সঙ্গে দর্শকের একাত্মতা ঘটা সম্ভব নয়। এইজন্যই নাট্যের দৃশ্যত্ব বা প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজন।

১৯) ন্যায়সূত্র, বাৎসায়ন-ভাষ্য, ১/১/৩।

২০) জ্বলন্ত কাঠের টুকরো (=অলাত) শূন্যে ঘোরালে যে অগ্নিচক্র হয় তাকেই অলাতচক্র বলে। প্রত্যক্ষতার জন্যই জ্বলন্ত কাঠের টুকরোয় অলাতচক্রের প্রতীতিটি দৃঢ় হয়, কেননা প্রত্যক্ষদর্শন নিশ্চয়াত্মক।

২১) চতুর্থ ও পঞ্চম—এই দুইরকম বিঘ্ন।

২২) দ্রষ্টব্য: টীকা ১০, পৃঃ ১০৯।

২৩) আলঙ্কারিকদের বৃত্তি থেকে নাট্যের বৃত্তি স্বতন্ত্র। নাট্যের বৃত্তি হচ্ছে নায়কাদির চেষ্টা বা ব্যাপার (action)। এই বৃত্তি চার প্রকার: কৈশিকী সাত্ত্বতী, আরভটী এবং ভারতী। শৃঙ্গারে কৈশিকী, বীরে সাত্ত্বতী, রৌদ্রে ও অদ্ভুতে আরভটী এবং অন্যত্র ভারতী। দ্রষ্টব্য: না-শা, ১/৪১, ৬ষ্ঠ ও ২১শ পরি.; দ-রূ ২/৭৭-৯৫; সা-দ, ৬ষ্ঠ পরি.। "যেহেতু এই চারিটি বৃত্তি মায়ের মতোই সমস্ত নাটকেরই নায়ক প্রভৃতির বিশিষ্ট প্রচেষ্টাগুলির উৎপাদিকা, সেই হেতু নাটক ইত্যাদিতে এইগুলি থাকবেই।" "চতস্রোবৃত্তয়ো হ্যেতাঃ সর্বনাট্যস্য মাতৃকাঃ। স্যুর্নায়কাদি ব্যাপারবিশেষা নাটকাদিষু॥"—সা-দ, ৬ষ্ঠ পরি.। উদ্ভট তিনটি বৃত্তিকে মেনেছেন। তিনি সাত্ত্বতী ও কৈশিকীকে বাদ দিয়ে 'ফলসম্বিতি'-কে বৃত্তি ব'লে গণ্য করেছেন। ধনঞ্জয়ের মতে উদ্ভটপন্থীরা ভরত উল্লিখিত চারটি বৃত্তি ছাড়া আরও একটি বৃত্তিকে মানেন। "পঞ্চমীং বৃত্তিমৌদ্ভটাঃ প্রতিজানতে"—দ-রূ ২/৯৪।

২৪) "দেশভাষাক্রিয়াবেশলক্ষণাঃ স্যু প্রবৃত্তয়ঃ"—দ-রূ, ১/৯৬। প্রবৃত্তি চার প্রকার: আবন্তী, দক্ষিণাত্য, ওড্রমাগধী এবং পাঞ্চালমধ্যমা।—না-শা ৬/২৫-২৬।

২৫) সশব্দ বলতে বাচক শব্দ বা প্রতিশব্দ।

২৬) অভিনবগুপ্তের মতে নাট্য হচ্ছে: "প্রত্যক্ষকল্প, অনুব্যবসায়ের বিষয়, বাস্তবস্বীকৃত সত্যাসত্য থেকে স্বতন্ত্র…।" "প্রত্যক্ষকল্পানুব্যবসায়বিষয়ো লোকপ্রসিদ্ধসত্যাসত্যাদিবিলক্ষণ…।"-অ-ভা।

২৭) অর্থাৎ, মুখ্য প্রত্যয়ের আকাঙ্‌ক্ষা থেকেই যায়।

২৮) বিভাব-অনুভাব বাহ্যবস্তু এবং অন্যনির্ভর, তাই তাদের জ্ঞানে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা ঘটে না। ব্যভিচারীভাব আন্তর বস্তু হ'লেও তার স্বাতন্ত্র্য নেই, তা

স্থায়ীকে অবলম্বন ক'রেই প্রকাশিত হয়। সমস্ত ব্যভিচারীই স্থায়ীর সঙ্গে অন্বিত এবং স্থায়ীর দ্বারা প্রবর্তিত। তাই ব্যভিচারীর জ্ঞানেরও মুখ্যতা সম্ভব নয়। স্থায়ীরই মুখ্যতা ঘটে। স্থায়ী বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নয়, পরাপেক্ষীও নয়। স্থায়ীর উদ্বোধে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা ঘটে, অন্য কোনো জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এইজন্য স্থায়ীরই আস্বাদ বা চর্বণা সম্ভব। নাট্যে-কাব্যে স্থায়ীরই মুখ্যতা।

২৯) ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারটি পুরুষার্থ। স্থায়ী চিত্তবৃত্তি এই চতুর্বিধ অর্থ-লাভের উপায়। অভিনবগুপ্তের মতে স্থায়ী চিত্তবৃত্তিগুলির মধ্যে রতি, ক্রোধ, উৎসাহ এবং শমেরই মুখ্যতা ঘটে।

৩০) কাম ও ধর্ম ও অর্থ-নিষ্ঠতার জন্যই রতি তথা শৃঙ্গার রসের কাম-শৃঙ্গার, ধর্ম-শৃঙ্গার এবং অর্থ-শৃঙ্গার ভেদ হয়েছে।

৩১) অর্থাৎ, শম—যা শান্ত রসের স্থায়ী চিত্তবৃত্তি। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে (শ্লোক ২৫) "অষ্টৌনাট্যে রসাঃ" বলা হয়েছে—শান্ত অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অভিনবগুপ্ত টীকায় লিখেছেন : "এই রস নয়টি। শান্তকে (নাট্যে) যাঁরা মানেন না, তাঁরা 'আটটি' এইরকম পাঠ গ্রহণ করেন।" "তে চ নব। শান্তাপলাপিনস্ত্বষ্টাবিতি তত্র পঠন্তি।" রসের সংখ্যা এবং শান্তের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে নাট্যশাস্ত্রের পাঠভেদ ছিল। অভিনবগুপ্ত বলেছেন নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীন পুঁথিতে তিনি শান্তের লক্ষণসহ পাঠ দেখেছেন (দ্রষ্টব্য : রা-ক, পৃঃ ৩৩৯)। ধনঞ্জয়ের মতে নাটকে শান্ত রসের পুষ্টি ঘটে না ("পুষ্টির্নাট্যেষু নৈতস্য"—দ-রূ, ৪/৩৫)। শারদাতনয় বলেন অনুভাব নেই ব'লে নাট্যে শম অভিনেয় নয়, তাই নাট্যের রস আটটি। তাঁর মতে শান্তরস নাট্যে বিকলাঙ্গ, কিন্তু কাব্যে শ্রেষ্ঠ ("অতোঽয়ং বিকলপ্রায়স্তথাপি শ্রেষ্ঠ উচ্যতে"—ভাব-প্র, ৬ অ.)। অভিনবগুপ্তের মতে : "সকল রসের আস্বাদই শান্তের মতো, কারণ বিষয়জ্ঞানের নিবৃত্তি হ'লেই রসের অভিব্যক্তি হয়।" "সর্বেষাং শান্তপ্রায়এবাস্বাদঃ, বিষয়েভ্যো বিপরিবৃত্ত্যা"—রা-ক, পৃঃ ৩৩৯। এই শান্তরসের স্থায়ী চিত্তবৃত্তিই মোক্ষলাভের উপায়। রতি, ক্রোধ, উৎসাহের দ্বারা ত্রি-বর্গ ধর্ম-অর্থ-কাম সাধিত হয়। "মোক্ষ ফল ব'লে এ শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ এবং সকল রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" "মোক্ষ-ফলত্বেন চ অয়ং পরমপুরুষার্থনিষ্ঠত্বাৎ সর্বরসেভ্যঃ প্রধানতমঃ।" এইজন্যই তিনি

একটি সংগ্রহকারিকা উদ্ধৃত করেছেন : "শান্তরসকে আধ্যাত্মিক মোক্ষের এবং তত্ত্বজ্ঞানের হেতু ব'লে জানবে, এ নিঃশ্রেয়সের ধর্মযুক্ত।" "মোক্ষাধ্যাত্মনিমিত্ত-তত্ত্বজ্ঞানার্থহেতুসংযুক্তঃ। নিঃশ্রেয়সধর্মযুতঃ শান্তরসো নাম বিজ্ঞেয়ঃ ॥"—রা-ক, পৃঃ ৩৪০।

শান্তের স্থায়ীভাব নিয়েও মতভেদ আছে। অভিনবগুপ্তের মতে 'তত্ত্বজ্ঞান' শান্তের স্থায়ীভাব। রুদ্রটের মতে 'সম্যগ্‌জ্ঞান', আনন্দবর্ধনের মতে 'তৃষ্ণাক্ষয়সুখ', ভোজের মতে 'ধৃতি', মম্মটের মতে 'নির্বেদ', ইত্যাদি।

৩২) যেমন, নাটকে রতি অথবা উৎসাহ মুখ্য, অন্যান্য স্থায়ী গৌণ; সমবকারে উৎসাহের মুখ্যতা, ডিমে ক্রোধের, ইত্যাদি।

৩৩) সমগ্রভাবে নাটকে একটি স্থায়ীভাবেরই প্রাধান্য, কিন্তু যে-কোনো নাটকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বা আংশিক ভাবে দেখলে বিভিন্ন স্থায়ীরই প্রাধান্য।

৩৪) কাব্য-নাট্যের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাব বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নয় এবং পরাপেক্ষীও নয়, তাই তা দুঃখের স্পর্শহীন; কাব্যাস্বাদের সময় ওই স্থায়ীভাব আমাদের চিত্তে 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য', 'একঘনরূপে' স্ফুরিত হয়; এইজন্য তাতে সর্বদাই আনন্দ অনুভূত হয়। শৈব বা বেদান্ত-মতে আত্মজ্ঞান বা চৈতন্যের স্বরূপই আনন্দ। রসানুভূতি বলতে যা বোঝায় তা আত্মচৈতন্যের আস্বাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। স্থায়ীর চর্বণা বা আস্বাদের ফলে আত্মচৈতন্যেরই নিঃসংশয় প্রকাশ ঘটে। এইজন্য স্থায়ীর চর্বণায় সুখেরই প্রাধান্য।

৩৫) আর-জি-তে ব্যাপারটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে : "...women, when they are being bitten, scratched, etc, by their lovers (and therefore experiencing pain) find in the pain itself the fulfilment, the realisation of all their desire : "they rest in their hearts" or consciousness to the exclusion of everything else. Therefore, this pain is pleasure, beatitude." ইত্যাদি।—পাদটীকা, পৃঃ ৯০। এই মতের সমর্থনে 'প্রতাপরুদ্রীয়' থেকে

উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে : "সম্ভোগসময়ে স্ত্রীণাম্ অধরদংশনাদৌ কৃত্রিমদুঃখানুভাব-শীৎকারবদত্রাপি উপপত্তিঃ।"

কিন্তু এই মত সমীচীন ব'লে মনে হয় না। এখানে 'শোকচর্বণা' বলতে বিয়োগজনিত লৌকিক শোকের নিবিড় অনুভূতিই উদ্দিষ্ট ব'লে মনে হয়। শোক-সঙ্গীত বা dirge অনুষ্ঠানের ফলে বাস্তবেই চিত্তের প্রশান্তি লাভ করা সম্ভব। এই সম্ভাবনা স্ত্রীলোকের পক্ষে বেশি প্রবল। সামাজিকতার দিক থেকে শোক-সঙ্গীত স্ত্রীলোকেরাই সমবেতকণ্ঠে গেয়ে থাকে, এটি প্রাচীন রীতি। অভিনব-গুপ্ত এইধরনের স্ত্রীলোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত শোকসঙ্গীতের ব্যাপারের ইঙ্গিতই এখানে করেছেন ব'লে মনে হয়।

শোকের গভীর অনুধ্যানের ফলে চিত্তবিশ্রান্তির বাস্তব উদাহরণ রূপে 'ইলিয়াড'-এর একিলিসের দৃষ্টান্তটি নেওয়া যেতে পারে। পেট্রোক্লিসের মৃত্যুতে একিলিসের যে দীর্ঘকালব্যাপী শোক তা নিঃসন্দেহে 'একঘনশোকচর্বণা'; এই শোকপর্বের শেষে প্রায়ামের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হোমর একিলিসের বর্ণনা (২৪/৫১৩) দিয়েছেন : "but when Achilles had had his pleasure of grief" (হামফ্রি হাউস কৃত 'এরিস্‌টটলস্ পোয়েটিকস্' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১১৭)।

৩৬) অভিনবগুপ্তের মতে, সাংসারিক সকল প্রকার ভোগ বা সুখও দুঃখজনক; কারণ, এই ভোগ বা সুখের সম্পূর্ণতা নেই, তা দেশ-কাল-ব্যক্তির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ; এই দেশ-কাল-ব্যক্তির সীমাবদ্ধতার বিঘ্ন বা বাধা দূর করতে না পারা পর্যন্ত হৃদয় আত্মস্থ হ'তে পারে না; তাই অনুভূতিরও বিশ্রান্তি ঘটা সম্ভব নয়। বিঘ্ন দূর হ'লেই অনুভূতি বিশ্রাম লাভ করে। বিশ্রাম লাভ না করলে তা দুঃখজনকই থেকে যায়।

৩৭) চাঞ্চল্যের অর্থ বিঘ্নবহুলতা, অবিশ্রান্তি, অন্যাপেক্ষতা অথবা স্বসমাপ্তির অভাব। সাংখ্য মতে রজোবৃত্তিই এই চাঞ্চল্যের কারণ।

৩৮) স্বরূপত সুখপ্রধান হ'লেও উৎসাহজাত বীররসের মধ্যে যে কিছুটা কর্কশতা বা কটুতার স্পর্শ পাওয়া যায় তা তার বিশিষ্ট বিভাব-অনুভাবের জন্য। কারণ, বাধাকে অতিক্রম করা বা কষ্ট-দুঃখকে জয় করা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই বীররস পুষ্ট হ'য়ে উঠে। বীর রসের প্রকার চার—দানবীর, ধর্মবীর, যুদ্ধবীর ও দয়াবীর। পরশুরাম বা হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র এবং জীমূতবাহন যথাক্রমে এই

চার প্রকারের দৃষ্টান্ত। দুঃখবেদনাকে সহ্য করার মধ্যেই এঁদের বীর-ত্বের মহিমা।

৩৯) নাট্যে রতি, ক্রোধ, উৎসাহ ও শম—এই চারটির অন্যান্য স্থায়ীগুলির চেয়ে মুখ্যতা ঘটে। অন্য পাঁচটি এদেরই অঙ্গ হয়।

৪০) হাস, শোক, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়।

৪১) এই পাঁচটি স্থায়ীর প্রভাব অনুত্তম প্রকৃতির উপরেই বেশি ক্রিয়াশীল। এদের মুখ্যতা অনুত্তম প্রকৃতির দিক থেকে। এরা পূর্বোক্ত চার প্রকারের অঙ্গ।

ভরতের মতে হাস্য, করুণ, অদ্ভুত ও ভয়ানক রস যথাক্রমে শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র ও বীভৎস থেকে জাত, তাই হাস্য ইত্যাদি শৃঙ্গার ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল (না-শা, ৬/৪০)। কিন্তু অভিনবগুপ্ত নির্ভরশীল রসের সংখ্যা করেছেন পাঁচ; জুগুপ্সাকে অঙ্গরসের মধ্যে ফেলেছেন এবং মুখ্য চারটির মধ্যে শান্তকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৪২) অর্থাৎ, স্থায়ীভাব মাত্র এই নয়টিই।

৪৩) আকর-গ্রন্থ অজ্ঞাত।

৪৪) ভরত নির্দ্দিষ্ট ক্রম: রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়, (এবং শম)। ভরতের ক্রমনির্দেশটি এখানে রক্ষিত হয়নি। অভিনবগুপ্ত এখানে 'ভয়'-কে 'উৎসাহ'-এর পূর্বে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন 'ক্রোধ' থেকেও 'ভয়' উৎপন্ন হয়। তবে তিনি অন্যত্র ভরতের ক্রমনির্দেশই রক্ষা করেছেন।

৪৫) যে নয়টি ভাব বা চিত্তবৃত্তি স্থায়ী, কেবল তারাই পুরুষার্থলাভ ঘটানোর পক্ষে উপযুক্ত; ব্যভিচারী বা সঞ্চারী চিত্তবৃত্তিগুলির সে ক্ষমতা নেই। চতুর্বিধ পুরুষার্থসাধনই নাট্যের লক্ষ্য; স্থায়ীগুলি সেই সাধনের উপযুক্ত ব'লেই নাটকে স্থায়ী তথা রসের প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য। "এইভাবে রস নয়টিই। কেননা, পুরুষার্থের উপযোগিত্ব অথবা রঞ্জনাধিক্যের জন্য এইগুলিই উপদেশ্য।" "পুমর্থোপযোগিত্বেন রঞ্জনাধিক্যেন বা ইয়তামেবোপদেশ্যত্বাৎ"—রা-ক, পৃঃ ৩৪১।

৪৬) প্রকৃতি-ভেদ তিন প্রকার: উত্তম, মধ্যম ও অধম।

৪৭) ভরতের মতে এদের সংখ্যা তেত্রিশটি: নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া,

মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, সুপ্ত, বিবোধ, অমর্ষ, অবহিত্থা, উগ্রতা, মতি, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস, বিতর্ক।—না-শা, ৬/১৮-১১।

৪৮) রসায়ন-যোগ। রসায়ন-বাদীদের সিদ্ধান্ত সায়ন-মাধবের 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' অন্যতম ভারতীয় দর্শন হিসাবে গৃহীত হয়েছে। সেখানে এই দর্শনের নাম 'রসেশ্বরদর্শন'। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন: "The school is, however, recognised here as a Saivaite school . Rasāyana or alchemy is an ancient science of the pre-christian origin having immense popularity in different parts of the world . In India, however, instead of being purely a chemical science, it developed theological speculations and already in fairly old medical texts we find references to the view that *siddhi* or perfection can be attained by making the body immutable with the help of *Rasa* (i, e, some chemical substance)".—অবস্‌কিওর রিলিজিঅস্‌ কল্টস্‌: ১ম সং, কলিঃ বিশ্বঃ, পৃঃ ২২১।

৪৯) স্থায়ীভাবগুলির কখনও সম্পূর্ণ বিলোপ হয় না। কোনো একটি বিশিষ্ট বিষয়ে 'উৎসাহ' নষ্ট হ'লেও, অন্য একটি বিষয়ে 'উৎসাহ'-এর বৃত্তি চিত্তে ক্রিয়াশীলই থেকে যায়। সাময়িকভাবে স্থায়ীচিত্তবৃত্তির কোনো একটিকে লুপ্ত ব'লে মনে হ'লেও কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে অনভিব্যক্ত সংস্কাররূপে চিত্তের গভীরে গুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে।

৫০) যোগসূত্র, ব্যাসভাষ্য, ২/৪।

৫১) অর্থাৎ এরা পরিবর্তনশীল, অস্থির এবং অস্থায়ী, সুতরাং 'বৈচিত্র্য-শতশালী', এই হচ্ছে এদের স্বরূপ। স্থায়ীর সঙ্গে যুক্ত হ'য়েই এরা এই স্বরূপটি প্রকাশ করে।

৫২) লাল অথবা নীল সুতো এখানে বিভিন্ন স্থায়ীর উপমান। ভরত বিভিন্ন স্থায়ীভাবের বিভিন্ন বর্ণও উল্লেখ করেছেন। যেমন, শৃঙ্গার—শ্যাম, হাস্য—শ্বেত (সিত), করুণ—কপোত, রৌদ্র—রক্ত, বীর—গৌর, ভয়ানক—কৃষ্ণ, বীভৎস—নীল এবং অদ্ভুত—পীত।—না-শা, ৬/৪২-৪৩।

৫৩) ব্যভিচারীগুলি প্রকৃতপক্ষে স্থায়ীর স্বরূপের কোনো রকম অন্যথা

ঘটাতে পারে না, কিন্তু তাকে বৈচিত্র্য দান করে। যেখানে যেখানে স্ফটিক ইত্যাদি টুকরোগুলি থাকে সেখানে সেখানে সুতোটি বিচিত্ররূপে প্রতীত হয়। সেইরকম ব্যভিচারীগুলির জন্য স্থায়ীকে বিচিত্ররূপে চোখে পড়ে। মালার অলঙ্কৃতির উপাদান যেমন স্ফটিকের টুকরোগুলি, স্থায়ীর ক্ষেত্রে ব্যভিচারীগুলিও ঠিক তেমনি।

৫৪) ব্যভিচারীগুলি যেমন স্থায়ীর দ্বারা বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়, তেমনি স্থায়ীও ব্যভিচারীগুলির দ্বারা বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়। স্থায়ী ও ব্যভিচারী পরস্পরোপকারক।

৫৫) মালার ক্ষেত্রে দুই স্ফটিকের মাঝখানের রঙীন সুতোটুকু যেমন মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, তেমনি দুই ব্যভিচারীর মাঝখানের 'শুদ্ধ' স্থায়ীভাবেরও প্রকাশের সুযোগ ঘ'টে যায়।

৫৬) মালার টুকরোগুলির বর্ণের ফলন-প্রতিফলনের মতো পূর্বাপর ব্যভিচারীগুলি শবলিত হ'য়ে ওঠে।

৫৭) অভিনবগুপ্ত এই যে মালার দৃষ্টান্তে স্থায়ী ও ব্যভিচারীর সম্পর্কটি বুঝিয়েছেন, পরবর্তীকালে তা আলঙ্কারিকদের কাছে 'স্রক্‌সূত্র-ন্যায়' রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ভরত 'সঞ্চারী' শব্দটির ব্যবহার করেননি। তিনি ব্যভিচারীর এই অর্থ করেছেন: "বি ও অভি এই দুই উপসর্গ চর্‌ এই গত্যর্থক ধাতু, রসসমূহের আভিমুখ্যে বিবিধভাবে চলে বলিয়া ব্যভিচারী।" "বি অভি ইত্যেতাবুপসর্গৌ চর্‌ ইতি গত্যর্থে ধাতুঃ বিবিধমাভিমুখ্যেন রসেষু চরন্তীতি ব্যভিচারিণঃ"—না-শা, ৭/২৭।

৫৮) অর্থাৎ, মানুষের চিত্তের সঙ্গে ব্যভিচারীর স্থায়ী-নিরপেক্ষ কোনোও সম্বন্ধ নেই। স্থায়ী থেকেই তাদের উদ্ভব। ব্যভিচারীর এই স্থায়ী-নির্ভর স্বরূপটি নানাভাবে উপমিত হয়েছে। যেমন, স্থায়ী যেন সম্রাট, আর ব্যভিচারী-গুলি তার অনুচরবর্গ (না-শা, ৭/৭ গদ্য); স্থায়ী যেন সমুদ্র, ব্যভিচারীগুলি তরঙ্গ ("কল্লোলাশ্চ যথার্ণবে"—ভা-প্র, ১ম. অ.; "কল্লোলা ইব বারিধৌ"—দ-রূ, ৪/৮)।

৫৯) স্থায়ীভাবের উৎপত্তি অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না ব'লেই

স্থায়ীর সঙ্গে বিভাবের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে ঔচিত্যরক্ষার সম্পর্ক। বিভাব স্থায়ীকে উদ্বুদ্ধ করে, তাকে রঙীন করে; কিন্তু উদ্বুদ্ধ স্থায়ীটি স্বাভাবিক কি স্বাভাবিক নয় বিভাব থেকে মূলত এইটিই নির্ধারিত হয়।

৬০) অ-ভা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

৬১) মূল পাঠ : "স্থায়িভাবাংশ্চ রসত্বমুপনেষ্যামঃ"—না-শা, ৬/৪৫ গদ্য। ভরত আগে সূত্র করেছেন : "বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়।" এই সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যাক্রমে বলেছেন : স্থায়ীরই রস হয়। সূত্রে যা সামান্য (general) লক্ষণে বলা হয়েছিল, অভিনবগুপ্ত স্থায়ীর ভেদ এবং বিভিন্ন রসের বিশেষ (particular) লক্ষণগুলি বর্ণনা ক'রে তাকেই স্পষ্ট ক'রে বোঝালেন।

৬২) অশ্রু অনুভাব, কিন্তু কোনো একটি বিশেষ ভাবের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

৬৩) যেমন, উত্তমপ্রকৃতির কেউ বাঘ দেখলে ক্রুদ্ধ হবে, তাকে বধ করতে যাবে, কিন্তু অধম প্রকৃতির কোনো কেউ সেক্ষেত্রে ভয় পাবে, পালাতে চাইবে। একই বাঘ প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির স্থায়ীর কারণ হবে।

৬৪) শ্রম, চিন্তা ব্যভিচারী, কিন্তু তারাও কোনো একটি স্থায়ীর সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। শ্রম, চিন্তা যেমন রতি স্থায়ীভাবের ব্যভিচারী হ'তে পারে, তেমনি শোকেরও ব্যভিচারী হ'তে পারে।

৬৫) বাহ্যিক বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীকে একসঙ্গে দেখলেই আন্তর প্রকৃত স্থায়ীটিকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারা যায়। ওই বোঝার পক্ষে ওদের 'সংযোগ' আবশ্যিক এবং অপরিহার্য।

৬৬) এর অর্থ, যারা বাস্তবে অপরের স্থায়ীর অনুমানে অপটু, তারা এক্ষেত্রে অপাংক্তেয়।

৬৭) বিভাবনা-অনুভাবনা ব্যাপারটি সুন্দর ক'রে বুঝিয়েছেন বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ বলেছেন এদের সঙ্গে সঞ্চারণাকেও ধরতে হবে। "এক্ষেত্রে 'বিভাবন' বলতে, যা রতি প্রভৃতিকে বিশেষভাবে আস্বাদ-অঙ্কুরণ-যোগ্য ক'রে তোলে, তাকেই বুঝতে হবে। পরক্ষণেই এইরকম রতি ইত্যাদির রস ইত্যাদিরূপে যে ভাবনা তাই অনুভাবনা। আর, এই রকম রতি ইত্যাদির সম্যক্ রূপে যে চারণ, তাই 'সঞ্চারণ'।" "তত্র বিভাবনং রত্যাদের্বিশেষেণাস্বাদাঙ্কুরণযোগ্যত নয়নম্।

অনুভাবনমেবম্ভূতস্য রত্যাদেঃ সমনন্তরমেব রসাদিরূপতয়া ভাবনম্। সঞ্চারণং তথাভূতস্যৈব তস্য সম্যক্‌চারণম্”—সা-দ, ৩/১৩ বৃঃ।

এই বিভাবনা-অনুভাবনা ও সঞ্চারণার ক্ষমতা আছে ব'লেই লৌকিক কারণ, কার্য ও সহচারীকে বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী নাম দেওয়া হয়। বিশ্বনাথ বলেছেন: “লোকজগতে যে-সীতা প্রভৃতি রাম প্রভৃতির রতি, হাস ইত্যাদির উদ্বোধের কারণ, তারাই কাব্যে ও নাটকে নিবেদিত হ'য়ে সামাজিকগণের রতি প্রভৃতি ভাবগুলিকে আস্বাদের অঙ্কুরোদ্গমের উপযোগী ক'রে বিভাবিত হয় ব'লে তাদের বিভাব বলা হয়।” “যে হি লোকে রামাদিগতরতিহাসাদীনামুদ্বোধকারণানি সীতাদয়স্ত এব কাব্যে নাট্যে চ নিবেশিতাঃ সন্তো বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুরপ্রাদুর্ভাব-যোগ্যঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদিভাবা এভিঃ ইতি বিভাবা উচ্যন্তে।”—সা-দ, ৩/৩১ বৃঃ। এই বিভাবনাব্যাপার লৌকিক কারণ-কার্য ইত্যাদিতে থাকে না, তাই বিভাব ইত্যাদি অলৌকিক। তুঃ “কারণত্বাদি পরিহারেণ বিভাবাদি-ব্যাপারত্বাদ্ অলৌকিকবিভাবাদিশব্দ ব্যবহার্য...”—কা-প্র, ৪র্থ উঃ।

৬৮) কাব্যে বর্ণিত কোনো কারণকে তখনই বিভাব বলা হয়, যখন তা পাঠকের মনে সমুচিত সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সীতা, শকুন্তলা শিশুর কাছে বিভাব নয়, কারণ তারা শিশুর মনে সমুচিত সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। সংস্কারের উপরেই বিভাবের বিভাবত্ব নির্ভর করে। দর্শক-পাঠকের এই সংস্কার লৌকিক জীবনে পূর্বের কার্য-কারণসূত্রে আহৃত। বিভাবকে বিভাব ব'লে মনে হওয়া মানেই তৎসম্পর্কিত সংস্কারটি উদ্বুদ্ধ হওয়া। ভরত ‘বিভাব’ শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: “বিভাবের অর্থ (বি) জ্ঞান বা জানা। বিভাবিত শব্দের অর্থ (বি) জ্ঞাত। এদের মধ্যে অর্থের কোনো পার্থক্য নেই।” “বিভাবো বিজ্ঞানার্থঃ। বিভাবিতঃ বিজ্ঞাতমিত্যনর্থান্তরম্।”—না-শা, ৭/৩ গদ্য। পূর্বসংস্কার ব্যতীত কাব্যের বিষয়ে এই ‘জ্ঞায়মানতা’ সম্ভবই নয়। বিভাব ইত্যাদি রূপে গণ্য হওয়ার পক্ষে তাই সমুচিত সংস্কারের] উপস্থিতি আবশ্যিক।

৬৯) না-শা, ৭ম অধ্যায়।

৭০) বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে কোনোটি মুখ্য অথবা কোনোটি গৌণ হ'তে পারে (দ্রষ্টব্য: ৭ম পরি.)। কিন্তু এরা পরস্পর ‘সংযুক্ত’ হ'য়ে

সামাজিকের চিত্তে এক এবং অখণ্ডরূপেই ধরা পড়ে। পৃথক্ পৃথক্ উপাদান মিলে এই একরূপে প্রতীত হওয়ার ব্যাপারটিকে প্র-পানক রসের আস্বাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিশ্বনাথ বলেছেন: "প্র-পানক রসে যেমন খণ্ড, মরীচ ইত্যাদি একসঙ্গে মিশ্রিত হয় ব'লে অপূর্ব এক আস্বাদ জন্মায়, সেইরকম বিভাব ইত্যাদিও এখানে একসঙ্গে মিলে গিয়ে অপূর্ব এক আস্বাদ জন্মে থাকে—এই অর্থই গ্রহণ করতে হবে।" "যথা খণ্ড মরীচাদীনাং সম্মেলনাদপূর্ব ইব কশ্চিদাস্বাদঃ প্রপানকরসে সঞ্জায়তে বিভাবাদিসম্মেলনাদিহাপি তথেত্যর্থঃ"—সা-দ, ৩/১৫ বৃঃ।

বিভাব ইত্যাদির প্রতীতির অখণ্ডতার জন্যই রসের প্রতীতিও অখণ্ড। রসের অখণ্ডতার কারণ সম্পর্কে বিশ্বনাথ বলেছেন: "একাত্মতার জন্যই রসের অখণ্ডত্ব। রতি প্রভৃতি প্রথমে একে একে প্রতীয়মান হয়, পরে সবগুলিই একীভূতভাবে স্ফুরিত হ'য়ে রসত্ব লাভ করে। তাই বলা হয়েছে: 'বিভাব অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব ও ব্যভিচারীভাব প্রথমে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতীয়মান হ'য়ে, পরে অখণ্ডত্ব লাভ করে।'" "তাদাত্ম্যাদেবাস্যাখণ্ডত্বম্। রত্যাদয়ো হি প্রথমমেকৈকশঃ প্রতীয়মানাঃ সর্বোঽপ্যেকীভূতাঃ স্ফুরন্ত এব রসতামাপদ্যন্তে। তদুক্তং—'বিভাবা অনুভাবাশ্চসাত্ত্বিকা ব্যভিচারিণঃ। প্রতীয়-মানাঃ প্রথমং খণ্ডশো যান্ত্যখণ্ডতাম্॥'"—সা-দ, ৩/৩০ বৃঃ।

৭১) তুঃ "এ কিন্তু বিভাব ইত্যাদির চর্বণার ফলে জাত অদ্ভুতপুষ্পের (magic flower) মতো; তাৎকালিক বা সেই সময়ের বিষয়রূপে তার জ্ঞান হয়; এ পূর্বাপর কালের অনুবন্ধী নয়।" "ইহ তু বিভাবাদিচর্বণাদ্ভুত-পুষ্পবৎ তৎকালসারৈবোধিত ন তু পূর্বাপরকালানুবন্ধিনী"—লো-টী। তুঃ "যতক্ষণ বিভাব ইত্যাদি, ততক্ষণই তার জীবন" ("বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ"—কা-প্র, ৪/২৮ বৃঃ)।

৭২) শঙ্কুকের মতে, বিভাব ইত্যাদি থেকে যে স্থায়ীর অনুমান হয়, তা লৌকিক স্থায়ী নয়, কারণ তা স্থায়ীর অনুকরণ। এই অনুকৃত অর্থাৎ অপ্রকৃত স্থায়ীর অনুমানে যদি আস্বাদ্যতা থাকে, তাহলে প্রকৃত স্থায়ীর আস্বাদ্যতা নিশ্চয়ই থাকবে।

৭৩) স্থায়ী অনুমেয় কিন্তু রস তা নয়, কারণ, অনুমিত পরচিত্তবৃত্তির

আস্বাদ্যতা নেই। "ব্যঙ্গ্য রস ইত্যাদিকে বোঝাবার ক্ষমতা অনুমানের নেই।" "নানুমানং রসাদীনাং ব্যঙ্গ্যানাং বোধনক্ষমং"—সা-দ, ৬ পরি.। মহিমভট্টের মত খণ্ডন করতে গিয়ে বিশ্বনাথ এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, অনুমানের সাহায্যে রসপ্রতীতি ঘটে মানলে তা সিদ্ধ হয় না। তাঁর যুক্তি এই রকম: "...বিভাব ইত্যাদি থেকে রাম প্রভৃতিতে অর্থাৎ অনুকার্যে যে স্থায়ীভাবের জ্ঞান হয় সেটা অনুমানই। তাই এখানে আপত্তি নেই। কিন্তু আপত্তি করা হবে যদি এই অনুকার্যগত স্থায়ীভাবের জ্ঞানকেই রস বলা হয়। কারণ, এই অনুকার্যগত স্থায়ীভাবের জ্ঞানকে রস ব'লে মানা হয় না। যাকে রস বলা হয়, তা এই জ্ঞান থেকে বি-লক্ষণ, পৃথক একটি আনন্দময় আস্বাদ। ......অনুকার্যগত অনুমিত স্থায়ীভাবের জ্ঞানের ভাবনার ফলে দর্শক-পাঠকের মনে অনুভূত আনন্দের আস্বাদকেই যদি রস বলা হয়, তাহলে কিন্তু অনুমানটি সিদ্ধ হবে না। কারণ, সেক্ষেত্রে হেতুটি ত্রুটিপূর্ণ হবে। বিভাবাদির প্রতীতির ফলে অনুকার্যগত স্থায়ীভাবের জ্ঞান হয়—এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, বিভাবাদির প্রতীতিটি 'হেতু', জ্ঞানটি 'সাধ্য' এবং দর্শক-পাঠকের মন 'পক্ষ'। কিন্তু জ্ঞান =রস বললে জ্ঞানের সঙ্গে যেমন রসের সঙ্গেও তেমনি বিভাবাদির প্রতীতিটির (অর্থাৎ হেতুর) অবিনাভাব বা ব্যাপ্তিসম্পর্ক থাকতে হবে, কিন্তু একথা সত্য যে জ্ঞানের সঙ্গে বিভাবাদির অবিনাভাব সম্পর্ক থাকলেও রসের সঙ্গে বিভাবাদির প্রতীতির সে সম্পর্ক নেই। কেননা, বিভাবাদির প্রতীতি থেকে স্থায়ীভাবের জ্ঞান কেবলমাত্র সহৃদয়ের মনেই রসের আস্বাদ জন্মায়। মীমাংসক প্রভৃতি যাঁরা সহৃদয় নন, তাঁদের মনে বিভাবাদির প্রতীতি থেকে কেবল জ্ঞানই জন্মায়, রস জন্মায় না। এইজন্যই সাধ্যের সঙ্গে হেতুর এখানে ব্যাপ্তি সম্পর্ক নেই, অর্থাৎ এখানে ব্যাপ্তিগ্রহণের অভাব। তাই অনুমানটি অসিদ্ধ।"—সা-দ (বাং), টীকা, পৃঃ ১১৭।

৭৪) ভরত যদি স্থায়ীর উল্লেখ করতেন, তাহলে সূত্রের অর্থ হ'ত: 'বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারীর সংযোগে (অনুকার্য তথা অনুকর্তার) স্থায়ীর রস-নিষ্পত্তি হয়।' তাহলে রস বলতে অপরের স্থায়ীর অনুমানকেই বোঝাতো। (সূত্রে স্থায়ীর অনুল্লেখ সম্পর্কে শঙ্কুকের মত দ্রষ্টব্য। ২য় পরিচ্ছেদ, টীকা ১৪) কিন্তু পরকীয়া চিত্তবৃত্তির প্রতীতি হয় না, তাই স্থায়ীর উল্লেখ যুক্তিবিরোধী হ'ত।

৭৫) যেমন, ভরত বলেছেন ; "এবং স্থায়ীভাবগুলির রসতা ঘটাবো" "স্থায়িভাবাংশ্চ রসত্বমুপনেষ্যামঃ"—না-শা, ৬/৪৫,

৭৬) বিভাব-অনুভাব ইত্যাদি যারা বিভাবত্ব লাভ ক'রে চর্বণার উপযোগী হ'য়ে ওঠে, তারা কোনো না কোনো স্থায়ীভাবের কারণ-কার্য-সহচারী। এবং তারা ওই স্থায়ীর কারণভূত বিভাব ইত্যাদিরূপেই চর্বণার উপযোগী হ'য়ে ওঠে। বিভাবাদির চর্বণা বলতে তাই স্থায়ীরই চর্বণা। এই জন্যই সাধারণভাবে বলা হয়, বিভাবাদির সংযোগে স্থায়ীই রস হ'য়ে ওঠে।

অভিনবগুপ্ত অন্যত্র বলেছেন : "কারণ, ওই বিভাব-অনুভাবের উপযুক্ত চিত্তবৃত্তিসংস্কারের উপযোগী হচ্ছে লৌকিক চিত্তবৃত্তির জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের অবস্থাতেই উত্থান-পুলক ইত্যাদির (অর্থাৎ বিভাব-অনুভাবের) দ্বারা (উদ্বুদ্ধ) স্থায়ী রতি ইত্যাদির অবগতি হয়।" "তদ্বিভাবানুভাবোচিতচিত্তবৃত্তিসংস্কারসুন্দর-চর্বণোদয়াৎ। হৃদয়সংবাদোপযোগিলোকচিত্তবৃত্তিপরিজ্ঞানাবস্থায়ামুত্থানপুলকা-দিভিঃ স্থায়িভূতরত্যাদ্যবগমাচ্চ"—লো-টী, ১/১৮।

৭৭) অন্যত্র অভিনবগুপ্ত এই কথাই বলেছেন : "...এইভাবে লোকগত চিত্তবৃত্তির অনুমান মাত্র হয়—এখানে রস কোথায় ? যে রসাস্বাদ অলৌকিক চমৎকারাত্মক, কাব্যগতবিভাবাদির চর্বণা যার প্রাণস্বরূপ, লৌকিক স্মরণ, অনুমানের সঙ্গে তাকে সমান ক'রে দেখে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়।" "এবং হি লোকগতচিত্তবৃত্ত্যনুমানমিতি কা রসতা ? কিন্ত্বলৌকিকচমৎকারাত্মা রসাস্বাদঃ কাব্যগতবিভাবাদিচর্বণাপ্রাণো নাসৌ স্মরণানুমানাদিসাম্যেনাখিলীকারপাত্রী-কর্তব্যঃ"—লো-টী, ১/১৮।

স্মৃতি সম্পর্কে বিশ্বনাথ বলেছেন : "আর হেত্বাভাসের জন্য রস ইত্যাদির উপলব্ধিটি স্মৃতিও নয়।" "আভাসত্বে হেতূনাং স্মৃতির্ন চ রসাদি ধীঃ"—সা-দ, ৫ম পরি.।

৭৮) অর্থাৎ, আত্মগতরূপেও নয়, পরগতরূপেও নয়। বিভাবের সঙ্গে চিত্তের কোনোরকম সম্পর্কশূন্য অবস্থায়।

৭৯) স্মৃতি, প্রমাণ ইত্যাদির স্বভাব লৌকিক, কিন্তু বিভাবাদির স্মৃতি অলৌকিক।

৮০) অর্থাৎ, সাদৃশ্যজ্ঞান।

৮১) অর্থাৎ, অপক্বযোগীর জ্ঞান। তুঃ "তাটস্থ্যাববোধশালীমিতযোগিজ্ঞান"—কা-প্র, ৪ উঃ। এই ধরনের যোগীরা ধ্যানবলে অপরের অনুভূতি ('পরচিত্তজ্ঞানম্') অনুমান করতে পারেন। স্বভাবতই এঁদের জ্ঞান উদাসীন বা তটস্থ জ্ঞান।

৮২) পক্বযোগীর জ্ঞান। তুঃ "সাত্মমাত্রপর্যবসিতপরিমিতেতরযোগিসংবেদন" —কা-প্র, ৪ উঃ। এই ধরনের যোগীর জ্ঞান সম্পূর্ণ নির্বিকল্পক এবং আত্মনিষ্ঠ।

৮৩) লৌকিক প্রমাণ ইত্যাদি থেকে যে অনুভূতি তা সাংসারিক লাভক্ষতির সঙ্গে জড়িত, রসানুভূতির পক্ষে তা নিঃসন্দেহে বিঘ্নস্বরূপ। তাই রসানুভূতি এ থেকে স্বতন্ত্র। তুঃ ই. কাণ্ট ঃ "What is beautiful is the object of delight apart from any interest."

৮৪) রসানুভূতির জন্য বিভাবাদির সঙ্গে সহৃদয় দর্শক-পাঠকের একাত্মতা স্থাপিত হওয়া চাই। এই একাত্মতার অর্থ অভেদ নয়, একই সঙ্গে আত্মগত ও পরগতবোধ ("পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ")। কিন্তু অপক্ব ও পক্ব উভয়বিধ যোগীর পক্ষেই এই একাত্মতা বা তাদাত্ম্য সম্ভব নয়। অপক্ব যোগী সম্পূর্ণ উদাসীন বা তটস্থ, আর পক্ব যোগী আত্মসমাহিত। উভয়বিধ যোগীর জ্ঞানই "বিষয়াস্বাদহীন হওয়ার জন্য শুষ্ক বা পরুষ।" যোগিপ্রত্যয়াচ্চ বিষয়াস্বাদশূন্যতাপরুষাৎ"—অ-ভা, ৬/৩৩)। কিন্তু রসের আস্বাদে শুষ্কতা বা পারুষ্য নেই। তা হচ্ছে : "সুখদুঃখ ইত্যাদি বিচিত্র বাসনার সম্পর্কের জন্য অতিশয় হৃদ্যতাপ্রাপ্ত·সংবিতের চর্বণা···"। "...সুখদুঃখাদিবিচিত্রবাসনানুবেধোপনতহৃদ্যতাতিশয়সংবিচ্চর্বণাত্মতা····"—অ-ভা, ৬/৩৩। অভিনবগুপ্ত অন্যত্র বলেছেন : "...বাসনার রঙে সৌকুমার্যপ্রাপ্ত স্বসংবিদের আনন্দের চর্বণাব্যাপার" —লো-টী, ১/৪)।

এখানে সৌন্দর্যের অভাব বলতে যোগীদের ক্ষেত্রে এই 'হৃদ্যতাতিশয়' অথবা 'সৌকুমার্য' বা চারুত্বের অভাব।

৮৫) বিভাব ইত্যাদি না থাকলে রসও থাকে না, তাই বিভাব ইত্যাদি রসের কারণ হ'তে পারে না ; তা পারে না এইজন্য যে কখনো কারণ ও কার্যের যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নয়। বিভাব ইত্যাদি রসের ব্যঞ্জক।

৮৬) "এ অন্য কোনো প্রমাণসাপেক্ষ নয় ; কারণ, নিজের অনুভূতির দ্বারাই এ সিদ্ধ, যেহেতু, এমন বিশিষ্ট জ্ঞান আছে, যা শুধুই চর্বণাত্মক।"

"নন্বপ্রমাণকমেতৎ ; ন, স্বসংবেদনসিদ্ধত্বাৎ। জ্ঞানবিশেষস্যৈব চর্বণাত্মত্বাৎ" —লো-টী।

৮৭) তা না হ'লে দর্শক পাঠকের চিত্তে রস না হ'য়ে কেবলমাত্র ভাবই জন্মাতো।

৮৮) পানক রস বা সরবতের বিশেষ আস্বাদটি যেমন, গুড়, মরীচ ইত্যাদির আস্বাদ থেকে স্বতন্ত্র, তেমনি রসও বিভাব ইত্যাদি থেকে স্বতন্ত্র।

৮৯) 'রসের আস্বাদন' বলতে এখানে রস ও আস্বাদনকে অ-পৃথকভাবেই বুঝতে হবে। রস আস্বাদের ফল বা কার্য নয়, আস্বাদই রস। যদি রস বলতে 'এমন কিছু যার আস্বাদই প্রাণবস্তু, অথবা যার আস্বাদের বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই' এই রকম গৌণ অর্থে গ্রহণ করা হয়, তাহলেও একই কথা বলা (রস= আস্বাদ) বলা হয়।

৯০) নটকে নট ব'লে মনে হয় না, রাম ব'লে মনে হয়।

৯১) রাম অতীত ত্রেতাযুগের মানুষ, তিনি বর্তমানে উপস্থিত হ'তে পারেন না ; এই রকম বোধ থাকার জন্য রামকেও বাস্তব রাম ব'লে মনে হয় না।

৯২) অর্থাৎ, অনুকর্তা ও অনুকার্য উভয়েই সাধারণরূপে প্রতীত হয়।

৯৩) অর্থাৎ, স্থায়ীভাবও সাধারণরূপে প্রতীত হয়।

৯৪) দ্রষ্টব্য : টীকা ৮৩।

৯৫) রতিকে অপরের মনে করলে প্রকৃতিভেদে দুঃখ, দ্বেষ অথবা অন্য রকম ভাব জাগতে পারে।

৯৬) নাটক, মহাকাব্য কিংবা দীর্ঘ কবিতায় একটির পর একটি স্থায়ীভাব তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে অনুভূত হয়।

৯৭) মুক্তকে অথবা ক্ষুদ্রকবিতায় একটি মাত্র স্থায়ীই অনুভূত হয়।

সাত

বিভাবের মুখ্যতার ফলে সাধারণ হ'য়ে ওঠা, যেমন—

> "কেলীর জন্য সদ্য আবির্ভূত, বিভ্রম-জাগানো-মধুমাসের বরতনু যেন তোমার দুই নয়ন ; ভ্রূর ওই নর্মক্রম যেন ভঙ্গিতে ভেঙ্গে পড়া কামের কার্মুক। আহা, তোমার মুখকমলের মদের সামান্য একটুকুতেই কি বিকার ঘটে ! সত্যিই সুন্দরী, বিধাতার ত্রি-জগতের সার, তুমি অদ্বিতীয় সৃষ্টি।"[১]

এখানে বিভাবজনিত সৌন্দর্য মুখ্যরূপেই প্রতীত হচ্ছে। আর, 'কেলী', 'বিভ্রম', 'ভঙ্গুর', 'নর্ম' শব্দগুলির গুণে অনুভাবগুলি এবং 'ভঙ্গি', 'ত্রাস', 'বিকার' ইত্যাদি শব্দের শক্তিতে ব্যভিচারীগুলি বিভাবের অনুগতরূপেই[২] প্রতিভাত হচ্ছে। তাই, এখানে রসাস্বাদময় শৃঙ্গারে অস্ফুটতার আশঙ্কার কোনো কারণ নেই।[৩]

অনুভাবের মুখ্যতা, যেমন, যিনি শুদ্ধ সারস্বতপ্রবাহে পবিত্র, যিনি সমস্ত বাঙ্‌ময়রূপ মহাসমুদ্রকে পরিপূর্ণ ক'রে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, সেই ইন্দুরাজের[৪] —

> "যাদের নিঃশেষে দেখা হ'য়ে গেছে, চোখদু'টি যে বারবার তাদের প্রতিই চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ছিন্ন পদ্মের মৃণালের মতো অঙ্গ যে দিনে দিনে শুকিয়ে আসছে, গালদু'টির নিবিড় পাণ্ডুরতা যে ঘাসের শিস্‌কেও লজ্জা দেয় ;— কৃষ্ণকে ভালবেসে যৌবনবতী রমণীদের এইরকমই বেষ হয়।"[৫]

—এখানে, 'নিঃশেষে দেখা', 'বারবার', 'দিনে দিনে' এই কথাগুলিতে ব্যভিচারীগুলি এবং 'কৃষ্ণ' এই কথায় বিভাব গৌণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। 'নিঃশেষে দেখা'-র লক্ষণ 'স্তম্ভ', 'দৃষ্টি-বৈচিত্র্য', 'অঙ্গের ক্ষীণতার তারতম্য', 'পুলক', 'বিবর্ণতা' প্রভৃতি অনুভাবগুলি কিন্তু মুখ্যরূপেই প্রকাশিত হয়েছে।

কিন্তু ব্যভিচারী ভাবগুলির মুখ্যতা তাদের বিভাব-অনুভাবের মুখ্যতাই ঘটিয়ে দেয়। এদের মধ্যে প্রথমটি[৬], যেমন, মহাকবি কলশকের[৭] —

> "প্রিয়তমের গায়ে বারবার ছুঁড়ে মারার জন্য অঞ্জলি-করা জলের মধ্যে চঞ্চল-নয়নার নয়নদু'টির প্রতিচ্ছায়া পড়ছে, আর তাদের শফরী ভেবে ভয় পেয়ে বারবার ফেলে দিচ্ছে।

—এখানে, অতিকোমল, মুগ্ধ, স্ত্রীলোকের শোভা হ'য়ে ওঠা ব্যভিচারী 'ত্রাস', 'শঙ্কা', প্রভৃতির মুখ্যতা, তাদের বিভাবগুলির মুখ্যতার জন্যই অত্যন্ত সৌন্দর্যশালী হ'য়ে উঠেছে। 'বারবার' ইত্যাদি শব্দে অনুভাবগুলিও ব্যভিচারী ভাবগুলির অনুগামী।[৮] এইরকম দুইটির মুখ্যতার উদাহরণ [বুঝে নিতে হবে]। কিন্তু সমানভাবে মুখ্য হ'লেই রসাস্বাদের উৎকর্ষ।[৯]

আর, প্রবন্ধেও[১০] এইরকমের হয়। নাটক ইত্যাদিতে তো এইরকমের হয়ই। যার জন্য বামন বলেছেন: "যত রকমের কাব্য [= সন্দর্ভ] আছে, তাদের মধ্যে দশ রকমের নাটকই শ্রেষ্ঠ। এতে চিত্রপট (scene) ইত্যাদি বিশেষত্বগুলি সবই থাকে ব'লে এ বৈচিত্র্য-ময়।"[১১]

কিন্তু প্রবন্ধে [নাট্যের মতো] ওইরকমটি দেখানো সম্ভব হয় ভাষা, বেষ, প্রবৃত্তির স্বাভাবিকতা ইত্যাদি মনে মনে ভেবে নেওয়ার জন্য।[১২] মুক্তকের[১৩] এইটিই অবলম্বন। আর, সেক্ষেত্রে রসিক পাঠকেরা পূর্বাপরের পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই কল্পনা ক'রে নিয়ে

'এখানে', 'এইসময়ে', 'এইরকম বক্তা' ইত্যাদি [মনে মনে] বহু রকম ভূমিকা গ'ড়ে নিতে পারেন।

তাই, কাব্যচর্চা এবং পূর্বজন্মের পুণ্য ইত্যাদির মহিমায় যাঁরা সহৃদয়, বিভাব ইত্যাদির সামান্য প্রকাশ ঘটলেও তাঁদের কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়েই সাক্ষাৎকারের মতো কাব্যের প্রাণবস্তু [=অর্থ] স্ফুরিত হয়। এইজন্য নাট্যের অপেক্ষা না রেখে কেবল কাব্যই তাঁদের প্রীতি ও বুৎপত্তি ঘটাতে পারে।[১৪] কিন্তু, চাঁদের কিরণ [আয়নায়] পড়লে যেমন বেশি উজ্জ্বল হয়, তেমনি নাট্য তাঁদের আরও বেশি নির্মল ক'রে তোলে। যারা সহৃদয় নয় তাদেরও নির্মল ক'রে তোলে। ওই [নাট্যে] প্রযুক্ত গীত, বাদ্য, গণিকা প্রভৃতি নাট্যের উপলক্ষণ ব'লেই প্রমোদের [=ব্যসনিতা] উপকরণে পর্যবসিত হয় না।[১৫]

নাটকে নট যেন ধ্যানীদের ধ্যানের পাত্রের মতো। সেখানে, 'সিঁদুর মাখানো এই বাসুদেবই স্মরণযোগ্য' এইভাবে প্রতীতিটি হয় না। বরং ওই উপায়ের[১৬] মধ্য দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ওঠা, মনের কল্পনায় ধরা দেওয়া বিশেষ দেবতাই ধ্যানীদের ফল দিয়ে থাকেন। ওইরকম নাট্য-ব্যাপারের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আবির্ভূত, অত্যন্ত স্পষ্ট, নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের বিষয় হ'য়ে ওঠা, স্বাভাবিক দেশ-কালের স্পর্শহীন, 'এই কর্মের এই ফল' এইরকম বিধিস্থানীয় অর্থের জ্ঞান জন্মায়। এক্ষেত্রে চোখে দেখা অভিনয়ে অথবা উৎপন্ন চিত্তবৃত্তিতে কোনো কিছু বাধা ঘটায় না। সম্যক্ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ব'লেই এ পূর্ণ [প্রতীতি]। তাই 'এ রামই'—এই প্রতীতি হয়; 'এ তো রাম নয়, এ অন্য কেউ'—এরকম প্রতীতি হয় না।

১) অভিনবগুপ্তের নিজের রচনা। লো-টী-তে (২/২৭) উদ্ধৃত।

২) অর্থাৎ, বিভাবের চেয়ে গৌণরূপে।

৩) অর্থাৎ, এখানে শৃঙ্গার যে স্পষ্ট তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৪) ইন্দুরাজ অভিনবগুপ্তের অন্যতম উপাধ্যায়। তাই এই সাড়ম্বর উল্লেখ। ইন্দুরাজ বা ভট্টেন্দুরাজ কবি ও কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। অভিনবগুপ্ত ইন্দুরাজের কাছেই 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন ব'লে মনে হয়। লো-টী-র মুখবন্ধেই তিনি ভট্টেন্দুরাজকে উপাধ্যায় ব'লে জানিয়েছেন ('ভট্টেন্দু-রাজচরণাব্জকৃতাধিবাস')। মুকুলশিষ্য প্রতিহারেন্দুরাজ—যিনি উদ্ভটের 'কাব্যালংকারসারসংগ্রহ'-এর 'লঘুবৃত্তি' রচনা করেছিলেন—তিনি এবং এই ইন্দুরাজ বা ভট্টেন্দুরাজ একই ব্যক্তি কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। দুজনেই কাশ্মীরের অধিবাসী এবং দুজনেই সন তারিখের বিচারে সমকালীন। কিন্তু প্রতিহারেন্দুরাজ ধ্বনিবিরোধী ছিলেন। অভিনবগুপ্ত তাঁর গুরু ইন্দুরাজকে কখনও প্রতিহারেন্দুরাজ ব'লে উল্লেখ করেননি। প্রতিহারেন্দুরাজ কবি ছিলেন এমন উল্লেখও কোথাও পাওয়া যায় না। দ্রষ্টব্য : হিস্ট্রি অফ্ স্যানসক্রিট্ পোয়েটিকস্, পৃঃ ২০৪-৭ ; স্যানসক্রিট্ পোয়েটিকস্, ১ম ভাগ, পৃঃ ৭৪-৭৬।

৫) শ্লোকটি লো-টী-তেও উদ্ধৃত হয়েছে, ১/৪, ৩/৩৬।

৬) অর্থাৎ, বিভাবের মুখ্যতায় ব্যভিচারীভাবের মুখ্যতা।

৭) পিটরসনের মতে কবি কলশক এবং কাশ্মীররাজ কলশ একই ব্যক্তি। বিল্হণ তাঁর 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' গ্রন্থে (১৮/৫৬) কলশ-কে কবি ব'লে উল্লেখ করেছেন। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'সুবৃত্ততিলক' গ্রন্থে কলস-নামাঙ্কিত একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলী' গ্রন্থে কবি কলশ অথবা কলশকের প্রায় বারোটি শ্লোক স্থান পেয়েছে।

৮) অর্থাৎ, গৌণ।

৯) এখানে দৃষ্টান্ত তিনটিতে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর মধ্যে এক একটি উপাদানের একক মুখ্যতা দেখানো হয়েছে। এই রকম এদের দু'টি-দু'টির মুখ্যতার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যেখানে বিভাব-অনুভাব ও ব্যভিচারী তিনটি উপাদানেরই সমান মুখ্যতা সেখানেই রসের উৎকর্ষ।

১০) পরম্পরান্বিত রচনা। একাধিক শ্লোক, ছন্দ, ভাব ইত্যাদির 'প্রকৃষ্ট-বন্ধ'-ই প্রবন্ধ। প্রবন্ধ অর্থে যে কোনো সাহিত্যিক রচনা; তার মধ্যে নাটকও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এখানে নাটক ব্যতীত অন্যান্য রচনাকেই বোঝানো হয়েছে।

১১) কা-সূ-বৃ, ১ম অধি, ৩য় অ., ৩০-৩১। এখানে 'বিশেষত্ব' শব্দের অর্থ ভাষাবৈচিত্র্য ইত্যাদি নাটকীয় উপাদান সমূহ যা কাব্যবস্তুকে প্রত্যক্ষের মতো ক'রে তোলে। কা-সূ-বৃ-র 'কামধেনু' টীকায় গোপেন্দ্রতিপ্‌প ভূপাল এই অর্থই করেছেন ("বিশেষাণাম্‌ ভাষাভেদাদিরূপাণাম্‌",—পৃঃ ৩৯)। অভিনব-গুপ্তের আলোচনা থেকেও এই অর্থই সমর্থিত হয়। ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যালোক' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৭) অনুবাদ করেছেন: "সন্দর্ভ-সমূহের মধ্যে দশরূপকই শ্রেষ্ঠ। বৈশিষ্ট্য-সমূহ সমগ্ররূপে থাকায় তাহা চিত্রপটের ন্যায় বিচিত্র।" যা চিত্রপটের ন্যায় তার বৈশিষ্ট্যসমূহের সমগ্রতার মধ্যে 'ভাষাভেদ ইত্যাদি' অন্তর্ভুক্ত হয় কি ক'রে? সংস্কৃত নাটকে পাত্রভেদে ভাষাভেদ বিধিবদ্ধ। এই জন্য 'চিত্রপটবৎ' শব্দের অর্থ 'চিত্রপটযুক্ত' (চিত্রপট+মতুপ্‌, ক্লীব) গ্রহণই যুক্তিযুক্ত। চিত্রপট অর্থ চিত্রিতপট অর্থাৎ scene। কা-সূ-বৃ-র বৃত্তিতেও এর সমর্থন আছে ব'লেই মনে হয়: "তৎ দশরূপকং হি যস্মাৎ চিত্রং চিত্রপটবৎ। বিশেষাণাং সাকল্যাৎ।"

১২) অভিনবগুপ্তের মতে নাট্যরস ও কাব্যরস এক। এমন কি তিনি বলেছেন: "কাব্য তো নাট্যই" ("কাব্যং চ নাট্যমেব")। তিনি এ সম্পর্কে তাঁর উপাধ্যায়ের (ভট্টতোত) মতের উল্লেখ করেছেন: "কাব্যবর্ণিত বস্তু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষের মতো জ্ঞানোদয় হ'লে রসোদয় হয়। তিনি কাব্যকৌতুকে বলেছেন: 'নাটকের মতো অনুভূত না হ'লে কাব্যে আস্বাদ সম্ভব হয় না। উদ্যান, কান্তা, চন্দ্র প্রভৃতি বস্তুর বর্ণনা, বিলাস, পরিপূর্ণতা নিপুণভাবে প্রযুক্ত হ'লে বিষয়গুলি প্রত্যক্ষের মতো পরিস্ফুট হয়।' অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন: কাব্যের গুণ, অলঙ্কার ও সৌন্দর্যের আতিশয্য থেকেই রসের চর্বণা হ'য়ে থাকে। আমরা কিন্তু বলি: কাব্য মুখ্যত নাট্যাত্মক। সেখানে সমুচিত ভাষা, বৃত্তি, কাকু এবং নেপথ্যবিধান প্রভৃতি দ্বারা রসবত্তা পূর্ণ হ'য়ে থাকে। মহাকাব্য প্রভৃতিতে নায়িকার উক্তিও সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হয়। এইরূপ বহু অনুচিত বিষয় কেবল উপায় নাই ব'লেই সেখানে বর্ণিত হ'য়ে থাকে।" "কাব্যার্থবিষয়ে হি প্রত্যক্ষকল্পসংবেদনোদয়ে ইত্যুপাধ্যায়াঃ। যদাহুঃ কাব্যকৌতুকে

'প্রয়োগত্বমনাপন্নে কাব্যে নাস্বাদসম্ভবঃ।' ইতি। 'বর্ণনোৎকলিতা ভোগ-প্রৌঢ়োক্ত্যা সম্যগর্পিতাঃ। উদ্যানকান্তাচন্দ্রাদ্যা ভাবাঃ প্রত্যক্ষবৎস্ফুটাঃ।' ইতি। অন্যেতু কাব্যেঽপি গুণালংকারসৌন্দর্যাতিশয়কৃতং রসচর্বণমাহুঃ। বয়ং তু ব্রূমঃ—কাব্যং তাবন্মুখ্যতো দশরূপকাত্মকমেব। তত্র হৃ,চিতৈর্ভাষা-বৃত্তিকাকুনৈপথ্যপ্রভৃতিভিঃ পূর্যতে রসবত্তা। সর্গাবন্ধাদৌ হি নায়িকায়া অপি সংস্কৃতৈবোক্তিরিত্যাদি বহুতরমনুচিতং কেবলং শক্তিরহিতত্বাদ্ব্যাবর্ণ্যতে।"

১৩) অনিবদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ একক শ্লোকের রচনাই মুক্তক। যেমন, অমরুর 'শৃঙ্গারশত'। "মুক্তকং শ্লোক এবৈকশ্চমৎকারক্ষমঃ সতাম্।"—অগ্নিপুরাণ। "ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যং তেন মুক্তেন মুক্তকম্"—সা-দ ৬/৩২৪।

১৪) অর্থাৎ, যাঁরা প্রকৃত সহৃদয়, নাটক-শ্রবণে বা পঠনেও তাঁদের রস উপলব্ধি হ'য়ে থাকে। অভিনবগুপ্ত বলেন: "তাঁদের নাট্যশ্রবণের সময়ে সাধারণ রূপে বাসনাত্মক চর্বণার ফলে যে রস-সঞ্চয় হয়, তাতে নাট্যলক্ষণ স্ফুট হয়।" "তেষাং তথাবিধ দশরূপকাকর্ণনসময়ে সাধারণবাসনাত্মকচর্বণগ্রাহ্যো রসসঞ্চয়ো নাট্যলক্ষণঃ স্ফুট এব"—অ-ভা, ৬। তুঃ "...the power of Tragedy, we may be sure, is felt even apart from representation and actors."—এরিস্‌টটল্‌স্ পোয়েটিক্‌স্: এস্, এইচ, বুচার, ৬ষ্ঠ পরি. পৃঃ ২৯।

১৫) প্রমোদের উপকরণ হ'লেও নাট্যের অঙ্গীভূত গীত-বাদ্য-গণিকাকে প্রমোদের উপকরণ ব'লে মনে হয় না; তারা দর্শকচিত্তের অনুরঞ্জক, নাট্য তথা রসের উপকরণ রূপেই প্রতীত হয়।

১৬) নট রসের প্রতীতি বা বোধের উপায় মাত্র। অভিনবগুপ্ত অন্যত্র স্পষ্ট ক'রে বলেছেন: "...তাহলে নট কি? নট আস্বাদনের উপায়। এবং তাই পাত্র বলা হয়। পাত্রে মদের আস্বাদ থাকে না। তা রসের নিছক উপায়ই... ।" "...নটে তর্হি কিম্। আস্বাদনোপায়ঃ। অতএব চ পাত্রমিত্যুচ্যতে। ন হি পাত্রে মদ্যাস্বাদঃ। অপি তু তদুপায়কঃ"—অ-ভা, ৬।৩৬।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

সংশোধন

(কেবলমাত্র সংস্কৃত অংশের)

পৃঃ ৫, পঙ্ঃ ৪ 'যোঢ়াস্থাভাব-' ॥ পৃঃ ৫, পঙ্ঃ ৬ 'মান্দ্যদর্শনং। ক্রোধোৎসাহরতীনাং' ॥ পৃঃ ১০, পঙ্ঃ ৯ 'ক্রুদ্ধেন' ॥ পৃঃ ১২, পঙ্ঃ ৩ 'উত্তমপ্রকৃতেযে´ শোকানুভাবা……' ॥ পৃঃ ১৩, পঙ্ঃ ৮ 'গবাবয়ব' ॥ পৃঃ ১৮, পঙ্ঃ ১৪ 'মধ্যস্থো বা' ॥ পৃঃ ২২, পঙ্ঃ ১৩ 'বক্ষ্যাম' ॥ পৃঃ ২৬ পঙ্ঃ ১ 'অদূরভাগাভিনিবিষ্টদৃশা ত্বেকস্মিন্নপি' ॥ পৃঃ ২৬, পঙ্ঃ ১৬ 'বক্ষ্যামঃ' ॥ পৃঃ ২৭, পঙ্ঃ ৯ 'ন হ্যেতচ্চিত্তবৃত্তি…' ॥ পৃঃ ৩২, পঙ্ঃ ১৪ 'পানকরসাস্বাদোঽপি' ॥ পৃঃ ৩৫, পঙ্ঃ ৮ 'ব্যভিচাবিবর্গঃ' ॥